ধনঞ্জয় বৈরাগী

কেঁচো খুঁড়তে সাপ

[একটি সার্থক হাসির ঝর্ণা]

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

● প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭

● প্রকাশনায়
পি, দে
৫৫, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

● মুদ্রণে
শ্রী শরৎ চন্দ্র গুড়ে
নারায়ণী প্রেস
২৬সি, কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

● প্রচ্ছদ অঙ্কনে
শ্রী শান্তি পাল

● মূল্য : তিন টাকা

গৌরচন্দ্রিকা

জায়গাটা সাঁওতাল পরগণায়।

বাড়ীগুলো তালাবন্ধ থাকে। চেনজাররা এলে দরজা খোলা হয়। পঞ্চ পাণ্ডবদের মত বারোমেসে বাসিন্দার সংখ্যা খুব কম। মঞ্চের পিছনের দিকে ওদের বাড়ী, তার বাঁদিকে গোকুল দেবের আস্তানা। আর ডানদিকে সামনের উইংস ঘেঁষে আদিত্য বোসের দোতলা বাড়ী।

পঞ্চ পাণ্ডব আর গোকুল দেবের বাড়ীর মাঝখানে প্রকাণ্ড বড় একটা গাছ, যাতে দু'টো ফোঁকর আছে। একটা ছোট, সেখান দিয়ে মুখ বার করে কাকের পুতুল কা-কা করে ডাকে, আর একটা বড় ফোঁকর যার মধ্যে দিয়ে যেকোন চরিত্র মুখ বার করতে পারে।

বেড়াবার জায়গা রেলওয়ে স্টেশন। আর আছে নদীর ধারে বালিয়াড়ী। কিছু দূরে জঙ্গল। সেখানে শিকার করতে গেলে গাড়ী চড়ে যেতে হয়।

নাটক এর পাত্র-পাত্রীরা স্বচ্ছন্দ্য গতিতে ঘুরে বেড়ায়। কখনো এই তিন বাড়ীর সামনের আঙ্গিনায়, কখনো বা স্টেশনে, কখনো বালিয়াড়ীতে আবার কখনো বা জঙ্গলে। এর জন্যে দৃশ্য পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন নেই। অল্প বিস্তর আলো-আঁধারের খেলা, কিছুটা মূকাভিনয়ের সাহায্য নিলেই দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া যাবে—কোথায়, কখন কি ঘটছে।

মঞ্চে বসবার জন্যে এক সাইজের ভেতরটা ফাঁপা পাঁচটা চৌকো বাক্স ব্যবহার করলে ভাল হয়। যার মধ্যে জাল ওষুধের পেটিগুলো লুকিয়ে রাখা যাবে। এই বাক্সগুলোই সময় সময় নানাভাবে সাজানো যাবে। চারজনে বসে মাঝখানে টেবিল রেখে তাসও খেলতে পাবে, আবার তিনটে পাশাপাশি রেখে গাড়ী চালানোর মূকাভিনয়ও করতে পারা যায়।

মোট কথা—নাটকটিকে সুপরিকল্পিত উপায়ে চিত্তাকর্ষক ক'রে, দর্শকদের কাছে উপস্থাপনা করার ভার স্বয়ং পরিচালকের।—আমার দিক থেকে এর কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নেই—থাকবেও না।

নমস্কারান্তে—

থিয়েটার সেণ্টার
৩১ এ, চক্রবেড়িয়া রোড (সাউথ)
কলিকাতা-২৫

ধনঞ্জয় বৈরাগী

চির তরুণ-দম্পতি

শ্রীমতি অন্নপূর্ণা হালদার

ও

শ্রীযুক্ত জীবনতারা হালদার এর

যুগ্ম-কবকমলে

বিবাহের সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে

প্রীতি-উপহাব

॥ থিয়েটার সেণ্টার কর্তৃক নিজস্ব মঞ্চে প্রথম অভিনীত ॥

—২০শে এপ্রিল, ১৯৬৯—

● চরিত্র চিত্রণে ●

স্টেশন মাষ্টার ঃ	দেবরাজ রায়
বাবুজী ঃ	প্রণত ঘোষ
জামাই ঃ	অজিত মিত্র
প্যারীমোহন, M. Sc. ঃ	তরুণ রায়
গোকুল ঃ	অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মালবাবু ঃ	অরিন্দম কুণ্ডু
শরৎ ঃ	কৃষ্ণেন্দু সিন্‌হা
নবীন ঃ	অমল মজুমদার
আদিত্য ঃ	দেবব্রত রায়
ডিমওয়ালা ঃ	মানব বসু
নাপিত ঃ	স্বরাজ লাহিড়ী
ইনস্‌পেক্টর ঃ	দীপঙ্কর ভট্টশালী
ডাঃ স্থরেন সান্ন্যাল ঃ	শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
১ম সঙ্গী ঃ হিমাদ্রী মুন্সী	২য় সঙ্গী ঃ স্বরাজ মিত্র
হেমলতা ঃ	দীপান্বিতা রায়
স্থকেশিনী ঃ	ইলা চ্যাটার্জী
নীনী ঃ	মিস্ পলিন

● নেপথ্যে ●

পরিচালনা ঃ তরুণ রায় — মূকাভিনয় শিক্ষণে ঃ যোগেশ দত্ত

সঙ্গীত ঃ ভি, বালসারা — মঞ্চ গঠনে ঃ গণেশ দাস

মঞ্চ পরিকল্পনা ঃ চণ্ডী লাহিড়ী — আলো ঃ বিমল দাস

কাকের পুতুল ঃ 'দি পাপেট্‌স' — হরবোলা ঃ মানব বসু

ব্যবস্থাপনায় ঃ বিভাস মুখোপাধ্যায় প্রচার ঃ 'প্রবুদ্ধ'

● নাট্যকারের অন্যান্য নাট্য রচনা ●

ধৃতরাষ্ট্র
রূপোলী চাঁদ
একমুঠো আকাশ
এক পেয়ালা কফি
আব হবেনা দেরী
সৈনিক
রজনীগন্ধা
নিশাচর
পুড়েও যা পোড়ে না
বিদেহী
নাট্যগুচ্ছ

● মঞ্চে যাঁরা ●

স্টেশন মাষ্টার

বাবুজী

জামাই

প্যারীমোহন, M. Sc.

গোকুল

মালবাবু

শরৎ

নবীন

আদিত্য

ডিমওয়ালা

নাপিত

ইনস্‌পেক্টর

ডাঃ স্থরেন সান্ন্যাল

১ম সঙ্গী, ২য় সঙ্গী ও আরও কয়েকজন

হেমলতা

স্থকেশিনী

নীনী

● প্রথম অঙ্ক * দ্বিতীয় অঙ্ক * তৃতীয় অঙ্ক ●

প্রথম অঙ্ক

[ষ্টেশন মাষ্টার। সাদা জামা কাপড়, মাথায়
টুপি হাতে লাল আর সবুজ ফ্ল্যাগ, মুখে হুইসিল]

ষ্টেশন মাষ্টার ॥ (হুইসিল বাজিয়ে) এই বাঁশী বাজিয়ে সবুজ পতাকা দেখালেই গাড়ী চলতে স্থুরু করবে। গিজ্ গিজ্ গিজ্ কু···দিব্যি স্থখের চাকরী ছিল, মশাই। সারাদিনে তু'খানা গাড়ী এখানে আসতো। সেই সকালে একটা আর অন্যটা বিকেলে। দিব্যি মৌজ ক'রে ঘুমাতাম। চেন্‌জারদের সঙ্গে গল্প করতাম। অখণ্ড অবসর ছিল। আর এখন? এতটুকু জিরোবার উপায় নেই। ঘণ্টায় ঘণ্টায় গাড়ী। এই দিল্লী এক্সপ্রেস্, ওই গোমো প্যাসেঞ্জার, সেই কালকা মেল, মায় সদ্যোজাত রাজধানী Express পর্য্যন্ত এখানে বুড়ী না ছুঁয়ে যায় না। আপনারা ভাবছেন এত ব্যস্ত ষ্টেশনের পেছনেই নিশ্চয় আছে মস্ত সহর। আরে রামঃ। সর্ব সাকুল্যে গোটা ষাটেক বাড়ী আছে। এ বাড়ীগুলো কোন সময় হয়েছিল জানেন? যে সময় কলকাতার অবস্থাপন্ন লোকেরা মধুপুর কি শিমূলতলায় বাড়ী করতো। সে সময় নয়। আজকের দিনেও নয়। কারণ একালের এরিষ্টোক্রেসীর উদাহরণ হল দার্জিলিং

বা কালিম্পংএ তিন কামরার ফ্ল্যাট সাত বছরের জন্যে লীজ নেওয়া। এই দুই কালের মধ্যে এমন একটা সময় এসেছিল যখন কয়েকজন ধনী কলকাতা বাসীর খেয়াল হয় কোন পাণ্ডববর্জিত দেশে কূয়োর জল পরীক্ষা ক'রে আর মুর্গীর দাম সস্তা কিনা যাচাই ক'রে বাড়ী তৈরী করা। ঠিক সেই সময় ধাঁই ধাঁই ক'রে এখানে ষাটটা বাড়ী উঠলো। কিন্তু তারপর? বিশ বছরের মধ্যে তার সংখ্যা একষট্টি হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, এই ষ্টেশন জড় পদার্থের মত পড়ে না থেকে জীবজগতের ক্রমবর্দ্ধমানতার গুণ আয়ত্ব ক'রে ফেললো। শিশু ষ্টেশন বালিকার গণ্ডী পেরিয়ে একেবারে যুবতী হয়ে বসলো। তিনখানা প্ল্যাটফর্ম, চমৎকার সাজানো শেড্, বাগান, চায়ের ষ্টল। ফলে সব গাড়ীই এ যুবতীর সঙ্গে একটু রসিকতা ক'রে যায়। আর আমার এই হাড়ীর হাল - সারাক্ষণ পতাকা নাড়ো—

[পাণ্ডবদেব গানের স্বর]

—এই সেরেছে রে! বুড়োগুলো আসছে। জ্বালিয়ে মারবে। রোজ আসবে ষ্টেশনে বেড়াতে আর বকর বকর ক'রে আমার কানের পোকা বার করবে। ভাব দেখাই আমি কাজ করছি।

[বাবুজী, জামাই, হেমলতা ও প্যারীমোহনের প্রবেশ]

জামাই ॥ হল্ট।

বাবুজী ॥ হল্ট কেন ?

জামাই ॥ আমরা ষ্টেশনে পৌঁছে গেছি। আর কুইক মার্চ করার দরকার নেই।

প্যাবী ॥ মিছি মিছি তোমরা হুড় মুড় ক'রে এলে। শুনবে—গাড়ী আসতে এখনও অনেক দেরী আছে।

হেম ॥ ওই তো মাষ্টার দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করনা।

অন্যরা ॥ মাষ্টার মশাই—

মাষ্টার ॥ কি হ'ল ?

হেম ॥ সেভেন আপ ঠিক সময় মত আসছে ?

মাষ্টার ॥ আসছে। কেন ?

সকলে ॥ আমাদের গেষ্ট আসছে।

মাষ্টাব ॥ তাই নাকি ? ভাল কথা আর খানিকক্ষণেব মধ্যেই গাড়ী এসে পড়বে।

হেম ॥ ততক্ষণ চল আমরা Tea Stall-এ যাই। দেখি গরম কিছু ভাজছে কিনা।

বাবুজী ॥ খর্বদার বলছি, এই সময় কেউ বাজারেব জিনিস খাবে না। একবাব যদি শরীর খারাপ হয়।

প্যাবী ॥ হবে কেন ? আমার সঙ্গে হজমের দাওয়াই আছে—না ? হু' পুরিয়া খাইয়ে দেব। ব্যস্—আবার চন্‌মনে খিদে।

জামাই ॥ কি বললে প্যারী, চম্ চম্ কোথায় ?

বাবুজী ॥ উঃ—খালি তোমাদের খাওয়ার গল্প যতক্ষণ না ট্রেন আসে, চল, প্লাটফরমে পায়চারী করা যাক।

হেম ॥ আর আমি ছুটতে পারছি না।

জামাই ॥ ছুটবেন কেন? হেঁটে চলুন। **Fall in goose step walk.**

[ওরা হাঁটতে হাঁটতে অডিটোরিয়াম দিয়ে বেরিয়ে যায়]

মাষ্টার ॥ খুব বেঁচে গেছি। এত তাড়াতাড়ি আমায় ছেড়ে দেবে তা ভাবিনি। এ বুড়োগুলোর কোন আক্কেল নেই, মশায় ওই যে বাবুজী, বাড়ীর কর্ত্তা, নির্ঘাত সত্তর পেরিয়ে গেছে। ওদের বাড়ীর কালা জামাই, ওই হাফ্ প্যাণ্ট পরা ভদ্রলোক, আটষট্টির কম হবে না, বাবুজীর শালী হেমলতারও নেই নেই করে প্রায় ষাট-টি বসন্ত কেটে গেছে। আর ঐ প্যারীমোহন এম, এস,-সি—তার জন্মদিনে আমাকে নেমন্তন্ন করেছিল—পঁয়ষট্টিটা মোম বাতি জ্বালিয়েছে। মনে হচ্ছিল দেওয়ালী।

[গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল ॥ একি মাষ্টার মশাই, নিজের মনে বিড় বিড় করছেন কেন?

মাষ্টার ॥ করব না! দুঃসংবাদটা শুনেছেন?

গোকুল ॥ কিসের দুঃসংবাদ? ট্রেণের দুর্ঘটনা।

মাষ্টার ॥ তার চেয়েও মারাত্মক ঐ বুড়োদের গেষ্ট আসছে। নিশ্চয় আর এক বুড়ো জ্বালিয়ে মারবে।

গোকুল ॥ ছিল চার বুড়ো বুড়ী,
হবে পঞ্চ পাণ্ডব,
এ জায়গায় টেকা দায়,
বাঁধাবে তাণ্ডব।

মাষ্টার ॥ কি ব্যাপার গোকুলবাবু, আপনি কবি হয়ে গেলেন নাকি? দিব্যি ছড়া কাটছেন।

গোকুল ॥ আমার পাশের বাড়ীর প্রতিবেশী ভয়টা তো আমার সব চেয়ে বেশী। তবে আমি কখনও ওদের বাড়ীর দিকে পা বাড়াই না।

মাষ্টার ॥ বিচক্ষণের মত কাজ করেছেন।

গোকুল ॥ কিন্তু, মাষ্টারমশাই আপ-ডাউন দুটো গাড়ী ঠিক সময়ে আসছে কি ব্যাপার?

মাষ্টার ॥ এ একটা অ্যাক্সিডেণ্ট।

গোকুল ॥ তা সত্যি। অ্যাক্সিডেণ্ট-এর ওপর তো আপনাদের রেলওয়ে চলছে।

মাষ্টার ॥ শুধু রেলওয়ে কেন গোকুলবাবু, তামাম দুনিয়াটাই তো অ্যাক্সিডেণ্টের ওপর চলছে। পৃথিবীর জন্ম থেকে সুরু করে আমাদের ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্য্যন্ত কোনটা অ্যাক্সিডেণ্ট নয়?

গোকুল ॥ এযে আর এক অ্যাক্সিডেণ্ট দেখছি।

মাষ্টার ॥ কি রকম?

গোকুল ॥ দেখুন না – ঐ বুড়ো বুড়ীরা আসছে।

মাষ্টার ॥ তাহলে, বোধহয় ট্রেনও এল ব'লে।

[হুইশিল বাজিয়ে]

খবরদার দাঁড়াও। এই আমি লাল পতাকা দেখাচ্ছি।

[Musicএ গাড়ী যেন থামে। প্লাটফরমে হকারদের আওয়াজ। নীনী নেমে এসে হাত তুলে চেঁচায়। Here is Nini—সঙ্গে সঙ্গে বুড়োরা ছুটে আসে]

বাবুজী ॥ আসতে কোন অসুবিধে হয়নি ?

নীনী ॥ কিসের অসুবিধে ? বেলায় বেলায় এসেছি।

বাবুজী ॥ আসার কথা বলছি না। শরীর ঠিক আছে তো ? জ্বর হয়নি ? চোঁয়া ঢেকুর ওঠে নি ? বাতের ব্যাথা, দাঁত কন্‌কন্—বিস্বাদ জামরুল—খোঁপার মধ্যে ভীমরুল।

হেম ॥ কেন ঐ বাচ্ছা মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছ ? আহা, বেচারী ঠিক আমার দিদির চেহারা পেয়েছে। তেমনি নাক, তেমনি ভুরু। দেখি, শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে বনে কিনা।

[নীনীকে নিয়ে বুড়োরা চলে যায়]

গোকুল ॥ উহুঁ গণনায় ভুল হয়ে গেছে। বুড়োদের রাজত্বে একেবারে যুবতী।

মাষ্টার ॥ তাইতো বুঝতে পারছি না। একটু খোঁজ খবর নিন।

গোকুল ॥ এতদিন তো বুড়ো বুড়ীদের কোন পাত্তাই দিইনি। এবার একটু মেলামেশা না করলে চলবে না। কিন্তু মেয়েটা ওদের কে হ'তে পারে বলুন তো ?

মাষ্টার ॥ নির্ঘাত নাতনি।

গোকুল ॥ আমারও তাই মনে হচ্ছে।

নড়বড়ে বুড়োদের,

ঝক্-ঝকে নাত্‌নি।

আলাপ জমাতে হবে

পাকা ক'রে গাঁথনি।

মাষ্টার ॥ কি সর্ব্বনাশ! গোকুলবাবু, আপনার মাথা গরম হয়ে গেল নাকি? কি সব আবোল তাবোল বকছেন? 'নাতনির' সঙ্গে 'গাঁথনি' মিলিয়ে দিলেন?

গোকুল ॥ তাছাড়া কি মিল হতে পারে বলুন তো?

মাষ্টার ॥ কেন—পেত্নীও হতে পারে।

গোকুল ॥ ওরে বাবা—এযে আরও সর্ব্বনেশে মিল!

মাষ্টার ॥ যদি পছন্দ না হয়—ছাকনি, ঢাকনি, কাকনি--

গোকুল ॥ ওরে ব্যস্‌ রে, আমি চললাম।

[প্রস্থান]

মাষ্টার ॥ আমিও যাই। পরের ষ্টেশনে ফোন করে খবর দিই যে ট্রেন ছেড়ে গেছে।

[প্রস্থান]

[মাষ্টার সরে যেতেই মালবাবুর প্রবেশ। সঙ্গে শরৎ]

মাল ॥ যাক্—মাষ্টার কেটেছে। তখন থেকে আপনার কাছে আসতে চাইছি। মাষ্টার কিছুতেই নড়ে না।

শরৎ ॥ কি খবর বলুন, মালবাবু।

মাল ॥ দশ পেটি মাল এসে গেছে। এখন রেলের গুদামে রেখেছি। বিকালের দিকে আপনাদের পাঠিয়ে দেব।

শরৎ ॥ একটু সাবধানে নাড়ানাড়ি করতে বলবেন। কাচের জিনিস ভেঙ্গে না যায়।

মাল ॥ আমি যখন ভার নিয়েছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিছু ভাঙ্গবে না।

শরৎ ॥ ও—হ্যাঁ—বৌদির জন্যে কর্ত্তা এই শাড়ীটা পাঠিয়েছেন।

মাল ॥ একি অন্যায় বলুন তো। এত দামী শাড়ী—

শরৎ ॥ বৌদিকে কিন্তু খুব চমৎকার মানাবে। এটা সঙ্গে করে নিয়ে যান।

মাল ॥ আজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ী আসছেন তো?

শরৎ ॥ আজ পারছি না। আর একদিন আসব।

মাল ॥ আপনাদের কর্ত্তার সঙ্গে কিন্তু একবারও সরাসরি আলাপ করিয়ে দিলেন না। ভদ্রলোক আমার জন্যে এত করেন।

শরৎ ॥ হবে—হবে, ভাই। ব্যস্ত মানুষ। কখন কোথায় ঘুরে বেড়ান, কোন ঠিক নেই। তবে আপনার কথা সব আমি বলে রেখেছি।

মাল ॥ দেখেছেন তো? আমার দিক থেকে সব রকম সহযোগীতা পাবেন।

শরৎ ॥ মাষ্টার আসছে। আপনাকে আর আমাকে এক

সঙ্গে দেখলেই তো হাজার রকমের জেরা করবে। চলুন সরে পড়ি।

[উভয়ের প্রস্থান। ষ্টেশন মাষ্টারের প্রবেশ]

মাষ্টার ॥ যাক্, সবাই চলে গেছে। All clear. আহা কি যেন বলছিলাম আপনাদের—সেটুকু শেষ ক'রে দিই। এই ষ্টেশন ছাড়িয়ে বেরুলেই পাবেন পাঁচ ফুটিয়া মেঠো রাস্তা। পেট ফোলা অজগরের মত এঁকে বেঁকে নদী পর্যন্ত চলে গেছে। মনে করুন ঐ কোণে নদী লী-লী করছে। রাস্তার এপাশে ওপাশে খান-কয়েক বাড়ী। মনে করুন—ঐটা পঞ্চ পাণ্ডবের আস্তানা। এই বাড়ীখানায় সারা মাস লোক থাকে বলে পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন। আর এই ঘব খানায় থাকে ঐ গোকুল দেব। আসলে এটা out house. পেছনে বড় বাড়ী দেখতে পাচ্ছেন? বাড়ীওয়ালা বড় একটা আসেনা। তালা বন্ধ থাকে। আর ঐ যে সামনের বাড়ীটা দেখছেন ওটা বোস সাহেবের। বোস সাহেব মারা গেছেন। তাঁর বিধবা, ছেলে আদিত্য বোসকে নিয়ে মাঝে মাঝে এখানে আসেন। তবে এবার এসেছেন কিনা জানিনা। আর এই গাছটা না থাকলে ছবিটা পুরো হয় না। এই গাছের পাশে যুবক যুবতীরা প্রেম করতে পারে। এই গাছের পাখী দেখে শিকারী বন্দুক ছুঁড়তে পারে। ওটা বনের গাছ, বাগানের গাছ,—যাই হোক, একটা

হ'লেই হল। তলায় মাটি—তা'তে গর্ত্ত। বোধ হয় কেঁচো আছে। তা'হলেও খুঁড়তে যাবেন না। আমি একবার এই পতাকার ডাণ্ডা দিয়ে গর্ত্তে খোঁচা দিয়েছিলাম। ওরে বাপ (ভয়ে পেছিয়ে গিয়ে) কি বলুন তো? সাপ—হ্যাঁ মশাই। কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

[মঞ্চ অন্ধকার। আলো জ্বললে দেখা যায়—গোকুল বেঞ্চের ওপর বসে কাজ করছে। নেপথ্যে মেয়েলী গলায় হিন্দি গানের সুর। একটি মেয়ে প্রবেশ করে। চেহারা ফিল্ম ষ্টারের মত। ফর্সা রং, বব চুল, টানা চোখ। সুঠাম দেহ। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে বলে]

নীনী॥ বাঃ—কি চমৎকার পেয়ারা। বিক্রী করবে নাকি?

[গোকুল বিস্মিত হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে]

(হাসতে হাসতে) কি হাঁ করে দেখছ? বলি, পেয়ারা বিক্রী করবে?

গোকুল॥ বেশ তো ক'টা চাই? নিন না।

নীনী॥ এমনি নেব কেন? বিক্রি করবে তো বল?

গোকুল॥ কটা কিনবেন বলুন?

নীনী॥ জোড়া কত দেবে বল?

গোকুল॥ আ······আট আনা জোড়া দেবেন।

নীনী॥ ওরে বাপ্‌রে! এ- তো গলা কাটা দাম।

গোকুল ॥ তা'হলে আট আনা ডজন দিন।

নীনী ॥ (হেসে) এ—তো—আচ্ছা পাগলেব পাল্লায় পড়েছি। আট আনা জোড়া থেকে আট আনা ডজন !!

গোকুল ॥ না– না—আমার বলতে ভুল হয়েছিল।

নীনী ॥ ঠিক আছে। দু'ডজন পেয়ারা ঐ সামনের বাড়ীতে দিয়ে যেও। তাড়াতাড়ি। এই নাও টাকা। ভাল দেখে বেছে দিও। ঠকিও না যেন।

[গোকুলের হাতে একটা টাকা গুঁজে দিয়ে নীনী চলে যায়। গোকুল কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। পরে বিস্ময়ের সুরে]

গোকুল ॥ ইয়া—হু !

[এই শব্দ করে। তারপর গোরিলার মত বুক চাপড়ায়। চট্ পট্ দুটো বৈঠক দিয়ে নেয়। চুল টুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিয়ে একটা পাঞ্জাবী পরে নিজের বাড়ীর ভিতর ঢুকে যায়। হেমলতা পাণ্ডবদের বাড়ী থেকে বার হয়ে মঞ্চের মাঝখানে রাখা বাক্সের ওপর পা তুলে বসে খুব মন দিয়ে নভেল পড়ে। হন্ত দন্ত হ'য়ে নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ মাসীমা বাড়ীতে সাবান পাওয়া যাচ্ছে না। বাবুজী ভীষণ চেঁচামেচি করছেন। আপনি জানেন ?

হেম ॥ শিশিতে আছে।

নবীন ॥ তেল নয়--সাবান।

হেম ॥ আমি কি কালা নাকি? শুনতে পাই না? প্যারী-মোহন ভোর রাত্রে ঘুম থেকে উঠে, সাবানগুলো জলে গুলে শিশিতে ভরেছে।

নবীন ॥ কেন?

হেম ॥ ওকে বলে Liquid Soap, খরচাও কম হবে, germs-এরও ভয় নেই।

নবীন ॥ যাই গিয়ে বাবুজীকে বোঝাই।

[প্রস্থানোদ্যত]

হেম ॥ এই নবীন পা রাখতে পারছিনা। আমার মোড়াটা কোথায় গেল?

নবীন ॥ মোড়া? তা'তে তো ডিমের খোলাগুলো রাখা হয়েছে। এখন রোদ্দুরে ছাদে শুকোচ্ছে।

হেম ॥ তারপর শুকোলে কি হবে?

নবীন ॥ গুঁড়ো করে রান্নায় দেওয়া হবে।

হেম ॥ ডিমের খোলা রান্না হবে, এসব হচ্ছে কি?

[প্যারীমোহনের প্রবেশ]

প্যারী ॥ খেয়ে দেখছেন কখনও? Real Calcium. এই বয়সেও একটা যে দাঁত আমার নড়ে না- স্রেফ্ ঐ ডিমেব খোলা খেয়ে।

প্যারী ॥ (নবীনকে) তোকে তো সেদিন খাওয়ালাম। কেমন খেতে? মাসীমাকে বল্।

নবীন ॥ সত্যি কথা বলব? আমি সেটা খাইনি।

প্যারী ॥ খাসনি ? তবে বকশিস্ নিলি যে ? ধম্মে সইবে ?

নবীন ॥ আমি খাইনি তবে আমাদের নেড়ীকে খাইয়েছিলাম।

[সঙ্গে সঙ্গে কুকুরের ডাক]

সেইদিন থেকে ও বেটী আমাকে দেখলেই চেঁচায়।

[আবার কুকুরের ডাক]

আমি যাই। বাবুজী এখনও বোধহয় কলঘরে সাবানের জন্যে বসে আছে। [প্রস্থান]

হেম ॥ দেখ প্যারীমোহন, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি স্থুরু করেছ। Liquid Soapটা পর্য্যন্ত আমি সহ্য করেছি। কিন্তু আমার পায়ের তলা থেকে তুমি মোড়া কেড়ে নিয়েছ। এরপর যখন ঐ ডিমের খোলা খেয়ে আমার পেটে পাথুরী হবে, তখন কিন্তু—

প্যারী ॥ আপনারা তো সায়েন্স পড়েননি। কি ক'রে বোঝাব ? আমাদের দেশটাই এই রকম। কি চমৎকার মাথার তেল বের করেছিলাম, টিকটিকির চর্ব্বি থেকে। বাড়ীর মেয়ে বউ কেউ একবারও মাথায় মাখলো না।

হেম ॥ মেখেছিল বৈকি। মিথ্যে কথা বোলো না প্যারী-মোহন, তোমার ছেলের বউএর মাথার চুল সব প'ড়ে গিয়েছিল। টাক মাথায় বেচারী তোমার ছেলের হাত ধ'রে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল।

প্যারী ॥ তা আমি কি কববো ? আসলে নিয়ম হল কুমীরের চর্ব্বি থেকে তেল বার করার, তা আমি কোথায়

কুমীর পাবো ? তাই একটা বড় সড় দেখে টিকটিকি ধরে তেল তৈরী করেছিলাম।

হেম ॥ তোমার Experimentএর জ্বালায় দেখছি এবার আমাদেরও পালাতে হবে।

প্যারী ॥ এই সব ব'লে আপনি বড্ড আমায় চটিয়ে দেন। হাতের কাজ পড়ে রয়েছে। যাই জুতোগুলো সাফ্ ক'রে ফেলি। [প্রস্থান]

হেম ॥ তাই যাও। নেই কাজ তো খৈ ভাজ।

[গোকুল প্রবেশ করে। হাতে একটা থলি। হঠাৎ কুকুরের ডাক শোনা যায়। ভৌ, ভৌ— গোকুল এগুতে গিয়ে পেছিয়ে আসে। আবার কুকুরের ডাক শোনা যায়]

হেম ॥ আঃ— নেড়ী, চেঁচিও না।

[আবার নেড়ীর চীৎকার]

বড্ড দুষ্টু হয়েছ। কেন জ্বালাতন করছ ?

[নেড়ী ডাকে ঔ—ঔ—ঔ—]

কি হয়েছে কি ? (হঠাৎ গোকুলকে দেখে) আরে—গোকুল। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ? এস— এস—ভেতরে এস

[গোকুল ভেতরে আসে]

এতদিন বাদে—হঠাৎ ?—বসো।

গোকুল ॥ মানে—মানে—এগুলো—

হেম ॥ ওগুলো কি ?

গোকুল ॥ পেয়ারা।

হেম ॥ (হেসে) তখনই আমি নীনীকে বললাম, ওগুলো নিশ্চয়ই তোমার গাছের পেয়ারা। নীনী ও নীনী, তোর পেয়ারা নিয়ে যা। (গোকুলের প্রতি) নীনী মা'র সঙ্গে বুঝি তোমার চাকরটার দেখা হয়েছিল ?

গোকুল ॥ চাকর! মানে- কবে—কখন!

হেম ॥ কেন আমায় বল্লে—কোন বাড়ীর মালীকে টাকা দিয়ে এসেছে। সে পেয়ারা নিয়ে আসবে।

[লাফাতে লাফাতে নীনীর প্রবেশ]

দ্যাখ। নিজে হাতে তোর ফরমাসী পেয়ারা নিয়ে এসেছে।

[নীনী গোকুলের প্রতি পাঞ্জাবী পরা চেহারা দেখে ফিক্ ক'রে হেসে বাড়ীর ভেতর চলে গেল]

(হেসে) মেয়ে লজ্জা পেয়েছে।

গোকুল ॥ এই লজ্জা!

হেম ॥ আর সব খবর কি বল ?

গোকুল ॥ খবর আর কি—কেটে যাচ্ছে কোনরকমে।

হেম ॥ তা যা বলেছ। কেটে যাচ্ছে। এই কাটাটাই হ'ল আসল। দেখতে তো পাচ্ছ—চতুর্দ্দিকে গণ্ডগোল। আমেরিকা বলে আমায় দেখ। রাশিয়া বলে আমায় দেখ। এ চাঁদে যায়--তো—ও যায় শুক্রে। ও একটা কুকুর পাঠায়, তো, ও পাঠায় মানুষ। এদিকে চীন বলে আমি আছি। আবার ওদিকে ইস্রাইল

বলে— ছোট হলেও আমিই বা কম কি? সবাই গরম। কবে লেগে যাবে দুম্ করে ব্যস্—পৃথিবীটাই একদম চার টুকরো হয়ে ঘুরতে থাকবে। হয়তো তোমার বাড়ী পড়ল একটা গ্রহে, আর, আমরা রইলাম অন্য গ্রহে আর সারাজীবন দেখা সাক্ষাতই হবে না। (হাসি)

[প্যারীমোহনের প্রবেশ]

প্যারী ॥ কখন এলেন গোকুলবাবু ?

গোকুল। এই আসছি। (হেমকে) আমি তাহ'লে চলি। এগুলো রইল।

হেম ॥ সে কি? উঠ্‌বে কি? বস। কতদিন বাদে এলে- চা খাও।

প্যারী। আরে উঠবেন কি মশায়, বসুন। শুনলাম নাকি পেয়াবা এনেছেন ?

হেম ॥ য়্যাতো

প্যারী ॥ দেখি একটা। [প্যারী পেয়ারা হাতে নেয়]

হেম ॥ না ধুয়ে খেও না।

প্যারী ॥ আপনিও যেমন জলে ধুলেই বুঝি germs পালিয়ে যাবে। ফল খাবার নিয়ম হচ্চে—পরিষ্কার কাপড়ে বার কয়েক ঘষে নেওয়া।

[পকেট থেকে একটি নস্যি মাখা রুমাল বার করে প্যারী পেয়ারাটা ঘষে নিয়ে এক কামড় দেয়]

প্যারী ॥ বাঃ—খাসা পেয়ারা। পাকাও নয়, ডাঁসাও নয়। একেবারে ভিটামিন সি।

হেম ॥ কি যে তুমি সায়েন্স পড়েছিলে—পেয়ারাতে ভিটামিন সি ?

প্যারী ॥ সব পেয়ারায় না থাকলেও গোকুলবাবুর পেয়ারায় আছে। খেয়ে আমি বুঝতে পারছি না। বীচিগুলো মিহি, অথচ শাঁসটা নরম নয়। বুঝতে পারছেন—কি আমি বলতে চাইছি ?

হেম ॥ খুব বুঝেছি। একটা পেয়ারায় তোমার স্বাদ মেটেনি। আর একটা খেতে চাও। এই তো ? নবীন—নবীন—

গোকুল ॥ (দাঁড়িয়ে) আমি চলি এবার।

প্যারী ॥ (গোকুলকে জোর ক'রে বসিয়ে দিয়ে) আরে যাবেন কোথায়। এখনও তো কোন কথাই বলা হল না।

হেম ॥ না-না তুমি বোস, গোকুল। নবীন—

['যাই'—ব'লে নবীনের প্রবেশ]

এই পেয়ারাগুলো নিয়ে যা ভেতরে।

[নবীন থলিটা নিয়ে প্রস্থান করে]

গোকুল ॥ বলুন, কি বলছিলেন—

প্যারী ॥ এক হাত তাসে বসলে হ'ত না ?

হেম ॥ এই—এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছ, প্যারী-মোহন। সন্ধ্যেবেলাটা দিব্যি কাটবে। নীনী কিংবা জামাইকে ডেকে নিলেই হবে।

[হঠাৎ বাবুজী দ্রুত প্রবেশ করেন। তাঁর গলায় মাফ্‌লার, মাথায় টুপী, হাতে থার্মোমিটার]

বাবুজী ॥ (হেমকে) হাঁ কর।

হেম ॥ আমি থার্মোমিটার নেব না।

বাবুজী ॥ আঃ, দুষ্টুমী কোরো না। হাঁ কর বলছি।

হেম ॥ কি মুস্কিল—গায়ে হাত দিয়ে দেখনা—ঠাণ্ডা ববফ।

বাবুজী ॥ যত তোমাব বয়স বাড়ছে, ততই তোমাব তর্ক করাও বাড়ছে। এখনও যদি কথা ন। শোনো, হাত -পা বেঁধে মুখেব মধ্যে থার্মোমিটার গুঁজে দেব।

[বাবুজী আর হেমের মধ্যে থার্মোমিটার নিয়ে টানাটানি লেগে যায়]

প্যাবী ॥ (গোকুলকে) পালিয়ে আসুন।

গোকুল ॥ কেন ?

প্যাবী ॥ বুঝতে পাবছেন না। এইবাব আমাদের পালা।

গোকুল ॥ তাই নাকি ?

প্যারী ॥ আমার শবীরটা খুব ভাল নেই। নির্ঘাত নিরানব্বই জ্বব উঠবে। তা'হলেই কর্ম্ম সারা। দু'দিন বাবুজী বার্লি খাইয়ে রাখবে।

[প্যারীমোহনের পা টিপে টিপে প্রস্থান। গোকুলও বাইরে চলে যেতে চেষ্টা করে]

হেম ॥ (মুখ থেকে থার্মোমিটার বার কবে) গোকুল, তুমি উঠছ কেন ? বোসো। আমি নীনীকে—

বাবুজী ॥ আবার তুমি থার্মোমিটার মুখ থেকে বার করেছ—

হেম ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে (মুখে পুরে গোকুলকে বসতে ইঙ্গিত করে) উঁ—উঁ—উঁ— [দুজনের প্রস্থান]

[আবার গোকুল বসে পড়ে। একটু পরে নীনীর প্রবেশ]

নীনী ॥ মাপ চাইতে এলাম। আমার একটা রোগ আছে— যখন তখন আমি হেসে ফেলি। সেজন্য সকলেই আমার ওপর চটে যায়।

গোকুল ॥ কিন্তু আমি তো চটিনি।

নীনী ॥ চটা উচিত ছিল।

গোকুল ॥ কেন?

নীনী ॥ প্রথম চোটে আমি আপনাকে মালী ভাবলাম। তারপর ভুল বুঝতে পেরে অসভ্যের মত হাসলাম। এতেও যদি আপনি না রাগেন, তা' হলে আপনি রাগবেন কিসে? আর জানেন তো, রাগ হ'ল পুরুষের লক্ষণ।

গোকুল ॥ আপনি বেশ কথা বলেন। তা দাঁড়িয়ে কেন, বসুন। [নীনী বসে]

নীনী ॥ তা বলি যতক্ষণ না হাসি পায়। একবার হাসতে সুরু করলে আমিই বা কে আর রাণী ভবানীই বা কে—

গোকুল ॥ তার মানে?

নীনী ॥ ধরুন না আজ বিকেলে যেই আপনার লুঙ্গি পরা চেহারাটা দেখলাম, অমনি কোথা থেকে হাসির

হুল্লোড় এসে গেল। তারপর একটু আগে আপনাকে দেখেই আপনার লুঙ্গি পরার কথা মনে পড়ে গেল। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। প্লীজ, কিছু মনে করবেন না। মানে আপনার ঐ লুঙ্গিটাই (হাসতে থাকে) দেখছেন তো—এই আমার রোগ। এই রোগের জন্যেই আমার দু'বার এন্‌গেজমেণ্ট ভেঙ্গে গেছে।

গোকুল ॥ সে কি ?

নীনী ॥ একটি ছেলের সঙ্গে তো সব প্রায় পাকাপাকি। আংটী দেওয়া নেওয়া হয়ে গেছে। এমন সময় আমার ভাবী শাশুড়ীকে দেখে যেই না হেসে ফেলেছি ব্যস্—এন্‌গেজমেণ্ট ভেঙ্গে গেল।

গোকুল ॥ তা হাসলেন কেন ?

নীনী ॥ ওঁর নাকের ওপর একটা আঁচিল ছিল। আমার দেখেই মনে হল ঠিক যেন একটা মাছি বসে আছে নাকের ওপর। ব্যস্, আর সামলাতে পারিনি (হাসি একটু পরে) আপনাব নামটা কিন্তু আমি এখনও জানি না।

গোকুল ॥ গোকুলচন্দ্র দেব।

নীনী ॥ গো-কু-ল।

[নীনী হাসতে থাকে। জামাইয়ের প্রবেশ। হাতে একজোড়া জুতো]

জামাই ॥ এসব কি হচ্চে! আমার জুতো জোড়া কে এইভাবে

ময়লা করেছে। এই জুতো পরে কোন ভদ্রলোক বার হতে পারে। গোকুল, তুমিই বল। নীনী—

নীনী ॥ তাই তো কে এরকম করল!

জামাই ॥ কে আবার—নিশ্চয় ঐ নবীনচন্দ্রের কাজ। জুতো সাফ্ করতে গিয়ে দফা রফা করে দিয়েছে। নবীন—নবীন—এই হতভাগা নবীন—

[নবীন গজরাতে গজরাতে আসে]

নবীন ॥ কেন সকাল থেকে উঠে ভদ্রলোকের ছেলেকে গালি-গালাজ করছেন? কি হয়েছে কি? সাবান পাচ্ছেন না তো? শিশিতে আছে। যান গিয়ে দেখুন।

জামাই ॥ সাবান নয় জুতো।

নবীন ॥ জুতো? তা আমি কি জানি। ঐ কুকুরটাকে জিজ্ঞাসা করুন। সাধ ক'রে নেড়ী কুত্তা পুষেছেন। দেখুন হয়তো Break fast এর সময় খেয়ে ফেলেছে।

[নেড়ী নেপথ্যে গর্জন করে]

নবীন ॥ ঐ শুনুন—অপকর্ম করে আবার চেঁচাচ্ছে।

জামাই ॥ আরে দূর ছাই—নেড়ী জুতো খাবে কেন—জুতো তো আমার হাতেই রয়েছে।

নবীন ॥ তবে অযথা চেঁচাচ্ছেন কেন?

জামাই ॥ এত ময়লা করলো কে? আমি জানতে চাই—তুমি এ জুতোয় হাত দিয়েছ কিনা।

নবীন ॥ (হেসে) কি যে বলেন, জামাইবাবু। জুতোয় হাত

দিতে যাবো কোন দুঃখে ? খুব ইচ্ছে করলে হয়তো পা দিতে পারি।

জামাই ॥ তাই তো বলছি—এ জুতো জোড়া কি তুমি সাফ্ করেছ ?

নবীন ॥ নিজের জুতো কখনো সাফ্ করি না—তা আপনার জুতো—

জামাই ॥ তাহলে এ অবস্থা কে করলে ?

[এক হাতে জুতো ও কলার খোসা নিয়ে প্যারীর প্রবেশ ইতিমধ্যে নবীনের প্রস্থান]

প্যারী ॥ আমি আপনাকে সেদিন বলছিলাম না, গোকুলবাবু, কলার খোসা দিয়ে জুতো পরিষ্কার করে দেখবেন— 1st class.

জামাই ॥ তা হ'লে তুমিই এই সর্ব্বনাশ করেছ! This is your কীর্ত্তি। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—

প্যারী ॥ কেন কি হয়েছে !

জামাই ॥ এই নোংরা জুতো পরে বাইরে যাওয়া যায় ?

প্যারী ॥ তুমি একবার পরে দেখ জামাই। মনে হবে সেই বিয়ের সময়ের নাগ্‌রা পরেছো।

জামাই ॥ নাগ্‌রা না—খড়ম।

প্যারী ॥ একবার পরে দেখ না। দেখবে, কি মোলায়েম হয়ে গেছে। ঠিক যেন কচি শশা।

জামাই ॥ কচি শশা ? দাঁড়াও দেখাচ্ছি—ওটা কার জুতো!

প্যারী ॥ হেমদির।

জামাই ॥ তোমার নিজের জুতো সাফ্ করনি ?

প্যারী ॥ সময় পেলাম কোথায় ?

জামাই ॥ সময় পেতে হবে না—আমি সাফ্ করে দিচ্ছি। মনে হবে যেন Salad. দাও কলার খোসা—এবার তোমার জুতো দাও—দাও বলছি। ভাল হবে না, প্যারী।

[ছুটোছুটি করে প্যারী ও জামাইয়ের প্রস্থান]

নীনী ॥ এরা কিন্তু দিব্যি আছেন। সারাক্ষণ ছেলেমানুষের মত হৈ-হৈ করছেন।

গোকুল ॥ আমার বেশ ভয় করছিল যদি শেষ পর্য্যন্ত আমার জুতো দুটোও, ঐ রকম পালিশ ক'রে দেয়। তখন হয়েছিলো আর কি !—হ্যাঁ, আজ উঠি।

নীনী ॥ পরে আসবেন, কিন্তু। দাদুরা যা মজা করে।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। রাত্রি। কুকুরের কান্না। অন্ধকারের মধ্যে কয়েকটি ছায়ামূর্ত্তি চলে যায়। ফিস্ ফিস্ ফিস্ ক'রে কাদের যেন কথাবার্ত্তা]

শরৎ ॥ (চাপা স্বরে) গুদোম থেকে সব মাল নিয়ে এসেছ তো' ?

১ম ছায়ামূর্ত্তি ॥ দু' পেটি রেখে আসতে বললে যে—

শরৎ ॥ ও হ্যাঁ—ওটা কাল মুঙ্গেরে যাবে। একজন একটু এগিয়ে ছাখ—রাস্তা পরিষ্কার কিনা !

[এমন সময় সুকেশিনীর চিৎকার—বাঁচাও—বাঁচাও]

শরৎ ॥ সরে এসো। অন্ধকারে গা ঢাকা দাও। কোন আওয়াজ যেন না হয়।

[তিনজনের আত্মগোপন]

[নেপথ্যে নারীর কণ্ঠস্বর—]

নারী কণ্ঠ ॥ আমাকে ছেড়ে দাও। আর আমি পারছি না।

পুরুষ ॥ আঃ—চুপ কর। চেঁচিও না।

নারী ॥ আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি মবে যাব।

পুরুষ ॥ ওষুধ খাও।

নারী ॥ না। আমি খাব না। (চিৎকার) মেরে ফেল্লে। কে আছ বাঁচাও।

[টর্চ হাতে বাবুজী ও জামাই]

বাবুজী ॥ বামা কণ্ঠ!

জামাই ॥ কি বলছ?

বাবুজী ॥ কোন মেয়েব চীৎকার।

জামাই ॥ তা তো বটেই।

বাবুজী ॥ কে হ'তে পারে?

জামাই ॥ নীনী হবে না। সে ছেলে মানুষ। নিশ্চয়ই হেমদি।

বাবুজী ॥ হেমদি চেঁচাবে কেন?

জামাই ॥ কেউ তাকে মারছে? ভয় দেখাচ্ছে—

বাবুজী ॥ সেই বা কে?

জামাই ॥ তুমি আমি যখন বাইরে। নির্ঘাত এ প্যারীমোহনের কাজ।

বাবুজী ॥ কি বলছ জামাই। আমাদের প্যারীমোহন—হেমদিকে মেরে ফেলবে ?

জামাই ॥ ও সব পারে। দেখনি আমার জুতোটার কি অবস্থা করেছে।

বাবুজী ॥ হেমদির সাড়া নাও। ছাখো কিছু হ'ল কিনা।

জামাই ॥ হেমদি হেমদি—

[নেপথ্যে—"কেন,– কি হয়েছে ?"]

জামাই ॥ তোমার কিছু হয়নি তো ?

হেম ॥ (নেপথ্যে) কেন, আমার আবার কি হবে।

বাবুজী ॥ ঠিক আছে। শুয়ে পড়। তা' হলে নিশ্চয়ই হেমদির পেট গরম হয়েছে। তাই ঘুমের ঘোরে ওরকম চেঁচাচ্ছিল।

জামাই ॥ ঠিক। আর একটা ছেলে যে বকছিলো! তবে কি প্যারীমোহনেরও পেট গরম হয়েছে ?

বাবুজী ॥ আশ্চর্য্য কিছুই নয়। কাল ওদের দু'জনের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ক'রে দিতে হবে। চল শুয়ে পড়া যাক। Good night.

জামাই ॥ Good night. আমাকে আবার morning walk-এ যেতে হবে তো।

[ওরা চলে গেলে ছায়ামূর্ত্তিরা আবার বেরিয়ে আসে। কাঁধে ওষুধের পেটি নিয়ে চলে যায়]

[মঞ্চ অন্ধকার হয়। আলো জ্বললে বোঝা যাবে পরদিন সকাল। নীনী সাইকেল চালাবার

মূকাভিনয় করছে। আদিত্য যেন 'ঘোড়া চড়ছে। নীনী সাইকেল রেখে হাসতে থাকে। আদিত্য মজা পায়।

আদিত্য ॥ শুনুন,—শুনছেন? আমার দিকে তাকিয়ে ওরকম হাসছেন কেন?

নীনী ॥ সে কথা বললে আপনি আরও চটে যাবেন।

আদিত্য ॥ কেন?

নীনী ॥ আপনি ওবকম ক'বে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিলেন কেন?

আদিত্য ॥ ওটা আমার অভ্যাস।

নীনী ॥ কিসের অভ্যাস।

আদিত্য ॥ ঘোড়ায় চড়াব।

নীন ॥ তাব মানে?

আদিত্য ॥ কলকাতায় রোজ আমি ঘোড়ায় চড়ি। তাই অভ্যাস রাখ্ছি। আজ ট্রট কবছিলাম।

নীনী ॥ (হাসতে হাসতে) কিছু মনে করবেন না, এটা আমার রোগ।

আদিত্য ॥ সে আমি বুঝতেই পেরেছি।

নীনী ॥ বটে? কি করে বুঝলেন?

আদিত্য ॥ আমাব মনে হয় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দশ ঘণ্টা আপনি হাসেন।

নীনী ॥ কে বললে?

আদিত্য ॥ কে আবার বলবে? আমি নিজেই শুনেছি।

নীনী ॥ কি শুনেছেন?

আদিত্য ॥ আপনার হাসি।

নীনী ॥ কিন্তু আপনাকে তো কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না।

আদিত্য ॥ আপনাকে কিন্তু আমি কাল সন্ধ্যাবেলা থেকেই দেখছি, শুনছি।

নীনী ॥ শুনছি মানে ?

আদিত্য ॥ যতক্ষণ প্রকাশ্যে থাকেন দেখছি। যখন অন্তরালে, তখন শুনছি, আপনার হাসি।

নীনী ॥ কোত্থেকে ?

আদিত্য ॥ কোত্থেকে আবার। আমার বাড়ীর বারান্দা থেকে।

নীনী ॥ আপনার বাড়ী !

আদিত্য ॥ আপনাদের পাশের বাড়ীটাই আমার।

নীনী ॥ ও—আপনি তা'হলে বোস সাহেবের—

আদিত্য ॥ সবেধন নীলমণি। আমার নাম আদিত্য বোস। নমস্কার।

[নীনী প্রতি নমস্কার করে]

আদিত্য ॥ কতদিন এখানে থাকবেন ?

নীনী ॥ মাস খানেক।

আদিত্য ॥ একদিন সময় ক'রে আসব আপনাদের বাড়ী।

নীনী ॥ নিশ্চয়ই আসবেন। তাস খেলা যাবে।

আদিত্য ॥ তাস আমি খেলতে জানি না।

নীনী ॥ কি খেলেন ?

আদিত্য ॥ টেনিস।

নীনী ॥ খেলবেন কোথায় আম বাগানে ? (হাসে)

আদিত্য ॥ হাসছেন যে ? ভাবছেন খেলা যায় না ? বেশ, একদিন আপনাকে পিং টেনিসটা শিখিয়ে দেব।

নীনী ॥ পিং টেনিস ?

আদিত্য ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ—পিং পংএর ব্যাট আর টেনিসের বল,—সিমেণ্টের মেঝেতে টেবিলের মাপে কোর্ট কেটে ব্যাডমিণ্টনের মত গুনলে তবে পিং টেনিস হয়।

[নীনী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে]

আদিত্য ॥ খেলাব সম্বন্ধে আমার Original theory আছে বুঝলেন। Roof ক্রিকেট খেলেছেন কখনও ? কিংবা Drawing room Foot ball ? এগুলো অবশ্য মুখের কথায় আপনাকে বোঝানো যাবে না। Practical demonastration দেওয়া দরকার। আচ্ছা চলি। বাকী পথটা ট্রট ক'রে না ফিরলে Exercise হবে না। Bye—Bye—

[পকেট থেকে ঝাডন বার ক'রে নাড়তে নাড়তে প্রস্থান। নীনী কিছু সময় আদিত্যের দিকে তাকিযে থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। গোকুল গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আদিত্য ও নীনীর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে]

গোকুল ॥ এ ছোকরা তো বেশ খলিফা দেখ্‌ছি। পাড়ার কারুর সঙ্গে মেশে না একের নম্বর নাক তোলা হনুলুলু ফেরত হাম বাগ। অথচ ঠিক মেয়েটাকে গেঁথেছে—।

কি হাসি, হিঃ—হিঃ— হিঃ—নাকের কাছে আবার একটা ঝাড়ন নাড়ছে,— বাই—বাই— ঠিক আছে। আমিও কম নই। আমি গামছা নাড়বো, তোয়ালে দোলাব'। দরকার হলে— (হেমলতার গলা পেয়ে) বুড়ী যে এই দিকেই আসছে।

[এমন সময় ডিমওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে হেমলতা]

হেম ॥ আমি কোন কথা শুনব না। আমাকে দেখলেই তোমাদের যত দাম বেড়ে যায়। যা দাম বরাবর দিচ্ছি, আজও তাই দেব। দু' টাকা ডজন—ব্যস্। এক পয়সা বেশীও না কমও না।

ডিমওয়ালা ॥ মাইজী, আপনি বুঝতে পারছেন না।

হেম ॥ কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা তোর! বলছিস আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে কি কচি খুকী পেয়েছিস। আমার নাতনীর বয়স হল কুড়ি বছর, আর আমি ডিমের দাম জানি না!

ডিমওয়ালা ॥ কি মুস্কিল! আমি তো বলছি মাইজী—

হেম ॥ তুই আবার বলবি কি? বললে শুনছে কে? দু' টাকা ডজন হিসেবে ডিম দিবি তো দে—নইলে কোন দিনও তোর কাছে থেকে ডিম নেব না।

ডিমওয়ালা ॥ (গোকুলকে) আপনি একটু দামটা বলে দিন। উনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না। আমি বলেছি চার

আনা জোড়ার কমে দিতে পারব না। তা—
উনি—

হেম ॥ আবার অন্যকে সালিশী করতে ডাকা ? (গোকুলকে) দেখেছ— তোমাকে উকীল সাব্যস্ত করেছে। উঁহু— তুমি নতুন এসেছ। এদের একদম আস্কারা দেবে না। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, এমনি ক'রে যদি দাম চড়িয়ে দেয় লোকে খাবে কি বলতে পার ? খুব অন্যায়—খুব খারাপ।

গোকুল ॥ আপনিই তো বেশি দাম বলছেন। ডিমওয়ালার হিসেবে দেড় টাকা ডজন।

হেম ॥ তাই নাকি ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক তাইতো। তাহ'লে তো এতক্ষণ মিছিমিছি চেঁচালাম। এইতেই বুঝতে পারি— বয়েস বাড়ছে। জোড়া আর ডজনের হিসেবটা কিছুতেই ঠিক হয় না।

ডিমওয়ালা ॥ তাহ'লে ডিমগুলো কি করব ?

হেম ॥ যা, বাড়ীতে গিয়ে নবীনকে দিয়ে আয়। তবে বলে ফেলেছি যখন—ঐ দু' টাকাই দেব। এই নে—

[ডিমওয়ালা টাকা নিযে সেলাম করে চ'লে যায়। জামাই morning walk করতে করতে আসে। গোকুলকে দেখে বলে]

জামাই ॥ কি morning walkএ বেরিয়েছ ?

গোকুল ॥ হ্যাঁ, এই নদীর ধারে একটু—

জামাই ॥ খুব ভাল কথা। খুব হাঁটবে। রোজ হাঁটবে।

সকাল বিকেল বেড়াবে। তবে হাঁটার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'ল morning walk। বাঙালীর অধঃপতনের মূল কারণ কি—জানতো? Morning walk না করা। সকাল থেকে বাড়ীতে বসে গেঁজাবে। তাতে কি ক'রে উন্নতি হবে বল? বৃটিশ আমলে সকালে কখনও ময়দানে গিয়েছিলে?

হেম ॥ কি ক'রে যাবে? ও তখন কতটুকু!

জামাই ॥ গেলে দেখতে পেতে সব অফিসের বড় সাহেবরা কুকুর নিয়ে হাঁটছে। এখনও যাও ভিক্টোরিয়ায়—দেখতে পাবে টুপিওয়ালা অবাঙালীর দল। ভোর না হ'তে সজোরে চক্কর মারছে। তবেই—না তারা রাজত্ব চালাচ্ছে। খবরদার, এ অভ্যেস ছেড়' না। আর হ্যাঁ, দুপুর বেলা একদম ঘুমুবে না। তা'হলেই—ব্যস্‌ —তিরিশ পার হলেই অকেজো। গাঁটে গাঁটে—বাত। চল্লিশে পক্ষাঘাত, whole life ম্যাসাকার।

[প্যারীমোহনকে বাবুজী থার্মোমিটার হাতে তাড়া করতে করতে প্রবেশ]

প্যারী ॥ বিশ্বাস কর, ভাই। সতি বলছি আমার শরীর খারাপ হয়নি।

বাবুজী ॥ বললেই হ'ল। (কাশতে কাশতে) তাহ'লে চোখ ছল ছল করছে কেন? দেখি হাঁ কর থার্মোমিটার দেব।

প্যারী ॥ হেম দি, দেখুন দেখি। কি জ্বালাতনে পড়লাম! আমায় দেখে কি মনে হচ্চে? জ্বর হয়েছে?

হেম ॥ ও যখন নিজে বলছে ওর শরীর খারাপ হয়নি, তুমি মিছিমিছি রাস্তায় থার্মোমিটার নিয়ে তাড়া ক'রে বেড়াচ্ছ কেন ?

বাবুজী ॥ মিছিমিছি বললেই হ'ল ? ওর তা'হলে চোখ ছল ছল করছে কেন ? (কাশি) আমার চোখ দেখ। জামাইয়ের চোখ দেখ। (জামাইয়ের প্রতি) তুমি আবার হঠাৎ ওদিকে ফিরে কেন ? এদিকে ফেরো। তাকাও এদিকে (কাশি) জামাই! কি হ'ল ? কথা কানে ঢুকল না ?

জামাই ॥ য়্যাঁ—কি হয়েছে ?

বাবুজী ॥ কি হয়েছে ? বলি এতক্ষণ ধ'রে চ্যাঁচাচ্ছি। দেখি তাকাও। ঐ তো, ছাখ ওর চোখ—কৈ—কারুর চোখ তো ছল ছল করছে না। একমাত্র তোমারই চোখ ছল ছল করছে। কেন ?

প্যারী ॥ আরে বলছি তো—নাকে কাঠি দিয়ে হেঁচেছিলাম। তাই—

বাবুজী ॥ হেঁচেছিলে ? তা হঠাৎ নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচতে গেলে কেন ? নাক সড় সড় করছিলো ?

প্যারী ॥ না।

বাবুজী ॥ নাক বুঁজে গিয়েছিল ?

প্যারী ॥ না—

বাবুজী ॥ তবে মাথা ধরেছিলো ?

প্যারী ॥ বাঃ—রে—শুধু শুধু মাথা ধরবে কেন !

জামাই ॥ তা' হলে শুধু শুধু নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচতে গেলে কেন ?

প্যারী ॥ হাঁচতে গেলে কেন ? এবারে কথাটা ঠিক কানে গেছে। যখন দরকার পড়ে তখন কালা সাজো।

জামাই ॥ কি ! আমি কালা সেজে থাকি ?

প্যারী ॥ হ্যাঁ, তাই, থাকো।

জামাই ॥ আমি কালা সেজে থাকি !!

প্যারী ॥ আলবৎ থাকো।

জামাই ॥ মুখ সামলে। মিছিমিছি আমার নামে যা-তা কথা বোলো না বলে দিচ্ছি। ভাল হবে না।

বাবুজী ॥ তা' হলে আসল কথাটা শোন। কাল রাত্রে হেমদি তোমার পেট গরম হয়েছিল। তুমি চেঁচিয়ে উঠেছিলে।

হেম ॥ কি মিথ্যেবাদী ! আমি চেঁচিয়েছি ?

বাবুজী ॥ তার সঙ্গে প্যারীমোহনও চেঁচিয়েছে।

প্যারী ॥ তুমি বোধ হয় স্বপ্ন দেখেছ। এক ঘুমে আমার রাত কাবার।

বাবুজী ॥ একলা আমি শুনিনি। জামাই সাক্ষী আছে।

জামাই ॥ শুধু plain চেঁচানো নয়—বিশ্রী, বিটকেল, বিদিকিচ্ছিরি চেঁচিয়েছে।

হেম ॥ জামাই শুনলো কি ক'রে ? ও তো কালা।

বাবুজী ॥ তোমরা যা চেঁচিয়েছ, তাতে কালা লোকেও শুনতে

পায়। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আজ তোমাদের দু'জনের খাওয়া বন্ধ।

হেম ॥ খবরদার বলছি। এইমাত্র আমি দু' ডজন ডিম কিনলাম।

প্যারী ॥ ওর কথা ছাড়ুন, হেমদি। যদি বাবুজী যখন তখন এ রকম করে তবে আমরা ওকে ঘেরাও করব।

বাবুজী ॥ দু'জনে ঘেরাও হয় না।

প্যারী ॥ তা' হলে আমরা অনশন করব।

জামাই ॥ তাইতো চাই। শরীরটা তোমাদের ভাল হবে।

প্যারী ॥ হ্যাঁ, এ কথাটাও শুনতে পেয়েছ। এ তোমাদের ষড়যন্ত্র! চল, গোকুলেব কাছে যাই। He is third person singular numbэr ওর সঙ্গে verb-এ 'S' যোগ দিতে হয়—যদি আমরা চেঁচিয়ে থাকি সেও নির্ঘাত শুনেছে।

হেম ॥ এই তো গোকুল এখানে দাঁড়িয়েছিল কোথায় গেল।

প্যারী ॥ নিশ্চয় বাড়ীতে গেছে। চল।

[বাবুজী, প্যারী, ও জামাই ঝগড়া করতে করতে প্রস্থান]

হেম ॥ কথাব ছিরি দেখ—আমি নাকি চেঁচিয়েছি! সাত-কাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে। তবু বুড়োগুলোর আক্কেল হল না।

সুকেশিনী ॥ (গাছের আড়াল থেকে) দিদি—দিদি—

হেম ॥ দিদি !! এই তেপান্তরের মাঠে আমার কোন সম্পর্কের বোন এসে হাজির হল ! তুমি কে গো ?

সুকেশিনী ॥ দিদি আমি।

হেম ॥ (দেখতে পেয়ে) আরে—আমাদের সুকেশিনী—না ?

সুকেশিনী ॥ তাহ'লে এতদিন বাদে ঠিক চিনতে পেরেছ ?

হেম ॥ চিনতে পারব না ? বোস সাহেব থাকতে কত আসা যাওয়া ছিল। আজকাল তো তুমি এখানে আসই না। তা কেমন আছ ?

সুকেশিনী ॥ কেন ? আমাকে দেখে কি ভাল মনে হচ্চে না ?

হেম ॥ না-না, এমনি কথার কথা। তা কবে এলে ?

সুকেশিনী ॥ এসেছি কিছুদিন হ'ল।

হেম ॥ কৈ জানতে পারিনি তো—

সুকেশিনী ॥ জানতে দিই নি। একেবারে চুপচাপ আছি। তোমাকে একা পেয়ে, কয়েকটা খুব গোপন কথা বলতে এলাম। চারদিকটা দেখে নাও। কেউ কোথাও নেই তো ?

[দু'জনেই চারদিক দেখে নেয়]

হেম ॥ কেউ নেই।

সুকেশিনী ॥ তুমি কিন্তু দিদি কাউকে একথা ব'ল না।

হেম ॥ না-না কাউকে না।

সুকেশিনী ॥ আমি একটা গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি।

হেম ॥ গুপ্তধন !

সুকেশিনী ॥ চুপ (মুখে আঙুল দিয়ে)

হেম ॥ চুপ!

সুকেশিনী ॥ বোস সাহেব মারা যাবার আগে আমাকে কানে কানে এই গুপ্তধনের কথা বলে গিয়েছিল। তখন ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন কাপজপত্র ঘেঁটে বুঝতে পেরেছি।

হেম ॥ সত্যি?

সুকেশিনী ॥ তা' নাহলে আর বলছি কি দিদি। আমি একা মেয়েমানুষ তো, আর গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারিনা। তাই তোমার সাহায্য চাইছি। আমরা দুই বোনে গুপ্তধন উদ্ধার ক'রে যা পাব অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক ভাগ ক'রে নেব।

হেম ॥ কেন তোমার ছেলে?

সুকেশিনী ॥ খবরদার—ও যেন ঘুনাক্ষরেও এসব কথা জানতে না পারে। আমি কাউকে বলিনি। এতো এক আধ টাকার ব্যাপার নয়। সোনার মোহর!!

হেম ॥ মোহর!!

সুকেশিনী ॥ আমি নিজে একদিন খুঁজেছিলাম। মোহর পেয়েছি। পাছে তুমি বিশ্বাস না কর, তাই রুমালে একটা বেঁধে এনেছি।

হেম ॥ কৈ? দেখি, দেখি।

[সুকেশিনী মোহর দেখায়]

এটা কি মোহর?

সুকেশিনী ॥ খাঁটী আসল জিনিস।

হেম ॥ কিন্তু চক্ চক্ করছে না তো?

সুকেশিনী ॥ মোহর বুঝি চক্ চক্ করে? All that glitter is not gold.

হেম ॥ তা বটে—কিন্তু বড় হাল্‌কা ঠেকছে।

সুকেশিনী ॥ মোহর বুঝি ভারী হবে? আগেকার দিনে ঘড়া ঘড়া মোহর ঘাড়ে করে নিয়ে যেত না? আমি জুয়েলার দিয়ে যাচাই করেছি। এ মোহর আলাউদ্দীন খিলজীর সময়কার।

হেম ॥ কিন্তু গুপ্তধনটা আছে কোথায়?

সুকেশিনী ॥ এখন বলব না। রাত্রিবেলা অন্ধকারে আমি জানালা থেকে আলো জ্বালব। তুমি টর্চ নিয়ে গুটী গুটী পায়ে বেরিয়ে আসবে। তখন তোমায় মন্তরটাও শিখিয়ে দেব।

হেম ॥ কিসের মন্তর?

সুকেশিনী ॥ আহা, গুপ্তধন বার করতে গেলে মন্তর পড়তে হবে না।

হেম ॥ হ্যাঁ, তাইতো—

সুকেশিনী ॥ তা'হলে—রাত্রিবেলা। কাউকে বলে ফেলনা যেন। তা' হলে সর্ব্বনাশ হবে। যা পাব অর্দ্ধেক তোমার।

হেম ॥ অর্দ্ধেক তোমার।

[দু'জনে হ্যাণ্ডশেক করে]

দু'জনে ॥ Deal closed.

[গাছের ফোকর থেকে কাকের পুতুল মুখ বার করে 'কা' 'কা' করে ডাকে। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে সকাল। বাবুজী, জামাই—গোকুলকে জেরা করছে। পেছন থেকে প্যারী কি সব ইসারা করছে]

বাবুজী ॥ তুমি সত্যি বলছ? কাল রাত্রে কোন চীৎকার চেঁচামিচি শোননি।

গোকুল ॥ মিথ্যে বলব কেন?

বাবুজী ॥ বাঁচাও, বাঁচাও, মেবে ফেল্‌লো—কিছুই শোননি?

গোকুল ॥ না।

বাবুজী ॥ আশ্চর্য্য! জামাই, আমরা তা'হলে কি শুনলাম?

জামাই ॥ তাই তো কি শুনলাম!

প্যারী ॥ তখন থেকে বলছি উৎকট স্বপ্ন দেখেছ। নির্ঘাত পেট গবম হয়েছে। আজকেব দিনটা উপোষ দাও। দেখি জামাই তোমার নাড়ীটা।

জামাই ॥ ধ্যাৎ—

[বলে সবে যায়। বাবুজী তার কাছে আসে]

বাবুজী ॥ উ-হুঁ – কাউকে আমার বিশ্বাস হচ্চে না। নিজের কাণকে আমি অবিশ্বাস করব কি ক'রে? ঠিক আছে। আজ রাত্রেও আমবা সজাগ থাকব। পাহারা দেব। যে চেঁচাবে তাঁকে বিছানা থেকে টেনে তুলব। সে হেমদিই হোক, প্যারীমোহনই হোক, কিংবা, ওই গোকুলই হোক। কি বল জামাই?

জামাই ॥ আমাব মনে হচ্চে—গোকুলকে প্যারীমোহন bribe করেছে। তাই সত্যি কথাটা বলছে না।

বাবুজী ॥ আমারও তাই সন্দেহ হচ্চে। ওদের watch করতে হবে।

[দু' জনে চোখের ইঙ্গিত ক'রে চলে যায়]

প্যারী ॥ উঃ—জ্বালাতন হয়ে গেলাম। সারাক্ষণ বুড়ো দু'টো গুজুর গুজুর করছে। শুধু মতলব—কি করে আমার খাওয়াটা বন্ধ করবে। আর এই বয়েসে ঐ জামাই কি রকম খায় জানো? Morning walk থেকে ফিরে আধ সের গরম জিলিপি আর এক পেয়ালা দুধ। ন'টা থেকে দশটার মধ্যে—এক তাল ছাতু আর দুপুর বেলা আমাদের সবাইএর ভাত কম পড়ে যায়। সময় অসময় নেই, খাবার দেখলেই বুড়োর নোলা সক্ সক্ করে।

গোকুল ॥ আহা চট্‌ছেন কেন? তেমন অসুবিধে বুঝলে আপনি আমার এখানে এসে খাবেন।

প্যারী ॥ সত্যি বলছেন?

গোকুল ॥ কি আশ্চর্য্য! আমি একলা মানুষ, রান্না তো হচ্চেই—আপনি মাঝে মাঝে এসে যোগ দিলে খুব ভাল হবে।

প্যারী ॥ জানেন গোকুলবাবু, আমি কিন্তু রাঁধতে পারি। যে সে রান্না নয়। সত্যি আমার রান্নার নাম আছে।

গোকুল ॥ তা'হলে তো সোনায় সোহাগা। আমার চাকরটা জংলী ভূত। একদম রাঁধতে পারে না। আমি ভাল দেখে মুরগী এনে রাখব।

প্যারী ॥ মুরগীর কি চান ? স্টু ? কারি ? ঝোল ? চচ্চড়ি ? বিরিয়ানী ? রোষ্ট ? তন্দুরী ?

গোকুল ॥ বলেন কি ! এত রকম আপনি জানেন !

প্যারী ॥ এতো কিচ্ছু নয়। একদিন কাশ্মিরী বুল্ বুল্ রেঁধে খাওয়াবো। যে একবার খেয়েছে সে এর স্বাদ ভুলতে পারে না। একেবারে মেহের আলি হয়ে যায়।

গোকুল ॥ মেহের আলি কে বলুন তো ? যে সেই কাঠ-বিড়ালী শিকার করতো।

প্যারী ॥ না-না সে নয়। পড়েন নি -যে লোকটা সব ঝুঠা হ্যায় বলে চেঁচাত। আমার মেহের আলিরাও তাই বলতো। তাদের কাছে একমাত্র কাশ্মিরী বুল্ বুল্ই সত্য। আব সব মিথ্যা। (গলা নামিয়ে) যে বকম এখন আপনাব কাছে একমাত্র নীনীই সত্য— আর সব মিথ্যা।

গোকুল ॥ (আগ্রহ প্রকাশ ক'বে) কি করে আপনি বুঝতে পারলেন ?

প্যারী ॥ হুঁ-হুঁ - হাতটা দিন। নাড়ীটা দেখি (নাড়ী টিপে) যা ভেবেছি তাই। খুব চঞ্চল। আপনার ভেতরটা আঁকু পাঁকু করছে নীনীকে দেখার পর থেকে। আপনাতে আর আপনি নেই।

গোকুল ॥ তা'হলে এখন উপায় ?

প্যারী ॥ ঘাবড়ানেকো কোই বাত নেই। নীনীর জন্যে এঁরাও তো পাত্র খুঁজছেন।

গোকুল ॥ তাই নাকি ?

প্যারী ॥ খুঁজবেন না—মেয়ে বড় হয়েছে। তবে আমার যতদূর মনে হয় আপনাকে ওদের মনে ধরেছে।

গোকুল ॥ কি ক'রে বুঝলেন ?

প্যারী ॥ যে রকম করে বুঝলাম—আপনি নীনীর জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছেন ; আর কাল বিলম্ব করবেন না। মেলামেশা শুরু করে দিন। শিভাল্‌রি দেখান। দেখি আর ক'টা পেয়ারা—

গোকুল ॥ এই যে ঝুলিটাই নিয়ে যান।

প্যারী ॥ যা ডেভোলাপমেণ্ট হয় আমাকে জানাবেন। ঠিক মত গাইড করে দেব। মুর্গীটা আনিয়ে রাখতে ভুলবেন না যেন।

গোকুল ॥ এক ঝাঁকা মুরগী নিয়ে আসব।

প্যারী ॥ প্রয়োজন বোধে নীল খামে প্রেম-পত্র ছাড়ুন। অনেক সময় কাজ দেয়।

গোকুল ॥ সত্যি ?

প্যারী ॥ শুনেছি—এ অঞ্চলের মিষ্টি নাকি খুব ভালো। গরম গরম বোঁদে আর কালাকাঁদ—

গোকুল ॥ আর বলতে হবে না। আমি দোকান উজাড় করে আনব।

প্যারী ॥ আমি এখন চলি। ঐ বোধহয় নীনী দিদিমণি এদিকেই আসছেন। একেবারে অন্যমনস্ক ভাব দেখিয়ে বসে থাকুন। যেন উদাসী। পরে কথা হবে চলি।

[প্রস্থান]

[নীনী হিন্দি গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মঞ্চে ঢুকে গোকুলকে দেখে]

নীনী ॥ আরে, আপনি ওরকম মুখ গোম্‌ড়া করে বসে আছেন কেন ? বেড়াতে যান্‌নি ?

গোকুল ॥ কাজ ছিল।

নীনী ॥ আমি খানিকটা সাইকেল চালিয়ে এলাম। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল—কি নাম বল্‌লে—আদিত্য। আপনাব চেয়েও ফানি লোক।

গোকুল ॥ আপনার চোখে কে ফানি নয়, বলতে পারেন ?

নীনী ॥ সত্যি আমাব কথাবার্ত্তা শুনলে সবাই চটে যায়। আজ শুনলাম কাছেই নাকি একটা জঙ্গল আছে। একদিন চলুন না বেড়াতে যাই।

গোকুল ॥ কেন আদিত্য বোস যাবে না বলেছে বুঝি ?

নীনী ॥ এই সেরেছে। এরই মধ্যে আপনি তার ওপব জেলাস হয়ে পড়লেন ! যাই বলুন—ছেলেদের জেলাসী বড্ড বেশী।

গোকুল ॥ আমার দোষ কি জানেন—গুছিয়ে সব কথা বলতে পারিনা। বরং লিখতে পারি।

নীনী ॥ তা'হ'লে আপনি লিখুন।

গোকুল ॥ সত্যি বলছেন ?

নীনী ॥ আপনি যদি লিখতে পারেন, তো, লিখবেন না কেন ?

গোকুল ॥ না—অনুমতিটা নিয়ে রাখলাম—আর কি।

নীনী ॥ অনুমতি কিসের জন্যে ?

[হেমলতার প্রবেশ]

হেম ॥ নীনী - শোন।

নীনী ॥ এই যে আসছি (গোকুলকে) পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

[মঞ্চের এক পাশে হেম নীনীর সঙ্গে কথা বলে। অন্য দিকে গোকুল তাড়াতাড়ি ক'রে চিঠি লেখে]

হেম ॥ আচ্ছা নীনী, তুই কখনও মোহর দেখেছিস ?

নীনী ॥ মোহর ? কি জানি। তবে গিনি দেখেছি।

হেম ॥ উঁ—হুঁ—এ অন্য জিনিষ। মোহর। মোহর। আলিবাবার মোহর কুন্‌কে ভরে ওজন করেছিল।

নীনী ॥ কে ?

হেম ॥ কে আবার—আলিবাবার বউ ফতিমা।

নীনী ॥ তার সঙ্গে এখন কি ?

হেম ॥ তোর তো ইতিহাস ছিল। আলাউদ্দীন খিলজীর কথা মনে আছে ?

নীনী ॥ ঐ পিরিয়ডটা আমি কখনও পড়িনি।

হেম ॥ তাই তো কে বলতে পারবে আলাউদ্দীন খিলজীর মোহর, আলিবাবার চিচিং ফাঁক, খুব কঠিন ব্যাপার।

নীনী ॥ আমি তো মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।

হেম ॥ রাত্রিবেলা যখন আলো নড়বে তখন ?

নীনী ॥ কি হবে ?

হেম ॥ (হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে) তুমি ছোট মেয়ে এ সব কথা

বুঝবে না। এর মধ্যে history আছে। লিজেণ্ড আছে, অঙ্ক আছে, মন্তর আছে। তার ওপর ভাগ্য, অদৃষ্ট মানো—destiny? চল বাড়ী চল। আমি বড়ী দেব তুমি আমায় সাহায্য করবে।

নীনী ॥ বড়ী-টড়ি আমি দিতে পারব না।

হেম ॥ খুব পারবে। এ সব মেয়েদের কাজ। বড়ী দেওয়া তো কিছুই না। দু'মিনিটে আমি সব শিখিয়ে দেব। চল আমার সঙ্গে।

[বলতে বলতে নীনীকে নিয়ে হেমের প্রস্থান। গোকুল খাম এঁটে বন্ধ ক'রে—"নীনী দেবী,—নীনী দেবী," ব'লে ডাকে]

গোকুল ॥ এঁ্যা চ'লে গেল! কি মুস্কিল—এই বেলা চিঠিটা হাতে গুঁজে দিলে হতো। আবার কখন—একলা পাব—ও বুড়ো প্যারীমোহনকে দেওয়া safe হবে না। তার চেয়ে বরং ঐ যে নবীন যাচ্ছে—ওকে ডাকি। নবীন, নবীন, শোন।

[বাজারের থলি হাতে নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ বাজারে যাচ্ছিলাম। পেছু ডাক্‌লেন তো।

গোকুল ॥ তাই নাকি? তাহ'লে একটু বসে যাও।

নবীন ॥ (বসে) ডাকছিলেন কেন?

গোকুল ॥ না—জিজ্ঞেস করছিলাম—তুমি পেয়ারা খাবে?

নবীন। না—পেয়ারা খেলে আমার অম্বল হয়।

গোকুল ॥ তা'হলে একটা মিষ্টি খাও।

নবীন ॥ কি মিষ্টি ?

গোকুল ॥ এইতো দোকান থেকে আনিয়েছি।

নবীন ॥ ও ছু' আনা পিসের মিষ্টি আমি খাই না। বাবুরা জানেন। বাড়ীতে সব সময় আমার জন্য চার আনা পিস্-এর মিষ্টি আসে।

গোকুল ॥ (হতাশ হয়ে) তা হ'লে কিছুই যখন খাবে না এটা রাখো (একখানি পাঁচ টাকার নোট দেয়)

নবীন ॥ কি এটা ?

গোকুল ॥ তোমাকে বকশিস্ দিলাম।

নবীন ॥ (নোটটা দেখে নিয়ে) হ্যাঁ—আপনি কখনও আমায় বকশিস্ দেননি। এখন চলি। কাজ আছে।

গোকুল ॥ আমার একটা কাজ ক'রে দেবে, নবীন ?

নবীন ॥ কি কাজ ?

গোকুল ॥ এই চিঠিটা—

নবীন ॥ বাবুকে দিতে হবে। এক্ষুনি যাচ্ছি।

গোকুল ॥ না—না—বাবুকে নয়।

নবীন ॥ তবে মাসীমাকে ?

গোকুল ॥ আরে না - না—মাসীমাকেও নয়।

নবীন ॥ তবে বুঝি দিদিমণিকে ?

গোকুল ॥ দেখো যেন আর কেউ দেখতে না পায়।

নবীন ॥ কিছু ভাববেন না, বাবু। এ লাইনে আমি অনেক দিন আছি। হেঁ—হেঁ—হেঁ --

গোকুল ॥ হেঃ—হেঃ - হেঃ—

[মঞ্চ অন্ধকার। আলো জ্বললে বোঝা যাবে রাত্রি। ঘড়ির আওয়াজ। জানলায় আলো। লণ্ঠন হাতে স্থকেশিনীর মঞ্চে প্রবেশ]

স্থকেশিনী ॥ (চাপা গলায়) হেমদি--হেমদি—

হেম ॥ (নিজের মুখে টর্চ জ্বালিয়ে) এই যে আমি এখানে।

স্থকেশিনী ॥ সবাই ঘুমিয়েছে।

হেম ॥ কোন সাড়া শব্দ নেই। বাত এখন তুটো।

স্থকেশিনী ॥ তাহ'লে তোমায় গুপ্তধনেব ছড়াটা পড়ে শোনাই।

[একটা পুবাণো কাগজ বাব ক'বে লণ্ঠনের আলোয় পড়ে]

ভ্যাং কুড়, কুড়—ভ্যাং কুড় কুড়, মুর্গী মাছেব ঝোল।
গুপ্তধন তোলাব আগে, নিজেই পটল তোল।

হেম ॥ পটোল তুলতে হবে! এতো ভাল কথা নয়।

স্থকেশিনী ॥ আহা বোস সাহেব তো নিজেই—পটোল তুলেছেন। তা'হলে আবার আমাদের পটোল তুলতে হবে কেন?

হেম ॥ ও—তাই বল। মুর্গীটাকে অবশ্য মাছের ঝোলের মত রাঁধা শক্ত নয়। ওটা আমি হামেশাই রাঁধি।

স্থকেশিনী ॥ তার পবেরটা শোননা--বলছে—

মোহব পাবি ঘড়া ঘড়া—
পাহারা দেয় জ্যান্ত মড়া।

হেম ॥ এ আর নতুন কথা কি? গুপ্তধন তো মড়ারাই পাহারা দেয়—কিন্তু জ্যান্ত মড়া কেন?

সুকেশিনী ॥ জ্যান্ত মড়া মানে গুণ্ডা, ডাকাত—এই সব।

হেম ॥ আশ্চর্য্য নয়।

সুকেশিনী ॥ গাছের পূবে এক পা তুলে,
ধিন্ ধিনা ধিন্ নাচ,
সিঙ্গল হ্যাণ্ড ছেড়ে দিয়ে,
ধব হাতেব পাঁচ।

হেম ॥ শেষের লাইনটা কি বলছে ?

সুকেশিনী ॥ বুঝতে পাবলে না ? বলছে, সিঙ্গেল হ্যাণ্ডেড মানে—একলা খুঁজলে হবে না। যে হাতের পাঁচ, তাকে সঙ্গে নিতে হবে। আমাব হাতের পাঁচ কে ?—তুমি ?

হেম ॥ তাই তো দেখি। ছড়াটা মুখস্থ করি।

[হেম কাগজ হাতে নেয়। মুখে দু'জনেই বলে]

ভ্যাং কুড়, কুড়— ভ্যাং কুড়, কুড়, মুর্গী মাছের ঝোল,
গুপ্তধন তোলাব আগে, নিজেই পটল তোল।

[জামাই ও বাবুজীর প্রবেশ]

জামাই ॥ হুকুমদাব।

দু'জনে ॥ (ভয় পেয়ে) এইবে কি হবে!

সুকেশিনী ॥ নিশ্চয় সেই জ্যান্ত মড়াবা টেব পেয়েছে। এক্ষুনি আমাদের মেরে ফেলবে।

হেম ॥ চেঁচামিচি কোবো না। চুপটী ক'রে বস।

জামাই ॥ জবাব দাও—কে ওখানে ?

হেম ॥ আমি হেমদি।

[বাবুজী ও জামাই এর প্রবেশ]

বাবুজী ॥ বলেছিলাম তোমায় হাতে নাতে ধরব। কাল আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিলে। পেট গবম হয়নি? তা'হলে আজ মাঝ রাত্তিরে এখানে কি করছ?

হেম ॥ আমি আবার কি করব। সুকির সঙ্গে গল্প করছি।

বাবুজী ॥ গল্প করার আর জায়গা পেলে না।

সুকেশিনী ॥ (জোরে জোরে) রাম রাম, মরা-মরা,

রক্ষে কর জ্যান্তে মড়া!

বাবুজী ॥ উনি আবার কি করছেন?

হেম ॥ মন্তর পড়ছে, মন্তর—

[দু'জনেহ ছড়া আওড়ায়। আদিত্যর প্রবেশ]

আদিত্য ॥ মা, আবার তুমি বেরিয়ে এসেছ? চল বাড়ী চল। কত রাত হয়েছে -খেয়াল আছে?

সুকেশিনী ॥ দেখছিস না, খোকা আমি দিদির সঙ্গে কথা বলছি। কত দিন বাদে দেখা হ'ল।

আদিত্য ॥ তারপর রোগ বাড়লে কে দেখবে—চল বলছি।

সুকেশিনী ॥ না, আমি যাব না।

আদিত্য ॥ ঘুমের ওষুধ খেতে হবে।

সুকেশিনী ॥ না আমি খাবো না।

আদিত্য ॥ বেশী বাড়াবাড়ি করলে দরজায় তালা চাবী দিয়ে রাখব। চল আমার সঙ্গে।

[আদিত্যের সঙ্গে যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকিয়ে]

সুকেশিনী ॥ হেমদি কিন্তু কাউকে বলো না।

হেম ॥ না না—

[সুকেশিনী ও আদিত্যের প্রস্থান]

বাবুজী ও জামাই ॥ কি ব্যাপার হেমদি ?

হেম ॥ জানি না।

দু'জনে ॥ সত্যি ক'রে বল।

হেম ॥ ভ্যাং কুড়, কুড়—ভ্যাং কুড়, কুড়
মুরগী মাছের ঝোল।

দু'জনে ॥ কি বললে ?

হেম ॥ টটাং টটাং তোলার আগে—
নিজেই পটল তোল।

[বলতে বলতে হেম-এর প্রস্থান। বিস্মিত বাবুজী ও জামাই দু'জনে দু'জনের দিকে তাকায়। ইঙ্গিতে বোঝায়—হেমলতার মাথা খারাপ হয়ে গেছে]

● দ্বিতীয় অঙ্ক ●

[দিনের বেলা জামাই পাহারায় বসে আছে।
ব্যস্ত ভাবে বাবুজীর প্রবেশ]

বাবুজী ॥ জামাই কোন খবর ?

[জামাই মাথা নাড়ে]

তার মানে এখনও হেমদি বাড়ী থেকে বার হন্‌নি ?

জামাই ॥ না।

বাবুজী ॥ ও বাড়ীর গিন্নী ?

জামাই ॥ উহুঁ।

বাবুজী ॥ Strange ! তা'হলে এখন আমাদের কর্ত্তব্য।

জামাই ॥ তাই তো—(বোস বাড়ীর দিকে তাকিয়ে) চুপ— মনে হচ্ছে জানালাটা কেউ খোলবার চেষ্টা করছে।

বাবুজী ॥ আমরা অন্য দিকে মুখ ক'রে বসে থাকি। তবে আড় চোখে নজর রাখতে হবে।

[কথা মত ওরা মুখ ফিরিয়ে বসে। জানালা খুলে যায়। সুকেশিনী গুন্ গুন্ ক'রে সুর ভাঁজছে। বুড়োদের দেখতে পেয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে—"টুকি"। বুড়োরা ফিরে তাকাতেই জানালা বন্ধ ক'রে দেয়]

জামাই ॥ কি বললে ?

বাবুজী ॥ "টুকি"—

জামাই ॥ তার মানে? এরা কি আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে নাকি?

বাবুজী ॥ খুব চিন্তার কথা। প্যারীমোহনকেও তো দেখছি না। হেমদির গলা—না?

জামাই ॥ লুকিয়ে পড়। বুড়ী আমাদের দেখতে পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে।

[দু' জনে দু' দিকে উংইসের ধারে লুকিয়ে পড়ে। খুব সাবধানে হেমলতার প্রবেশ। চার দিকটা দেখে নিয়ে গাছের কাছে যায়]

হেম ॥ পূব দিক কোনটা? যেদিকে সূর্য্য অস্ত যায় তার উল্টো দিকে। সূর্য্য অস্ত যায় বোস সাহেবের বাড়ীর :পেছনে—তাহলে পূব হ'ল এই দিকে। এই বেলা নাচটা প্র্যাক্‌টিশ করে দেখি। এক, দুই, তিন, - ধিন, দুই, তিন,—ধিন ধিন—তিন—ধিন্ ধিনা ধিন। উঃ -

[বসে পড়ে]

[দুই বুড়োর প্রবেশ]

দু'জনে ॥ কি হয়েছে—হেমদি—কি হয়েছে?

হেম ॥ আবার সেই বাতের ব্যথাটা।

বাবুজী ॥ বাতের ব্যথা? কিন্তু মনে হ'ল তুমি যেন লাফাচ্ছিলে।

হেম ॥ লাফাব কেন? (হেসে ফেলে) এই নীনী আসার পর থেকে কেমন যেন একটা ছেলেমানুষী ভাব এসেছে। আজ সকালে উঠে হঠাৎ মনে হ'ল অনেক

দিন তো এক্কা দোক্কা খেলিনি। দেখি খেলতে পারি কিনা। সেই খেলতে গিয়েই—

বাবুজী ॥ দেখ হেমদি ভাল হচ্চে না। আমাদের মনে হচ্চে তুমি কোন কথা লুকোচ্ছ।

হেম ॥ কি এমন কথা যে লুকোবো। তা ছাড়া এই বয়েসে কেউ কথা লুকোয়? আমি কি তোমাদেব ভয় কবি নাকি?

[জানালা খুলে সুকেশিনী আবার "টুকি" ব'লে জানলাটা বন্ধ ক'বে দেয়]

কে "টুকি" দিচ্ছে?

জামাই ॥ বোস গিন্নী। তুমি আসবাব আগে থেকে।

হেম ॥ তা' হলে সুকেশিনী নিশ্চয় আমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ কবতে চাইছে। দেখি, ওব সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।

বাবুজী ॥ হেমদি শোন। হেমদি—

হেম ॥ (সুর করে) মনে কর আমি নেই—বসন্ত এসে গেছে।

বাবুজী ॥ হেমদির মনে বসন্ত হয়েছে।

জামাই ॥ এই বলে হেমদি কেটে পড়ল।

[ব্যস্তভাবে প্যাবীমোহনের প্রবেশ]

প্যাবী ॥ হেমদিকে জেরা ক'রে কোন সুবিধে হবে না। ও ঝানু বুড়ী। ফস্ ক'রে বেফাঁস কিছু বলবে না। আমি Informer ধরে নিয়ে এসেছি। তার কাছেই সব খবর পাওয়া যাবে।

বাবুজী ॥ Informer কে ?

প্যারী ॥ নাপিত।

দু'জনে ॥ নাপিত ?

প্যারী ॥ হুঁ-হুঁ-হুঁ—হাঁড়ির খবর বার করতে হলে আসল লোক হ'ল ধোপা, নাপিত। আজকাল সেলুন আর ড্রাইক্লিনিং এর দৌরাত্ম্যে এ বেচারীরা তো সহরে ঠাঁই পায় না। কিন্তু এসব জায়গায় এখনও একটা গোয়েন্দা যা খবর দিতে পারবে না, নাপিত তাই দেবে। যেই বোস বাড়ী থেকে বেবিয়েছে আমি অমনি ধরে নিয়ে এসেছি।

বাবুজী ॥ ডাক তাকে—শুনি কি বলে ?

প্যারী ॥ ও নাপিত ভায়া এখানে এস।

[হাতে বাক্স নিয়ে নাপিতের প্রবেশ]

নাপিত ॥ কি বলুন কর্তা।

প্যারী ॥ বোস বাড়ী সম্বন্ধে যা জানো এঁদের কাছে বল। ভাল বকশিস পাবে।

নাপিত ॥ তা না হয় বলব। তবে কার চুল কাটতে হবে বলুন ?

বাবুজী ॥ চুল কাটবে মানে ?

নাপিত ॥ আমাদের স্বভাব এই। চুল কাটতে কাটতে কথা বলি। মিছি মিছি কথা খরচ করি না।

প্যারী ॥ আহা চুল কাটার পয়সা দিয়ে দেব।

নাপিত ॥ আমি কি ভিখিরী নাকি? এমনি এমনি পয়সা নেব কেন? অন্ততঃ কেউ দাড়ি কাটুন।

বাবুজী ॥ আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল তো? কে এখন দাড়ি কামায়—(থেমে) জামাই—

জামাই ॥ (জমাই অন্যদিকে মুখ করে) চাঁদ উঠেছে—ফুল ফুটেছে, কদমতলায় কে? হাতী নাচ্ছে, ঘোড়া নাচ্ছে—সোনা মনির বে।

বাবুজী ॥ জামাই—

প্যারী ॥ এখন তো জামাই শুনতে পাবে না।

বাবুজী ॥ তুমি তো পেয়েছ।

প্যারী ॥ না বাবা—আমি নাপিতের ক্ষুরে দাড়ি কামাতে পারব না। যদি কেটে যায়, রিসিপ্লাস হবে।

জামাই ॥ কিছু হবে না। আমরা ওষুধ দিয়ে দেব।

প্যারী ॥ এখন শুনতে পেয়েছ?

জামাই ॥ গোকুল, কোথায় গেল—গোকুল—

[গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল ॥ আমাকে ডাকছেন?

জামাই ॥ বাবা, গোকুল, তুমি দাড়িটা কামিয়ে নাও তো।

গোকুল ॥ দাড়ি! দাড়ি তো আমি সকালে কেটেছি।

বাবুজী ॥ (গালে হাত দিয়ে) তাহলেও খুব পরিষ্কার হয়নি। আর একবার কামিয়ে নাও। এ আমাদের খুব পরিচিত নাপিত।

গোকুল ॥ দেখুন আমি কিছু বুঝতে পারছিনে—মানে—

জামাই ॥ (নাপিতকে) দেখছ কি? সাবান টাবান বার কর।

[নাপিত সাবান বার করে। প্যারী গোকুলকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলে]

প্যারী ॥ বুড়োরা যা বলছে—করুন। বুঝছেন না—আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে ওদের।

গোকুল ॥ তাই নাকি? (বসে পড়ে) কই লাগাও, সাবান লাগাও।

বাবুজী ॥ বাঃ—গোকুল বড় ভাল ছেলে। কি করছ জামাই—ওর গায়ে একটা তোয়ালে চাপা দাও না—।

[প্যারীমোহন তুলো নিয়ে গোকুলের কানে গুঁজে দিয়ে অন্যদের ইশারা করে]

গোকুল ॥ একি করছেন? কানে তুলো দিচ্চেন কেন?

প্যারী ॥ এটাতো আইনস্টাইনের থিওরী। কানে তুলো দিয়ে দাড়ী কামালে কাটবার ভয় নেই।

নাপিত ॥ (গালে সাবান মাখাতে মাখাতে) বলুন, কি জানতে চান।

প্যারী ॥ বল না, ও বাড়ীর দাদাবাবু লোকটি কেমন।

নাপিত ॥ ওরে বাবা! কি তিরিক্ষে মেজাজ। সকাল থেকে রাত, ঘরে বসে বোতল বোতল মদ গিলছে।

বাবুজী ॥ বল কি!

নাপিত ॥ মদ খেলেই ইংরিজী বলে। ড্যাম্ ফুল, ঘট্ মট্, কাম হিয়ার, গো দেয়ার।

প্যারী ॥ এ তো সর্ব্বনেশে কথা।

নাপিত ॥ মায়ের সঙ্গে একবারে বনিবনা নেই। মাতাল ছেলের ভয়ে নিজের ঘর বন্ধ ক'রে, চুপটি ক'রে বসে থাকেন।

প্যারী ॥ কারুর সঙ্গেই তা হলে বনিবনা নেই বলছ ?

নাপিত ॥ ক্ষেপেছেন ঐ দাদাবাবুর একটা ভোজালী আছে।

সকলে ॥ ভোজালী ?

নাপিত ॥ আমাকে একবার ধার কবতে দিয়েছিল। ওরে বাবা কি জিনিষ। এক কোপে আপনাদের তিনটে বুড়োর মাথা উড়িয়ে দিতে পারে।

প্যারী ॥ শুনছো তো—এ রকম লোকের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করাও ঠিক নয়।

নাপিত ॥ তাছাড়া আরও কত রোগ আছে। শুনছি বাপের টাকা সব উড়িয়ে দিয়েছে। এখন মাকে ভোজালী দেখিয়ে ভয় দেখায় আব টাকা আদায় করে।

বাবুজী ॥ এতো ভয়ঙ্কর কথা, ওবে বাবা, ভাবা যাচ্ছে না।

নাপিত ॥ এখনও তো সব বলিনি।

প্যারী ॥ ঐ যেন কে আস্‌ছে।

বাবুজী ॥ চুপ, তা'হলে আর কোন কথা নয়।

প্যারী ॥ তাব চেয়ে নাপিতটাকে নিয়ে তোমবা বাড়ীর ভেতর যাও। শেষ টুকু শুনে নাও—যাও—যাও।

[বাবুজী, জামাই, ও নাপিত ভেতরে চলে যায়]

গোকুল ॥ আমার গালে সাবান।

প্যারী ॥ ও ধুয়ে ফেললেই যাবে। এক ঢিলে কেমন দু'টী পাখী মারলাম।

গোকুল ॥ কি বলছেন কিছু শুনতে পারছি না। কানে যে তুলো—

প্যারী ॥ ও—তা বটে (তুলো খুলে) আজ একবারে মাত ক'রে দিয়েছি। নাপিতটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে এনেছিলাম। আদিত্যের নামে এমন বলা বলেছে যে বুড়োরা এর পর থেকে ওকে দেখলেই ভয়ে ছুটে পালাবে। নীনীকে তোমার হাতে দিল ব'লে।

গোকুল ॥ আপনি আমার জন্যে যা করছেন।

প্যারী ॥ আরও করব। যা বলেছিলাম—মিষ্টিটা আনিয়ে রেখেছেন তো' ?

গোকুল ॥ এই যে এক হাঁড়ি।

প্যারী ॥ ব্যস্ ব্যস্---আজ এইতেই চলবে।

[নেপথ্যে বাবুজী প্যারীমোহনকে ডাকে। প্যারীমোহনের প্রস্থান। চাপা গলায় নবীন ডাকে। "দাদাবাবু"—]

নবীন ॥ দাদাবাবু, আমি এসেছি।

গোকুল ॥ তুমি দিদিমণিকে চিঠি দিয়েছিলে ? কি বল্‌লেন ?

নবীন ॥ পকেটে একটা সিগারেট নেই। সব ফুরিয়ে গেছে। দোকানেও যেতে পারছি না।

গোকুল ॥ আমার এই প্যাকেটটা রাখো না। যত খুসী খেও। (থেমে) তা দিদিমণি কিছু বললেন ?

নবীন ॥ বলবেন আর কি --একটা চিঠি লিখে দিলেন।

গোকুল ॥ চিঠি! কোথায় দাও।

নবীন ॥ আমার বকশিসটা দিন।

গোকুল ॥ কত?

নবীন ॥ দর বাড়াব না। ঐ পাঁচ টাকা।

[নবীন টাকা নিয়ে চলে যায়। গোকুল চিঠি পড়ে]

গোকুল ॥ "প্রাণাধিক, আপনার চিঠি পাইয়া বড়ই খুশী হইয়াছি। আমিও আপনাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ইতিমধ্যে আমার কলিকাতা ফিরিবার কথা ছিল। কেবল যাই নাই আপনার জন্য। নবীন মারফৎ আমার সকল সংবাদ পাইবেন এবং তাহাকে খুশী রাখিবেন। তবে সাবধান এ চিঠিপত্রের কথা কাহাকেও বলিবেন না। সাক্ষাতে আলাপও করিবেন না। আজ বিকাল পাঁচটায় বালিয়াড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। আমি যথাসময়ে মিলিত হইব। আমার প্রণয় গ্রহণ করুন। ইতি আপনার নীনী স্নুন্দরী।"

গোকুল ॥ নীনী স্নুন্দরী। মেয়েরা চিরকালই এক, একই তাদের হৃদয়ের ভাষা। একই অনুভূতি। নীনী, বাইরে থেকে যতই আধুনিকা হোক না কেন—ভেতরে যে তার কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি। তার প্রমাণ—এই চিঠি। নীনী নীনী--

[নীনীর প্রবেশ]

নীনী ॥ আমাকে ডাকছেন ?

গোকুল ॥ কৈ—না, ডাকিনি তো।

নীনী ॥ মনে হ'ল নীনী, নীনী বলে কে যেন ডাকলো।

গোকুল ॥ তা'হলে বোধহয় চিঠি পড়ে আনন্দ রাখতে পারিনি —তাই।

নীনী ॥ কার চিঠি ?

গোকুল ॥ ত্বষ্টুমী হচ্চে ?

নীনী ॥ কিসের ত্বষ্টুমী ? (হাসতে স্থরু করে) একি আপনি অর্দ্ধেকটা দাড়ি কামিয়েছেন—অর্দ্ধেকটা কামাননি। হিঃ—হিঃ—হিঃ—

গোকুল ॥ এইরে সেই বিদঘুটে হাসি আবার স্থরু হল। আমি মুখটা ধুয়ে আসছি।

[নীনী তখনও হাসে]

আজ বিকালে দেখা হবে।

নীনী ॥ আপনি যদি আসেন।

গোকুল ॥ আসবই—নিশ্চয়ই আসব।

নীনী ॥ কি—তাস খেলতে ?

গোকুল ॥ মেয়েদেব ছলের অভাব নেই। তাইতো কবিরা নাম দিয়েছে ছলনাময়ী। তাহলে বিকালে।

[প্রস্থান]

নীনী ॥ লোকটা কি আবোল তাবোল বকে। কে ছলনাময়ী! বোধহয় ওর প্রেমিকা।

[নেপথ্যে মুরগীর ডাক। কেউ তাকে কাটছে। নীনী এগিয়ে যায়। আদিত্য রক্তমাখা ভোজালী নিয়ে বেরিয়ে আসে]

আপনি ?

আদিত্য ॥ মুরগী কাটছিলাম।

নীনী ॥ তা, তো দেখতেই পাচ্ছি।

আদিত্য ॥ আমাদের বাড়ীর চাকরটা মুরগী কাটতে চায় না। তাই এ কাজটা আমাকেই করতে হয়। অত ভয়ে ভয়ে কি দেখছেন ? এই ভোজালীটা ? সত্যই এটা ভয়াবহ। পাখী কেন, এদিয়ে জন্তুও কাটা যায়।

নীনী ॥ হয়তো বা মানুষও—

আদিত্য ॥ তা—তো যায়ই। এটা আমি নেপাল থেকে কিনেছিলাম। ও দেশের সবাই ব্যবহার করে। মারামারিও হয়।

নীনী ॥ খুনো খুনীও ?

আদিত্য ॥ সে তো' লেগেই আছে। আমার কিন্তু নেপাল বেড়াতে খুব ভাল লেগেছিল।

নীনী ॥ আপনি বোধহয় দেশ বেড়াতে খুব ভালবাসেন।

আদিত্য ॥ ওটা আমার রোগের মত। কিছুতেই বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকতে পারিনে। বছরের মধ্যে ছ'মাস আমি ঘুরে বেড়াই। হয় পাহাড়ে নয় জঙ্গলে, কিংবা সমুদ্রের ধারে।

নীনী ॥ এ বছর কোথায় গিয়েছিলেন ?

আদিত্য ॥ যেতে পারিনি সেই জন্যেই তো মন মেজাজ খারাপ। গত বছর বাবা মারা গেছেন। আমার কাঁধে সংসারের জোয়াল চাপিয়ে (থেমে) হাতের টিপ দেখছেন? এই ফুলটা আপনি খোঁপায় পরুন। এক কোপে ভোজালী দিয়ে কেটে দেব। অথচ মাথায় আঁচড়টাও লাগবে না।

নীনী ॥ (সভয়ে) ওরে বাবা--ওতে আমি নেই।

আদিত্য ॥ আমার সঙ্গে শিকারে গেলে টিপ দেখিয়ে দেব। আমি অবশ্য wild animal শিকার করি। বাঘ, ভাল্লুক—। বন্দুকের চেয়ে বিশ্বাস করি ভোজালীকে।

সুকেশিনী ॥ (জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে) খোকা একবার ওপরে আয় বাবা ।

আদিত্য ॥ কেন—কি হয়েছে?

সুকেশিনী ॥ কেউ আমার কথা শুনছে না।

আদিত্য ॥ আমি তার কি করব?

সুকেশিনী ॥ তুই এসে বক্‌লে যদি শোনে।

আদিত্য ॥ আচ্ছা আসছি—(নীনীকে) আমি যাচ্ছি।

নীনী ॥ একদিন যে আসবেন বলেছিলেন?

আদিত্য ॥ আসব। বড় ঝামেলার মধ্যে আছি। সময় পাচ্ছি না। নমস্কার।

[আদিত্যের প্রস্থান। তিন বুড়োর প্রবেশ]

বাবুজী ॥ হাঁ রে নীনী, ঐ গুণ্ডাটা কি বলছিলরে—?

নীনী ॥ বলবে আর কি—মুর্গী কাটছিলো।

বাবুজী ॥ কি দিয়ে ?

নীনী ॥ ভোজালী।

তিনজনে ॥ সেই ভোজালী ?

নীনী ॥ কেন কি হয়েছে ?

প্যারী ॥ খুব সাবধান। ওদিকে বেশী গলা বাড়িও না। ভোজালীতে বড্ড ধার। তার চেয়ে গোকুলের পেয়ারা অনেক মিষ্টি।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়। আলো জ্বললে দেখা যাবে —ষ্টেশন মাষ্টার ও ইন্‌স্পেক্‌টর কথা বলছে]

মাষ্টার ॥ আপনি কিন্তু আজকাল খুব ঘন ঘন এদিকে যাতায়াত করছেন।

ইন্‌স্পেক্‌টর ॥ কি করব বলুন মাষ্টারমশাই, ওপরওয়ালার যখন যে রকম হুকুম হয়।

মাষ্টার ॥ তা' এই ষ্টেশনের ওপর এত পক্ষপাতিত্ব কেন ? মনে হচ্ছে আপনার যেন বিশেষ নজর পড়েছে।

ইন্‌স্পেক্‌টর ॥ তা ভাবলে কিন্তু ভুল করবেন। এ অঞ্চলের সব ষ্টেশনেই ঢুঁ মারচি।

মাষ্টাব ॥ কেন বলুন তো ?

ইন্‌স্পেক্‌টর ॥ পরে বলব। তবে মালপত্রের ওপর একটু কড়া নজর রাখবেন। আপনাব ভালর জন্যেই বলছি।

[একটা কাগজ বার ক'রে হাতে দেয়]

এই কোম্পানীকে চেনেন ?

মাষ্টার ॥ কোম্পানীকে কি করে চিনব। তবে তার মালের পেটি চিনি।

ইন্‌স্পেক্‌টর ॥ নতুন Consignment কবে এসেছে?

ষ্টেশন ॥ এই তো সেদিন। মালবাবু ঠিক বলতে পারবে।

ইন্‌স্পেক্‌টর ॥ চলুন আপনাদের গুদামটা ঘুরে আসি।

[দু'জনের প্রস্থান। অন্যদিক থেকে মাল-বাবু ও শরৎ-এর প্রবেশ]

মাল ॥ ব্যাপরটা খুব জরুরী ছিল। সেইজন্যই ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

শরৎ ॥ মিটে গেছে তো?

মাল ॥ আমি যখন দায়িত্ব নিয়েছি—

শরৎ ॥ আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি।

[পকেট থেকে টাকা বার ক'রে দেয়]

এটা রাখুন। বাচ্চাদেব জন্যে লজেন্স, মিষ্টি, সব কিনে দেবেন। আপনি একটা আয়না চেয়েছিলেন। পরের সপ্তাহে পাটনা থেকে নিয়ে আসব। বৌদির শাড়ী পছন্দ হয়েছিল তো?

মাল ॥ তা হবে না—কি দামী জিনিষ। এসব কি আমাদের মত গেরস্ত লোক কিনতে পারে।

শরৎ ॥ দেখি ওদিকে মূর্ত্তিমানরা আবার কি করছেন।

[প্রস্থান]

মাল ॥ (স্বগতঃ) লোকটা খুব ঘোড়েল। কাজ চায় অথচ পয়সা বার করতে চায় না। ঠিক আছে ব্যাটাকে প্যাঁচে

ফেলে টাকা আদায় করবো। (দেখতে পেয়ে) গোকুলবাবু ও গোকুলবাবু।

[ব্যস্তভাবে গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল ॥ কি খবর মালবাবু ?

মাল ॥ কৈ আপনি তো আর এদিকে আসেনই না।

গোকুল ॥ বড় ব্যস্ত আছি।

মাল ॥ মাষ্টারমশাই আপনাকে খুঁজছিলেন।

গোকুল ॥ আজ নয়, আর একদিন দেখা করবো। একটা জরুরী appointment আছে।

মাল ॥ তাই নাকি, কোথায় ?

গোকুল ॥ অনেক দূর যেতে হবে সেই বালিয়াড়িতে।

মাল ॥ বালিয়াড়িতে হঠাৎ ?

গোকুল ॥ বুঝলেন না ? আমাদের পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটির ওখানে আসবার কথা আছে।

মালবাবু ॥ তা হ'লে আটকাব না।

গোকুল ॥ চলি, দেরী হয়ে গেছে।

[মূকাভিনয়ে গোকুল দৌড়তে স্বরু করবে। মালবাবু সরে যাবে। ক্রমশঃ হাঁপাতে হাঁপাতে গোকুল যেন বালিয়াড়িতে পৌছায়]

গোকুল ॥ কই কেউ তো কোথাও নেই! মিথ্যে ছুটে মরলাম। ষ্টেশন থেকে বলিয়াড়ি কি কম পথ? বিকালেই তো' আসবে লিখেছিল।

[পকেট থেকে চিঠিটা বার ক'রে দেখে নেয়]

তা'হলে একটু অপেক্ষা করেই দেখি।

[গাছের ফোঁকর থেকে পুতুলের কাক বেরিয়ে ডাকে—"কা—কা"]

তোমাকে তো বেশ রসিকজন মনে হচ্চে। তুমি নীনী সুন্দরীকে এখানে দেখেছ ?

[কাক ডাকে—কা—কা— কা—জোরে চেঁচায়]

গোকুল ॥ "হ্যাঁ" বলছে, না—"না" বলছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মিঃ হনুলুলু বোস—তাকে চেন ?

কাক ॥ ক—ক—ক—ক—

[জোরে চেঁচায়]

গোকুল ॥ ও রকম ক'রে কি বলছ ? কেউ আসছে ? তাইতো মনে হচ্চে। শাড়ী দেখতে পাচ্ছি। আমি অন্য দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াই। এসেই না আবার হাসতে সুরু করে।

[হেমলতা ঢুকে প্রথমে হাসে]

এ যেন অন্য রকম হাসি মনে হচ্ছে।

হেম ॥ গোকুল তুমি এখানে ?

গোকুল ॥ হাওয়া খাচ্ছিলাম।

হেম ॥ ভালই হয়েছে। দেখা হয়ে গেল। এস তো আমার সঙ্গে।

গোকুল ॥ কোথায় ?

হেম ॥ ঐ বোসেদের বাড়ী। সুকেশিনীর সঙ্গে দেখা করব।

গোকুল ॥ তা আমি কি করব ?

হেম ॥ কখন কি হয় বলা যায় না তো—একজন পুরুষ সঙ্গে থাকা ভাল। আজকে সুকির সঙ্গে কথা বলার সুবিধে আছে। ওর ছেলে খাড়ী নেই।

গোকুল ॥ কেন? আদিত্য বোস আবার কোথায় গেল?

হেম ॥ নীনীর সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

গোকুল ॥ নীনীর সঙ্গে! সে কি—কোথায়?

হেম ॥ তা আমি কি ক'বে জানব?

[গোকুলকে ভাল ক'রে দেখে]

তুমি অমন করছ কেন? কি হয়েছে।

গোকুল ॥ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

হেম ॥ কেন?

গোকুল ॥ (বিরক্ত হয়ে) জানি না—

হেম ॥ ও রকম আলটু ফালটু কথা বল না। বাবুজী যদি জানতে পারে, তোমারও খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবে।

গোকুল ॥ সেই ভাল। আমার উপুষ দেওয়াই ভাল।

[দ্রুত প্রস্থান]

হেম ॥ গোকুল, গোকুল, না,—ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আদিত্য যখন নেই, আমি একলাই যাই। ভয়ের কি আছে।

কাক ॥ ক—ক—ক—

হেম ॥ কিরে ভুষুণ্ডি, ভবসা দিচ্ছিস?

[কাকটা জোরে চেঁচায়]

হেম ॥ তা'হলে এইখান থেকেই সুকেশিনীকে ডাকি।

[মুখে আঙুল ভরে হুইসিল বাজায়।
স্থকেশিনীর প্রবেশ]

স্থকেশিনী ॥ ভালই হয়েছে তুমি এসে গেছ, হেমদি। তবে বেশী কথা বলা যাবে না। কাণ খাড়া ক'রে আছে।

হেম ॥ কে ?

স্থকেশিনী ॥ চরেরা কি কষ্ট যে দিচ্ছে তোমায় কি বলব।

হেম ॥ শুনলাম তোমার ছেলের সঙ্গে বনিবনাও হচ্ছে না।

স্থকেশিনী ॥ হবে কি ক'রে? ওর বদ সঙ্গী জুটেছে, না? তারাই তো নাচাচ্ছে। বোস সাহেবের টাকাগুলো তো নয় ছয় করেছে। এখন নজর পড়েছে—আমার গুপ্তধনের ওপর।

হেম ॥ তাহ'লে এখন উপায় ?

স্থকেশিনী ॥ যেরকম ক'বে হোক ওকে না জানিয়ে গুপ্তধনটা আমাদেব তুলে ফেলতে হবে। তবে আমাব ভয় কি করে জান, হেমদি ?

হেম ॥ কি ভয় ?

স্থকেশিনী ॥ ওরা যদি আমায় মেরে ফেলে ?

হেম ॥ না—না—তাই কখনও হয়—

স্থকেশিনী ॥ কিছু বিশ্বাস নেই। তুমি আমাকে বাঁচাও, হেমদি। ওবা আমায় মেরে ফেলবে।

[কাঁদতে থাকে]

হেম ॥ ছি—ছি—বোন কাঁদে না। তুমি বাড়ীর ভেতরে যাও। আমি দেখি কি করতে পারি।

সুকেশিনী ॥ আমাকে ভুলে যেও না হেমদি।

হেম ॥ তাই কখনও পারি। কাল আবার তোমার সঙ্গে কথা বলব। এখন যাও।

[সুকেশিনীর প্রস্থান]

এ তো মহা ভাবনায় পড়া গেল। এদিকে সুকেশিনী ওদিকে গুপ্তধন। এদিকে বাবুজী, ওদিকে প্যারী-মোহন। আমি এখন কোনদিকে যাই! কি করি!

[খুন্তী হাতে প্যারীমোহন গোকুলের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে]

হেম ॥ অ্যাঁ—প্যারীমোহন! গোকুলের বাড়ী থেকে তু খুন্তী নিয়ে বেরিয়ে আসছ যে? ব্যাপার কি?

প্যারী ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) ওর জন্যে একটু মুর্গী রেঁধে দিচ্ছিলাম।

হেম ॥ মুর্গী! মুর্গীর কি?

প্যারী ॥ মুর্গীর ঝোল।

হেম ॥ সর্বনাশ—সুকি তো ঠিক বলেছে। চারদিকে গুপ্তচর। মুর্গী মাছের ঝোলের কথা এ বুড়ো জানলো কি ক'রে? প্যারীমোহন, ভাল হবে না বলছি। কে বলেছে তোমায় বল?

প্যারী ॥ কি বলেছে? আপনি এত চোটে যাচ্ছেন কেন?

হেম ॥ ন্যাকামি করবার আর যায়গা পাওনি বুঝি? ভাল হবেনা বলে দিচ্ছি। আমাদের অবলা মেয়েমানুষ পেয়ে

যে তোমরা ঠকাবে, তা চলবে না। তোমার খুন্তিকে আমি ভয় পাই না। সাঁড়াশী নিয়ে এসে তোমার নাক চেপে ধরব।

[প্রস্থান]

প্যারী ॥ ওরে বাবা! উনি হলেন অবলা। কি তিরিক্ষে মেজাজ! আমাকে দেখলে তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে।

[ক্লান্ত হয়ে গোকুলের প্রবেশ]

কখন ফিরলেন মশাই? দেখতে পাইনি। খিড়কীর দরজা দিয়ে ঢুকেছেন—বুঝি? কেমন মুর্গীর গন্ধ বেরিয়েছে?

গোকুল ॥ ভালই।

প্যারী ॥ আরে মশাই, আপনি তো' একলা মানুষ। অথচ ঘরখানাকে ডাক্তারখানা করে ফেলেছেন দেখছি।

গোকুল ॥ কোনটা কখন দরকার হয়, কে বলতে পারে। বিশেষ করে আমার ঘোরাঘুরির কাজ তাই, সব সঙ্গে রাখি।

প্যারী ॥ খবরদার মশায়, এলাপ্যাথিক ওষুধ মুঠো মুঠো ক'রে খাবেন না। কাগজে পড়েছেন তো জাল ওষুধে দেশটা ভ'রে যাচ্ছে। আপনি অসুখ সারানোর জন্যে ওষুধ খাচ্ছেন, শেষে হয়ত দেখবেন—ওষুধের জন্যেই আপনি মারা পড়লেন।

গোকুল ॥ হ্যাঁ - কত রকমই তো হচ্ছে।

প্যারী ॥ মুর্গী ফুটছে। চেখে দেখবেন নাকি?

গোকুল ॥ না এখন আর কিছু খাব না।

প্যারী ॥ আমি যা। দেখি একটা গলা আর পাখনা চেখেই। না চাখলে রান্না ভাল হয় না। [প্রস্থান]

গোকুল ॥ এ বুড়োগুলো দেখছি সত্যিই আমাকে পাগল করে মারবে। যেমনি বুড়ো বুড়ী, তেমনি তাদের নেকী নাতনী। আর তার চেয়েও ত্যাঁদড় ঐ ব্যাটা নবীন।

[নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ বাবু, আমি এসেছি।

গোকুল ॥ কে তুমি ?

নবীন ॥ আমি নবীন।

গোকুল ॥ কি চাও ?

নবীন ॥ বাবু, একটা কথা বলতে আপনাকে ভুল হ'য়ে গেছে।

গোকুল ॥ কি কথা ?

নবীন ॥ দিদিমণি বলেছিলেন আপনাকে জানিয়ে দিতে, উনি কোথায় যাবেন বলেছিলেন সেখানে যেতে পারবেন না।

গোকুল ॥ কখন বলেছিলেন ?

নবীন ॥ তুপুর বেলা। আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, বাবু। দিদিমণিকে কিন্তু এসব বলবেন না। তাহ'লে আর আমার চাকরী থাকবে না।

[বাঁ হাতের চেটোটা দেখিয়ে]

গোকুল ॥ আমার কি ইচ্ছে করছে—জান, নবীন ? এইটে ধর তোমার মুখ। ইচ্ছে করছে তোমার নাকের ওপর একটা সজোরে ঘুষি মারি। (নিজের হাতে ঘুষি মারে)

নবীন ॥ উঃ— !

[নাকে হাত বোলায়। নীনীকে আসতে দেখে]

আরও আপনি ঘুষি মারুন—কানে মারুন—চোখে মারুন, প্রাণে মারুন, কিন্তু দোহাই আপনার, দিদিমণিকে চিঠির কথা কিছু বলবেন না।

[দ্রুত প্রস্থান। নীনীর প্রবেশ]

নীনী ॥ আপনাকে ডাকতে এলাম।

গোকুল ॥ কেন ?

নীনী ॥ তাস খেলার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

গোকুল ॥ সেই জন্যে বুঝি আমার খোঁজ পড়েছে ?

নীনী ॥ জামাই দাদু, যখন বায়না ধরেছে তখন সবাইকে তাস খেলতে হবে।

গোকুল ॥ তাস খেলতে তো চার জনের দরকার। আপনারা তো পাঁচ জন।

নীনী ॥ প্যারী দাদু তাস খেলে না। আমিও টোয়েন্‌টি-নাইন শিখিনি। Please আসুন না—।

গোকুল ॥ আমার কিন্তু মোটেই যাবার—ইচ্ছে নেই। মন মেজাজ খারাপ।

নীনী ॥ তাস খেললে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসুন—আসুন —(চেঁচিয়ে ডাকে) দাদু, দিদু, জামাই দাদু— শিগ্‌গীর এস। তাস খেলার লোক পাওয়া গেছে।

[সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো বুড়ীরা ঢুকে পড়ে। বাবুজী ও হেমলতা পার্টনার, জামাই একলা। উল্টোদিকে আসন খালি]

বাবুজী ॥ অনুকুল, তুমি জামাই এর সঙ্গে বস।

গোকুল ॥ (বসতে বসতে) আমি অনুকুল নই, গোকুল।

জামাই ॥ প্রথমেই তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি—গোকুল। হেমদির ওপর কড়া নজর রাখবে। এক নম্বরেব চোর।

হেম ॥ (হেসে) কেন আমার মিথ্যে দোষ দিচ্ছ। জামাই, তোমবা ভাল তাস পেয়েও খেলতে পার না। আমি তার কি করব? কিছুই তাস পাইনি। তবু দেখ, ডাকছি সতেরো।

জামাই ॥ (তাস ফেলে) কুড়ি—

হেম ॥ আছি—

জামাই ॥ তবেরে—একুশ--

হেম ॥ ডবল—

জামাই ॥ কি হেমদি পাশ?

নীনী ॥ দাদু, ডবল দিয়েছে।

জামাই ॥ তা'হলে রি-ডবল।

[খেলা সুরু হয়। নীনী ঘুরে ঘুরে এর ওর হাত দেখে, আর মন্তব্য করে]

নীনী ॥ ওবে, বাবা, ভীষণ তাস পেয়েছে। দাদু, এব সঙ্গে যদি বিবিটা থাকতো—

জামাই ॥ (খেলা চলতে চলতে) ওকি বোকামী করছ, গোকুল। দেখছ না ওদের গোলাম।

গোকুল ॥ আর তো কোন তাস নেই।

জামাই ॥ হাতে অতগুলো তাস রয়েছে--আর বলছ তাস নেই!

গোকুল ॥ তা বলব কেন ? বলছি ইস্কাবন নেই।

জামাই ॥ তা থাকবে কেন তাহলে যে আমাদের স্থবিধে হয়ে যায়। এখন যত ফোঁটা আছে ওদের পিঠে দাও। ষোল কলা পূর্ণ হোক।

[হেম আর নীনী হাসে]

বাবুজী ॥ আহা, ঝগড়া-ঝাঁটি না ক'রে খেলনা। ঠিক জিতবে।

জামাই ॥ তোমরা কথা বোলোনা। জান, গোকুল খেলতে পাবে না তাই ধবে বেঁধে আমাব পার্টনাব করে দিয়েছো। নাও খেল'।

[খেলা চলে]

গোকুল ॥ ডিক্লেয়াব।

হেম ॥ আহা, আমাব সাধেব গোলামটা গেল গো।

জামাই ॥ যাবেই তো। ও গোকুল, বঙেব একটা ছোট খাট কিছু দিয়ে পিঠ্‌টা তুলে নাও।

গোকুল ॥ কি বং ? রুইতন ? রুইতন তো আমার নেই।

জামাই ॥ রুইতনও নেই ? একটাও নেই ? তুমি উঠে যাও।

নীনী ॥ আঃ জামাই দাছু, তুমি বড় বাজে বক। হেরে যাচ্ছ তো—হয়েছে কি ?

জামাই ॥ আমি হাবিনি।

হেম ॥ তবে কে হারলো ?

জামাই ॥ ওই গোকুল।

[নীনী জোরে হেসে ওঠে]

ওরকম আদিখ্যেতা করিস না। ভাল পার্টনার দে
খেলা কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি। তুই বোস।

নীনী ॥ না—না আমি খেলতে জানি না।

জামাই ॥ হেমদি!

হেম ॥ ওরে বাস রে। আবার সেই পায়েব ব্যথাটা—

জামাই ॥ তার মানে তোমরা কেউ আমার পার্টনার হতে চাও না। Intentionally আমায় হারাতে চাও। আমি যদি আব কোনদিন তোমাদের সঙ্গে খেলি—This is my last—

[এই নিয়ে গোলমাল। হঠাৎ জানলা খুলে আদিত্য বকে দেয়]

আদিত্য ॥ একি কবছেন, আপনাবা? সবাই মিলে এক সঙ্গে চেঁচাচ্ছেন। একি কর্পোবেশানের মিটিং—না বিধান সভার অধিবেশন? এব পব তো চেয়াব টেবিল ছুঁড়বেন মনে হচ্ছে। একি ছেলেমানুষী। পাশের বাড়ীতে মানুষ বাস কবে। সেটুকু খেয়াল বাখবেন না—কি?

[জানালাটা বন্ধ কবে দেয়]

জামাই ॥ কি বল্‌ছে?

হেম ॥ আমাদেব বকছে।

বাবুজী ॥ বকবে কেন? ওর কি এক্তিয়ার আছে আমাদেব বকবাব? ওব বাবা পর্য্যন্ত আমাদের কত সমীহ করে কথা বলতো। আর ঐ এক ফোঁটা ছেলে—

নীনী ॥ ভারী অন্যায়। ওর মাপ চাওয়া উচিত। যা খুসি তাই বলে দিল। তোমরা চুপ করে রইলে ?

জামাই ॥ প্রথম দিনটা আমরা চুপ কবে গেলাম। কিন্তু এর পরে যেদিন বকবে—সেদিন দেখে নেব।

[প্যারীমোহনের প্রবেশ]

প্যারী ॥ ভালই হল তোমবা সব এখানে রয়েছ। খবর নিয়ে জানলাম, টাঁটিঝরিয়ার জঙ্গলে, বুনো হাঁস, তিতির, হরিয়াল ভরে গেছে। এমন কি ছোটখাট সম্বরও পাওয়া যাচ্ছে। চলনা একদিন সকলে মিলে শিকারে যাওয়া যাক।

বাবুজী ॥ তুমি তো ছিলে না—প্যারী। বোস সাহেবের ঐ অসভ্য ছেলেটা জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে—

প্যারী ॥ ওটা তো বেহেড মাতাল। ওর কথা আবার কেউ শোনে—তা ছাড়া ওকে নিয়ে তো আমরা আর শিকারে যাচ্ছি না।

হেম ॥ আমিও শিকারে যাব না।

বাবুজী ॥ কেন ?

হেম ॥ আমার বাড়ীতে কাজ আছে। তোমরা ঘুরে এস।

নীনী ॥ আমি কিন্তু শিকারে যাব।

প্যারী ॥ নিশ্চয় যাবে। আমাদের সঙ্গে গোকুলও যাবে। ওর যা হাতের টিপ

গোকুল ॥ না আমি যাব না।

প্যারী ॥ কেন ?

গোকুল ॥ কেন টেন জানি না। আমি যাব না।

হেম ॥ গোকুলকে তুমি রাজী করাও প্যারীমোহন।

[কথা বলতে বলতে প্যারী ও গোকুল ছাড়া সকলের প্রস্থান]

প্যারী ॥ কি হয়েছে গোকুলবাবু? মনে হচ্চে খুব চটে গেছেন।

গোকুল ॥ কি বলব আপনাকে। আমাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গিয়ে তাস খেলতে বসালো আর ঐ কালা জামাইয়ের কি বকুনি। আমি যেন ওদের বাড়ীর চাকর।

প্যারী ॥ জামাই এর ঐ তো দোষ। সেই ভয়ে আমি তাস-ই খেলি না। তাই বলে শিকারে যাবেন না কেন? বন্দুক টন্দুক ছুঁড়লে মেয়েরা খুব খুসি হয়। নীনীর কাছে আপনি হিরো হয়ে যাবেন।

গোকুল ॥ বলছেন? কিন্তু মেয়েটাও যেন কি রকম! খালি হাসে! কোন কথার ঠিক নেই। প্রায়ই শুনি আদিত্যের সঙ্গে বেড়াতে যায়।

প্যারী ॥ আর যাবে না। শিকার থেকে ফিরে আসার পর আপনার position কোথায় উঠে যাবে বুঝতে পারছেন না?

গোকুল ॥ বেশ তাহলে যাব।

প্যারী ॥ সঙ্গে খাবার-টাবারগুলো নেবেন যাতে বনভোজনটা জমে।

গোকুল ॥ এতেও যদি কোন ফল না হয়—আমি আর আপনার কোন কথাই শুনব না।

প্যারী ॥ অত সহজে হাল ছাড়তে নেই। রবার্ট ব্রুসের গল্প জানেন তো—সেই মাকড়সা পড়ছে। আবার মাকড়সা উঠছে। মাকড়সা পড়ছে আর উঠছে।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। গাড়ীর ষ্টার্ট দেওয়ার আওয়াজ। মূকাভিনয়ে দেখা যাবে বাবুজী, জামাই, প্যারী, গোকুল, নীনী যেন গাড়ীতে চড়েছে। ষ্টিয়ারিং বাবুজীর হাতে]

গান ধরে—

চাকাপে চাক্কা, চাকাপে গাড়ী
গাড়ীমে নিক্‌লি
আপনে সওয়ারী।
থোড়ে আগাড়ি, থোড়ে পিছাড়ি
হামাগাড়ি, হামাগাড়ি।

জামাই ॥ (বিরক্ত হয়ে) একি হচ্চে? আমরা কি হামাগুড়ি দিতে বেরিয়েছি। একে তো গাড়ীর আওয়াজ। তারপর যদি তোমরা চেঁচাও—একটা পাখীও গাছে বসে থাকবে? কি শিকার করবে শুনি?

বাবুজী ॥ জামাই, এই মোড়ের কাছে একটা ভাল্লুক পেয়েছিলাম মনে আছে। সোজা গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালো।

জামাই ॥ তখন তোমার বোন বেঁচে।

প্যারী ॥ জানেন, গোকুলবাবু এই সামনের গ্রামে গরম গরম

আঁখের গুড় পাওয়া যায়। একবার চেষ্টা করে দেখলে হত না। যদি পাওয়া যায়।

বাবুজী ॥ তোমার যত খাওয়ার গল্প।

জামাই ॥ (চাপা গলায়) গাড়ী থামাও।

বাবুজী ॥ কি ?

জামাই ॥ হরিয়াল। বন্দুকটা দাও।

নীনী ॥ বন্দুক তো বার করা হয়নি। গাড়ীর পেছনে আছে।

জামাই ॥ ছ্যা—ছ্যা—শিকারে বেরিয়ে কেউ বন্দুক বাক্সে ভরে রাখে ! আহা, এক ঝাঁক হরিয়াল ছিল ফস্‌কে গেল।

প্যারী ॥ আমার কিন্তু মনে হচ্চে—ওগুলো হরিয়াল নয় টিয়া।

জামাই ॥ মোটেই নয়– হরিয়াল।

প্যারী ॥ তা'হলে ঠোঁটগুলো লাল কেন ? সবাই জানে—'টিয়া পাখীর ঠোঁটটি লাল'।

জামাই ॥ যাক্—যাক্ তুমি আর আমাকে পাখী চেনাবার চেষ্টা কোরো না। গাছের পাতার রঙে রঙ মিলিয়ে যখন হরিয়াল বসে থাকে—তাকে চিনতে পারা ছোট শিকারীর কাজ নয়। বন্দুক হাতে থাকলে মেরে দেখিয়ে দিতাম—ওটা টিয়া না হরিয়াল। ড্রাইভার গাড়ী চালাও।

বাবুজী ॥ (বিরক্ত হয়ে) ড্রাইভার ?

জামাই ॥ আহা—ওটা misfire of tongue.

প্যারী ॥ এইখানেই নেমে পড়া যাক। গোকুলবাবু, খাবারের বাক্‌সগুলো সব নামান।

বাবুজী ॥ এখন খাওয়া নয়। এখানে খরগোশ পাওয়া যেতে পারে। বন্দুকটা তোমার কাছে রাখ। গোকুল, প্রথমে তুমি গুলি করবে।

গোকুল ॥ আমি!

বাবুজী ॥ নিশ্চয়, তোমার অনারে আজ বেরুনো হয়েছে। প্রথম চান্স তোমার।

[অডিটোবিয়মে নেমে গিয়ে আবার ষ্টেজের দিকে ফেরে]

জামাই ॥ চুপ—তিতির—

গোকুল ॥ তিতির কি ?—তিতির ?

জামাই ॥ তিতির দেখনি কখনও ? ঐ তো ঝোপের কাছে। এক জোড়া। মারো।

[বন্দুকের আওয়াজ]

জামাই ॥ ছি-ছি-ছি—এমন তিতির কেউ মিস্ করে ? মরবার জন্যে বুক চিতিয়ে বসে ছিল। ঢিল ছুঁড়ে মারা যায়। তাদের তুমি বন্দুক মেরে উড়িয়ে দিলে!

প্যারী ॥ আচ্ছা, জামাই তুমি অত বকছ কেন ? একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাকনা—আমার মনে হল থপ ক'রে কি যেন পড়ল।

জামাই ॥ পড়বে কোথেকে শুনি ? তিতির তো বসেছিল মাটিতে।

বাবুজী ॥ তবু খুঁজে দেখতে দোষ কি ?

নীনী ॥ এই তো কি একটা পড়ে রয়েছে।

বাবুজী ॥ আরে এটা তো একটা ঘুঘু ঘুঘু কোত্থেকে এল।

প্যারী ॥ তাহলে তুমি ভুল দেখেছিলে, জামাই। ওটা তিতির নয়—ঘুঘু।

জামাই ॥ কি বলছ পাগলেব মত। আমি তিতির চিনি না! এ-জীবনে অন্ততঃ তিন হাজাব তিতির দেখেছি—মেরেছি পাঁচশো—আহা কি মোটা সোটা।

প্যারী ॥ তাহলে ঘুঘু এল কোত্থেকে! বন্দুকেব গুলীতে যে মরেছে—তাতো দেখাই যাচ্ছে।

নীনী ॥ আমি বুঝতে পেবেছি। ঘুঘু বসেছিল গাছের ওপর। সেখান থেকে দেখছিল গোকুলবাবু নীচে তিতিরকে মারছে কিন্তু গুলী ছুঁড়তে গিয়ে বন্দুকেব নল,ঝাকানিতে যে নীচ থেকে ওপবে উঠে যাবে, তাতো, বোকা ঘুঘু বুঝতে পারেনি। তাই গুলি খেয়ে মবে গেছে। সত্যি গোকুলবাবু, আপনার তো দারুণ হাতের টিপ।

[হাসি]

জামাই ॥ যত সব আনাড়ীগুলোকে ধ'রে এনেছে। বন্দুক হাতে নিলেই বুঝি শিকারী হওয়া যায়।

প্যাবী ॥ না-না গোকুলবাবু, আপনি মোটেও দমে পড়বেন না। তবু তো আপনি একটা কিছু মেরেছেন। জামাই হ'লে ঘুঘুও মারতে পাবত না। আপনি তো 'নাকের বদলে নরুন পেয়েছেন'।

জামাই ॥ তবে আর কি। সবাই মিলে বাদ্যি বাজাও। টাক ডুমা ডুম ডুম—টাক ডুমা ডুম ডুম।

নীনী ॥ ঐ ঝোপটার ধারে খস্-খস্ শব্দ হচ্চে।

জামাই ॥ দাও, বন্দুক আমাকে দাও, চুপ—

[তাক ক'রে বন্দুক ছোড়ে। আওয়াজ হয়]

জনৈক ॥ কোন শালা গুলী চালায়া !

বাবুজী ॥ সর্ব্বনাশ ! এযে—মানুষ—কথা বলে।

জনৈক ॥ এ রঘুয়া ! আদমী লোককো বুলা।

প্যারী ॥ ঝোপের আড়ালে ওরা কি করছিল।

[একজন উঠে দাঁড়ায়। তার কানে পৈতে, হাতে ঘটী]

বাবুজী ॥ জামাই ছুটে পালাও। লোটা নিয়ে তেড়ে আস্‌ছে লোকটা। বন্দুক-টন্দুক কেড়ে নেবে।

জামাই ॥ পালাও—পালাও—

[সকলের বেগে প্রস্থান]

[মঞ্চ অন্ধকার। রাত্রি। ছায়া মূর্তিরা নিঃশব্দে একদিক থেকে আর একদিকে চলে যায়] কুকুরের ডাক, গুটি গুটি পায়ে বুড়োর দল বেরিয়ে আসে]

প্যারী ॥ আমাদেব ভয় দেখাবার জন্যে তামাসা করছেন না তো ?

হেম ॥ এই বুঝি তামাসার সময় ? আমি আজ ইচ্ছে ক'বে তোমাদেব সঙ্গে শিকাবে যাইনি, কেন ? সুকেশিনীর সঙ্গে গোপনে আলাপ করব বলে। কিন্তু বেচারীকে গুণ্ডা ছেলেটা ঘরে চাবী দিয়ে বেখেছে। তাই বেরুতে পারল না।

বাবুজী ॥ এতো ভয়ঙ্কর কথা—

হেমদি ॥ আমি প্রথমে সুকি, সুকি, বলে ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। তারপব মুখে আঙুল পুরে হুইশিল মারলাম। তাতেও জানালা খুললো না। শেষে যখন ফিরে আসছি, হঠাৎ ঐ চিঠিটা গোলা পাকিয়ে সুকেশিনী ঘুল-ঘুলি দিয়ে ফেলে দিল।

সবাই ॥ চিঠিতে কি লিখেছে ?

বাবুজী ॥ (পড়ে) আমাকে এরা ঘরের মধ্যে কয়েদী করে রেখেছে। কখন মেরে ফেলে কে জানে। দোহাই তোমাদেব হেমদি, যা হয় ব্যবস্থা কর।

প্যারী ॥ চিঠি তো নয়। একটা মেগাটোন বোমা।

নীনী ॥ কি thrilling ! পাশের বাড়ীতে খুন আর আমরা চুপচাপ বসে থাকব।

হেম ॥ সুকি বলেছে যদি কোন বিপদ হয় ও আলো নাড়বে তখন আমরা গিয়ে ওর বাড়ী চড়াও হব। ওকে বাঁচাব।

জামাই ॥ একটা আলো যেন নড়ছে মনে হচ্চে।

[সকলে হুমড়ি খেয়ে দেখে গোকুলের বাড়ীর পিছনে অলো জ্বলছে]

সকলে ॥ হ্যাঁ,—আলো নড়ছে। বিপদের সঙ্কেত।

হেম ॥ সুকেশিনী আমাদেব ডাকছে।

বাবুজী ॥ আমাদের সবাইকে কি যেতে হবে ?

জামাই ॥ আমার মনে হয় দু' একজনেরই যাওয়া ভাল। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

হেম ॥ যা করবে শিগ্‌গীর কর। দেরী কোরোনা। লোক পাঠাও।

বাবুজী ॥ তাহ'লে প্যারীমোহনই যাক। ওই আমাদের মধ্যে একটু শক্ত আছে।

প্যারী ॥ সে কি—আমি একলা যাব—ঐ খুনেদের বাড়ীতে!

জামাই ॥ কেন এইটুকু পরোপকার করতে পারবে না?

প্যারী ॥ কিন্তু ও আলোটা তো বোস সাহেবের বাড়ীর নয়। এতো গোকুলবাবুর বাড়ীর পিছন থেকে আসছে।

অনেকে ॥ তাইতো, আমরা খেয়াল করিনি, সুকেশিনী ওখানে গেল কি ক'রে?

নীনী ॥ এ তো আরও thrilling.

বাবুজী ॥ প্যারীমোহন, তুমি বরং গোকুলের সঙ্গে পরামর্শ কর। আমরা ভেতরে যাচ্ছি। ওর বাড়ী সব সময় বন্ধ থাকে, সুকেশিনী ওর মধ্যে ঢুকল কি করে।

প্যারী ॥ তাই যাই—

[প্যারী গোকুলের বাড়ীর সামনে গোকুলকে ডাকে। অন্যরা সরে যায়]

গোকুল ॥ কি হয়েছে? মাঝ রাত্রে এরকম ডাকাডাকি করছেন কেন?

প্যারী ॥ শিগ্‌গীর চলুন। বোস গিন্নী খুন হচ্চেন।

গোকুল ॥ খুনই হোক, তবু একটা বুড়ী কমবে।

প্যারী ॥ ঠাট্টা তামাসার সময় নয়। শেষকালে অনুতাপ করতে হবে।

গোকুল ॥ আমি যাব কেন ?

প্যারী ॥ আপনার বাড়ীতেই যে খুন হচ্চে।

গোকুল ॥ আমার বাড়ীতে !

প্যারী ॥ ঐ—দেখুন—না, আলো জ্বলছে।

গোকুল ॥ তাইতো, মালিকরা কেউ নেই, পোড়ো বাড়ীতে আলো কিসের ? আপনি এসে আমার ঘরে বসুন আমি ভেতরটা দেখে আসি।

প্যারী ॥ তাই বসি। তা মিষ্টি টিষ্টিগুলো এই ঘরেই আছে তো।

[দু'জনে ঘরে ঢুকে যায়। বুড়ো বুড়ীরা আবার বেরিয়ে আসে]

নীনী ॥ যাই বল, প্যারীদাদুর সাহস আছে। আমি হ'লে collapse করতাম।

জামাই ॥ কে ! Collapse করেছে সুকেশিনী না প্যারীমোহন ?

হেম ॥ মাঝখানে তুমি উল্টো-পাল্টা কথা বোলোনা, জামাই। এখন আমাদের line of action ঠিক করতে হবে।

আদিত্য ॥ (ওপরের জানলা থেকে) আপনারা জেগে আছেন ?

বাবুজী, জামাই॥ (একসঙ্গে) আমরা জেগে ? কই—না।

আদিত্য ॥ অনেকক্ষণ থেলে কথাবার্ত্তা বলছেন—শুনছি।

বাবুজী ॥ কথা—কি কথা ? জামাই তুমি কিছু শুনেছ ?

জামাই ॥ কই না !

আদিত্য ॥ আমার কিছু বলবার আছে। আমি এখুনি আসছি।

নীনী ॥ আসুন না।

হেম ॥ ঐ ডাকাতটাকে ডাকতে গেলি কেন? হয়ত ভোজালী নিয়ে আমাদের তাড়া করবে।

বাবুজী ॥ সত্যিই তো। লোকটা আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় কেন?

জামাই ॥ দেখাই যাক্—না—কি বলে।

[আদিত্যের প্রবেশ]

আদিত্য ॥ মাপ করবেন। বড় বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি।

সকলে ॥ বিপদ, কার বিপদ?

আদিত্য ॥ মানে—আমার মাকে কোথাও দেখেছেন?

হেম ॥ সুকেশিনীর কি হয়েছে?

আদিত্য ॥ ঘরে নেই—খুঁজে পাচ্ছি না।

বাবুজী ॥ তাহলে বোধ হয়—

হেমদি ॥ চুপ!

আদিত্য ॥ মার শরীরটা খারাপ হবার পর থেকে বড় বিব্রত হয়ে আছি।

হেম ॥ কি হয়েছে?

আদিত্য ॥ অনেকদিন থেকে চিকিৎসা চলছে। কতরকম বড়ি, মিকৃশ্চার খাওয়ানো হল, তাতেও কোনরকম উন্নতি না হওয়ায় গত সপ্তাহ থেকে ইন্‌জেক্‌সান দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তা'তে ফল আরও খারাপ হয়েছে। ভয় হচ্ছে নার্ভের অসুখে না দাঁড়িয়ে যায়। ক্রমশঃ মাথাটা affect করছে।

হেম ॥ তার মানে তুমি বলছ—

আদিত্য ॥ হ্যাঁ, এক রকম পাগলই বলতে পারেন। ডাক্তার যদিও বলছে ভয়ের কিছু নেই। আস্তে আস্তে সারিয়ে তোলা যাবে। তবে- এই সময়টা বড় বাড়াবাড়ি চলছে। কারুর কথা শুনছেন না। সন্দেহ বাতিক। বড় দুর্ভাবনায় পড়েছি।

বাবুজী ॥ মায়ের এ রকম মাবাত্মক অসুখ হলে ছেলের তো দুর্ভাবনা হবেই।

আদিত্য ॥ এতদিন local doctor দেখছিলেন। আমি এখন রাঁচির স্থরেন সান্ন্যালকে call দিয়েছি। নামজাদা সাইকিয়াট্রিষ্ট।

বাবুজী ॥ আহা, আমাদের স্থরেন তো। ওর বাবা আমার খুব বন্ধু ছিল। যখন আসবে এ বাড়ীতেও একবার নিয়ে এস।

আদিত্য ॥ নিশ্চয়ই নিয়ে আসব। যাই দেখি মা ফিরেছেন কিনা।

[প্রস্থান]

বাবুজী ॥ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না। হেমদি, detective বই পড়ে পড়ে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।

জামাই ॥ খবরদার, হেমদি ফের যদি আলো নাড়া দেখে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়েছ তো ভাল হবে না।

জামাই ॥ ওসব পাগলামির আলো।

নীনী ॥ সত্যি দিদু, কি কাণ্ডই তুমি করেছিলে! আমরা তো প্রায় পুলিশ ডাকতে যাচ্ছিলাম আব কি!

হেম ॥ এখন তো যত দোষ নন্দ ঘোষ। তোমরাও কি কম নেচেছিলে ?

[নেপথ্যে "দিদি—দিদি"]

হেম ॥ সুকেশিনীর গলা—না ?

[সুকেশিনীর প্রবেশ]

সুকেশিনী ॥ আমি এতক্ষণ তোমাদের বাড়ীর মধ্যেই লুকিয়েছিলাম।

বাবুজী ॥ কেন ?

সুকেশিনী ॥ ওরা আমাকে পাগল সাজাবার চেষ্টা করছে।

হেম ॥ কি বলছ -সুকেশিনী ?

সুকেশিনী ॥ দেখছ না—ওরা আমাকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে। কোন সময় একলা ছাড়ে না। এখন তো আমি বাথরুমের পেছনে মেথরের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র দেখ। সারাজীবন আমাকে পাগল সাজিয়ে রেখে দেবে।

বাবুজী ॥ তা'তে ওর লাভ ?

সুকেশিনী ॥ বুঝতে পারছেন না—সব সম্পত্তি এখনই পেয়ে যাবে। অথচ আমাকে মেরে ফেলার দরকার হবে না। আইনের চোখে পাগলের কোন ক্ষমতাই নেই। হেমদি, তোমরা ছাড়া আমার কেউ নেই। আমায় বাঁচাও হেমদি। এ ভাবে আমার সর্ব্বনাশ হতে দিও না।

বাবুজী ॥ না—না—আমরা সব কিছু করব। কিন্তু এখন বাড়ী যান।

হেম ॥ আদিত্য তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সুকেশিনী ॥ তোমরা যখন বলছ। তাই যাই। কিন্তু এই গুপ্তধনের কাগজটা আর লুকিয়ে রাখতে পারছি না। এটা তোমার কাছে রাখ।

অন্যরা ॥ গুপ্তধন ?

হেম ॥ চুপ। সে সব কথা পরে বলছি। তুমি যাও বোন। কোন ভাবনা নেই।

[সুকেশিনীর প্রস্থান]

বলি—এখন কার কথা বিশ্বাস করবে ? আমি বলছি—এ সোজা ব্যাপার নয়। গভীব রহস্য আছে।

বাবুজী ॥ তাইতো—মহাবিপদে পড়া গেল।

জামাই ॥ কিন্তু গুপ্তধনের কথা কি বলছিলে ?

হেম ॥ আঃ জামাই, যে কথাটা শোনবার নয়—ঠিক সেই কথাটা তোমার কানে গেছে। মনে রেখ একটী মেয়ের জীবন আমাদের হাতে। হয় সে মারা যাবে—না হয় জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকবে। তাকে কি আমরা বাঁচাতে পারব না ? সংসারের নিষ্ঠুরতা, স্বার্থের লোভ মানুষকে পিশাচ তৈরী করে। সেই—পিশাচের কাছে কি আমরা হার স্বীকার করব ?

অন্যরা ॥ কখনও না—কখনও না—

হেম ॥ সুকেশিনীকে আমরা মুক্ত করব।

সকলে ॥ মুক্ত করব—মুক্ত করব—

[গোকুল ও প্যারীমোহনের প্রবেশ]

গোকুল ॥ কি ব্যাপাব ? কিসেব শপথ নিচ্ছেন আপনারা ?

হেম ॥ তা জেনে তোমাব দবকার কি ? নিজেব চরকায় তেল দাও বাপু— ওটা কিসেব আলো ?

গোকুল ॥ ঐ আলোটা ? কতগুলো সাঁওতাল শুকনো পাতায় আগুন ধবিয়েছিল। জানালাব কাঁচে তাই ছায়া পড়েছে।

প্যাবী ॥ ছায়া বলবেন না। বলুন **reflection**— প্রতিফলন—

বাবুজী ॥ তুমি নিজেব চোখে দেখেছ ? প্যাবীমোহন ?

প্যাবী ॥ বাঃ—বে আমি কি কবে দেখব ? আমি তো গোকুল-বাবুব ঘবে বসে কালাকাঁদ খাচ্ছিলাম।

[নেপথ্যে আদিত্যেব গলা]

আদিত্য ॥ আজ আমাবই একদিন কি তোমাবই একদিন। খুন কবে ফেলব। টুকবো টুকবো কবে ভোজালী দিয়ে কোপাব। (হাউ মাউ ক'বে নবীনেব কান্না) ইবাবকি মাবাবাব আব জাযগা পাওনি ? এসব কি তামাসা হচ্চে ? জান তোমাকে আমি মাংসব কিমা বানাতে পাবি। থোড়েব মত খুড়তে পাবি, যাঁতায় ফেলে পিষতে পাবি।

নবীন ॥ পায়ে পড়ছি আমায় ছেড়ে দিন।

আদিত্য ॥ চল্ হতভাগা চল্—

[সার্টেব কলার ধবে নবীনকে মঞ্চে নিয়ে আসে আদিত্য]

সকলে ॥ একি ! নবীন ?

আদিত্য ॥ আস্‌কাবা দিয়ে দিয়ে চাকরটাকে আপনারা মাথায় তুলেছেন। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে, সব ব্যাপারে নাক গলায়। আজ মাকে খুঁজতে বেবিয়ে দেখি আমাব compound এব মধ্যে ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেবে বসেছিল। কি কবছিলি ব্যাটা—বল।

নবীন ॥ কিছু কবিনি, স্যাব।

বুড়োরা ॥ এত রাত্রে ও বাড়ীতে গিয়েছিলি কেন?

আদিত্য ॥ বল, নয়ত ভেজালী দিয়ে কাটব।

নবীন ॥ একটা চিঠি লিখছিলাম।

হেম ॥ বাত দুপুবে চিঠি লেখা। কই দেখি। বাবুজী তুমি পড়।

বাবুজী ॥ (চিঠিটা নিয়ে) না না—এ আমি পড়তে পাববো না। এ প্রেম পত্র।

অনেকে ॥ প্রেমপত্র!

নীনী ॥ দেখি, দেখি, নবীন কি প্রেমপত্র লিখেছে। আমিষ পড়ি।

"প্রাণাধিক, আজ আপনাব সহিত সাক্ষাত করিব বলিয়াছিলাম। কিন্ত পাবি নাই। সে কাবণে বড়ই লজ্জিত আছি। আপনি নিশ্চয় আমাব উপর অভিমান কবিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমি আপনাতে মজিয়াছি। এখন আপনিই আমাব স্বপ্ন—আমাব কল্পনা (হেসে) ওবে বাবা, এতো ভীষণ প্রেমপত্র। নবীন তো ডুবে ডুবে জল খায়!

বাবুজী ॥ যাক্ গে যাক্। ও বেচারীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে

আমাদের কথা বলা উচিত নয়। অনেক রাত হয়েছে, চল শুতে চল (নীনীকে) নীনী, চিঠিটা নবীনকে দিয়ে দাও।

[বাবুজী, জামাই ও হেমের প্রস্থান]

গোকুল ॥ না—ওটা আমাকে দিন।

নীনী ॥ এ চিঠি আপনি কি করবেন ?

গোকুল ॥ আমার দরকার আছে। আদিত্যবাবু, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় নেই। আপনাকে আমার খুব সুবিধেরও মনে হয় না। কিন্তু আপনি আমার বড় উপকার করেছেন। আর একটা অনুরোধ আছে। দয়া করে ঐ ভোজালীটা আমায় ধার দেবেন ?

আদিত্য ॥ কেন ?

গোকুল ॥ দেখুন না—

[গোকুল ভোজালীটা বাগিয়ে ধ'রে নবীনের দিকে তেড়ে যায়]

কি—নবীন ? মিষ্টি—খাবে না ? বকশিস নেবে না ? সিগারেট চাইবে না।

নবীন ॥ আমাকে মাপ করুন, বাবু।

গোকুল ॥ মাপ আমি তোমায় করছি। টুকরো টুকরো ক'রে তোমায় কাটব। হতভাগা মিথ্যেবাদী।

[নবীনকে তাড়া ক'রে অডিটোরিয়াম দিয়ে বার করে নিয়ে যায়। আদিত্য ও নীনী মঞ্চের ওপর হাসতে থাকে।]

● তৃতীয় অঙ্ক ●

[বৈজ্ঞানিকের apron পরে গোকুলের বাড়ী থেকে কয়েকটা শিশি নিয়ে প্যারীমোহন বেরিয়ে আসে। গোকুল অপেক্ষা করছিল।]

গোকুল ॥ (বিরক্ত হয়ে) আপনি এতক্ষণ আমার ঘরের মধ্যে কি কবছিলেন ?

প্যারী ॥ এই শিশিগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম। Scientist মানুষ অনেক দিনেব অভ্যাস। পরীক্ষা নিরীক্ষা না কবলে ভাল লাগে না।

গোকুল ॥ আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি—আমার বাড়ীতে আর আপনি ঢুকবেন না। যদি আমি না ডাকি।

প্যারী ॥ কেন বলুন তো, গোকুল বাবু, আমার মুর্গী রান্না কি আপনার পছন্দ হয়নি ?

গোকুল ॥ মুর্গীতে আমার অরুচি ধরেছে। আর আপনাকে রাঁধতে হবে না।

প্যারী ॥ তাহলে - নীনীর সঙ্গে আপনাব—সম্বন্ধটা ?

গোকুল ॥ আর দরকার নেই। ঐ অসভ্য—মেয়েটার কি করে আপনারা বিয়ে দেন—দেখব। আপনাদের পাল্লায় পড়ে অনেকদিন কাজকর্ম করা হয়নি। এখন

তাইতেই মন দেব। আমাকে আর আপনারা ডাকাডাকি করবেন না। দিন হাতের শিশিপত্রগুলো।

[কেড়ে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে যায়]

প্যারী ॥ আজকালকার ছেলেদের মতিগতি বোঝা দায়। নীনীব লোভ দেখিয়ে দিব্যি খাওয়া দাওয়া—হচ্ছিলো —সব ভেস্তে গেল। আবার সেই বাবুজীর পাল্লায় পড়তে হবে। আজ বার্লি, কাল সাবু—

[ডাক্তার স্থরেন সান্ন্যালের প্রবেশ এরও মাথায় স্থকেশিনীর মত চকচকে টাক]

স্থরেন ॥ বলতে পারেন—আদিত্য বোসএর বাড়ী কোনটা ?

প্যারী ॥ কেন বলুন তো ?

স্থরেন ॥ আমার নাম ডাঃ স্থরেন সান্যাল। আমি রাঁচি থেকে আসছি।

প্যারী ॥ আরে কি সৌভাগ্য। জানি বৈকি আপনি একজন বিখ্যাত পাগল, এর ডাক্তার আস্থন, বস্থন—এখানে আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো ?

স্থরেন ॥ না—নিজের গাড়ীতেই এসেছি। রোগী কেমন আছে ?

প্যারী ॥ তা আমি কি করে বলবো। আপনি বস্থন। আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি।

[স্থরেন সান্ন্যাল এদিক ওদিক দেখে। একটু পরে হেমলতার প্রবেশ]

হেম ॥ আপনি ডাক্তারবাবু ? নমস্কার।

সুরেন ॥ নমস্কার—বসুন।

হেম ॥ তুমি তো বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তুমিই বলি—কি বল ?

সুরেন ॥ বিলক্ষণ। হাসছেন যে— ?

হেম ॥ তোমার টাকটা দেখে মনে হচ্ছে—তুমি ঐ প্যারী-মোহনের মাথার তেল মেখেছিলে। সেই যে টিক্‌টিকির চর্ব্বির তেল।

সুরেন ॥ না—এটা আমাদের বংশের ধাত।

হেম ॥ তা ঠিক বলেছ। এক একটা বংশের এক একটা ধাত থাকে। এই যে রকম আমরা বাতে ভুগি। একদিন এক্কা দোক্কা খেলতে গিয়েছিলাম। তা'তেই যা ব্যাথা বেড়েছে—

সুরেন ॥ (ভাল ক'রে লক্ষ্য করে) রাত্রে ঘুম কি রকম হচ্চে ?

হেম ॥ সে কথা আর বোল না। এমনিতে এক ঘুমে তো আমার রাত কাবার। এই শেষের ক'রাত্তির সুকির পাল্লায় পড়ে রাত দুটোর সময় টর্চ্চ নিয়ে বেরুতে হচ্চে।

সুরেন ॥ হুঁ—খাওয়া দাওয়া ঠিক মত করছেন ?

হেম ॥ খাওয়ার কি আর যো আছে—বাবুজীর জ্বালায়। রোজই প্রায় উপোস দিতে হচ্ছে।

সুরেন ॥ এ তো ভাল কথা নয়। খাবেন দাবেন মন স্ফুর্তিতে রাখবেন।

হেম ॥ এই কথাটা তুমি, বাবা, ভাল করে বাবুজীকে বুঝিয়ে

দিয়ে যাও। কারুর কথা শোনে না। একেবারে বদ্ধ পাগল। বাবুজী, জামাই, শিগ্‌গীর এস। শোন—ডাক্তারবাবু কি বলছেন। দিনরাত খেতে হবে—

[বাবুজী ও জামাইয়ের প্রবেশ]

বাবুজী ॥ খবরদার ডাক্তার ও বুড়ীকে প্রশ্রয় দিও না। বড্ড খাই খাই বাতিক।

সুরেন ॥ Prescriptionগুলো দেখি।

বাবুজী ॥ Prescription? কিসের? কার?

সুরেন ॥ উনি কি ওষুধ খাচ্ছেন?

হেম ॥ আমি আবার ওষুধ খাব কি! বাবুজী, তুমিই বল না। সাত বছরের মধ্যে কোন ওষুধ খেয়েছি বলে মনে হয় না।

সুরেন ॥ অথচ চিঠিতে লিখেছেন—রীতিমত treatment হচ্চে। তা ছাড়া আমাকে call দেবার দরকার কি?

বাবুজী ॥ কে তোমায় call দিয়েছে?

সুরেন ॥ কেন—আদিত্য বোস।

বাবুজী ॥ ও হো, সে তো- এ বাড়ী নয়। ঐ বাড়ী। তার মা, সুকেশিনীর জন্য।

সুরেন ॥ আমি তো এতক্ষন ভাবছিলাম উনিই বুঝি রোগী।

হেম ॥ আমি রোগী? তোমার রোগী হবার মানে কি—আমি বুঝি—বুঝিনা? তুমি আমাকে পাগল ঠাওবেছ?

জামাই ॥ না—না হেমদি পাগল নয়—তবে ছিটেল।

সুরেন ॥ মিথ্যে সময় নষ্ট হ'ল। আমি তাহ'লে পাশের বাড়ীতেই যাই।

বাবুজী ॥ সুরেন, তুমি কিন্তু আমাকে চিনতে পারনি। তোমাকে আমি এতটুকু ছেলে দেখেছি। তোমার বাবার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। আমাকে ডাকতো হলা বলে। হলধরের abreviation।

সুরেন ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ। বাবার কাছে আপনার কথা অনেক শুনেছি। ভালই হ'ল। কাজে এসে আলাপ হয়ে গেল।

বাবুজী ॥ তুমি কিন্তু আমাদের বাড়ীতেই খাওয়া দাওয়া করবে—থাকবে।

সুরেন ॥ যদি প্রয়োজন হয় থাকবো নিশ্চয়।

হেম ॥ প্রয়োজন হবে বৈকি। একদিনে তো আর চিকিৎসা হবে না। অনেক ব্যাপার আছে।

সুরেন ॥ তার মানে ?

হেম ॥ আসলে সুকেশিনী তো পাগল নয়।

জামাই ॥ ওকে পাগল ব'লে প্রমাণ করতে চাইছে।

হেম ॥ যাতে সম্পত্তিগুলো হাত করতে পারে।

বাবুজী ॥ ভয়ঙ্কর ছেলে ঐ আদিত্য।

সুরেন ॥ তাই নাকি ?

হেম ॥ সুকেশিনীর সঙ্গে কথা বললেই, তুমি বুঝতে পারবে— মাথার কোন গোলমাল নেই।

সুরেন ॥ কিছুই আশ্চর্য্য নয়। এ রকম অনেক কেস, আমি আগেও পেয়েছি।

বাবুজী ॥ ভালই হোলো। রোগী দেখবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলে। এখন আর ঐ ছেলে তোমায় ঠকাতে পারবে না।

সুরেন ॥ তাহলে আমি এখন উঠি।

বাবুজী ॥ আহা, একলা যাবে কেন? ও জামাই, ডাক্তারকে একটু এগিয়ে দিয়ে এসনা—ও জামাই।

[জামাই অন্তদিকে তাকিয়ে থাকে]

হেম ॥ জামাই এখন শুনতে পাবে না। তুমি নীনীকে ডাক।

বাবুজী ॥ নীনী, নীনী—

[নীনা আদিত্যদের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বলে—'আমি এখানে']

হেম ॥ কি দস্যি মেয়ে হ্যাখ! ঐ গুণ্ডাটার বাড়ীতে গিয়ে বসে আছে। আদিত্যকে বল রাঁচি থেকে ডাক্তার এসেছে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

আদিত্য ॥ (নেপথ্যে) ঠিক আছে—পাঠিয়ে দিন।

[ডাক্তার ও অন্তদের উইংস দিয়ে প্রস্থান। অডিটোরিয়াম এর দরজা দিয়ে নীনী ও আদিত্যের প্রবেশ]

আদিত্য ॥ ঐ যে শুকনো বালীর নদী দেখছেন ওটা কিন্তু ভয়ঙ্কর জায়গা। দুই বন্ধুতে ওখানে বেড়াতে গিয়েছিল, নৌকা চড়ে। হঠাৎ নৌকাটা চড়ায় আটকে যায়। একজন নেমে নৌকাটাকে ঠেলতে থাকে। অন্যজন নৌকায় বসে। নৌকাটাকে ঠেলে

বার করে জলের স্রোতে ভাসিয়ে দিল বটে, কিন্তু সে আর নৌকায় উঠতে পারল না।

নীনী ॥ কেন? কি হয়েছিল তার?

আদিত্য ॥ আমার মনে হয়—চোরা বালিতে পা দিয়েছিল—

নীনী ॥ তার মৃতদেহ ভেসে ওঠেনি?

আদিত্য ॥ না। কিন্তু tragedy হ'ল কার জানেন? যে ছেলেটি বেঁচে রইল তার। সবাই তাকে সন্দেহ করত, ভাবতো যে ওই বন্ধুকে মেরে ফেলেছে।

নীনী ॥ না—ভাবাই আশ্চর্য।

আদিত্য ॥ জানেন—এই সন্দেহ জিনিষটা ভারী বিশ্রী। সত্যি মিথ্যে না জেনে আমরা মানুষকে সন্দেহ করি। তাই-না?

নীনী ॥ কেন, একথা বলছেন?

আদিত্য ॥ ধরুন না—আপনিও তো আমায় সন্দেহ করেন। আমার সঙ্গে একলা বেরুতে ভয় পান।

নীনী ॥ ভয় পাব কেন?

আদিত্য ॥ যাক্ গে, এ প্রসঙ্গ থাক। আপনি যে আমার বাড়ীতে এসেছিলেন—সেজন্যে ধন্যবাদ। যাই ডাক্তার সান্যালের সঙ্গে কথাবার্তাগুলো সেরে নিই।

[নীনী মঞ্চে উঠে গোকুলের বাড়ীর দিকে তাকায়। গোকুলের মুখটা দর্শক দেখতে পাচ্ছিল। সে ইচ্ছে করে জানলা বন্ধ করে দেয়। নীনী হেসে নিজেদের বাড়ীর দিকে

চলে যায়। উইংস দিয়ে স্থরেন সান্যাল ও আদিত্য বোস ঢোকে। হাতে Prescription]

স্থরেন ॥ Prescription-এ তো কোন গোলমাল দেখছি না। ওষুধ ঠিকই দিয়েছে। আরও ঘুম হওয়া উচিত।

আদিত্য ॥ ঘুম হচ্চে তবে খুব ভাল নয়।

স্থরেন ॥ নতুন ডেভালাপমেণ্টের মধ্যে ?

আদিত্য ॥ সন্দেহ বাতিক আমাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করছে না।

স্থরেন ॥ কি ধরণের সন্দেহ ?

আদিত্য ॥ আমি যেন মিথ্যে ওঁকে পাগল প্রমাণ করার চেষ্টা করছি—সম্পত্তি পাবার লোভে।

স্থরেন ॥ তার মানে বোস সাহেব আপনার মা'র নামেই জীবন স্বত্ব দিয়ে গেছেন ?

আদিত্য ॥ আজ্ঞে—হ্যাঁ—

স্থরেন ॥ সম্প্রতি টাকা কড়ি নিয়ে—আপনার মার সঙ্গে কোন ঝগড়াঝাটি হয়েছিল ?

আদিত্য ॥ কে বল্লো ?

স্থরেন ॥ ডাক্তারের পক্ষে সব কথা জানা দরকার।

আদিত্য ॥ হ্যাঁ—মানে শেয়ার বাজারে কিছু লোকসান হয়েছিল। সেই টাকাটা আমি মার কাছে চেয়েছিলাম—

স্থরেন ॥ উনি দেননি ? আর সেই থেকেই বোধহয় এই নতুন রোগের উপসর্গ স্থরু হয়েছে। বিষয় সম্পত্তি বড় খারাপ জিনিষ, মশায়, কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে

পারে না। ঠিক আছে—আমি আপনার মার সঙ্গে একলা কথা বলতে চাই।

আদিত্য ॥ বেশ তো– উনি ঘরেই আছেন।

সুবেন ॥ আমি কথা বলে আসছি–

[প্রস্থান]

আদিত্য ॥ ডাক্তার—এসব কথা বলছে কেন! আমাকেই যেন সন্দেহ করছে! আশ্চর্য কাণ্ড! কে ওর মাথায় এইসব ঢোকালো!

[গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল ॥ বুঝতে পারছেন না—কারা ঢুকিয়েছে। ঐ বুড়ো-বুড়ীর দল। এতক্ষণ তো আমি শুনছিলাম—ডাক্তারকে ধরে কি সব ফুস্‌মন্তর দিচ্ছিল।

আদিত্য ॥ ওঁরা আমার ক্ষতি করতে চাইছেন কেন?

গোকুল ॥ বুঝতে পারছেন—না? আপনার মাকে দিয়ে এইখানকার বিষয় সম্পত্তি—ওরা লিখিয়ে নিতে চায়।

আদিত্য ॥ সে কি !!

গোকুল ॥ ঐ যে বাবুজী, এখন ভাল মানুষটি সেজে থাকেন, আসলে এককালে ঝানু এটর্নী ছিলেন। কম বিধবার সম্পত্তি মেরেছে। রাঁচীর যে ডাক্তার এসেছেন, সেও তো ওর বন্ধুর ছেলে।

আদিত্য ॥ আমি তো ভাবতেই পারিনি—আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে এই লোকগুলো—

গোকুল ॥ চুপ! ওদের নাতনী আসছে। এসব কথা আবার কানে না যায়।

আদিত্য ॥ কেন? আমি তো নিজে থেকে বলব। শুনুন—শুনছেন?

[গোকুল সরে পড়ে। নীনী এগিয়ে আসে]

নীনী ॥ ডাক্তার কি বল্‌ল?

আদিত্য ॥ থাক, আমাদের জন্যে আর মিথ্যে ভাবনা দেখাতে হবে না।

নীনী ॥ কি বলছেন—আপনি!

আদিত্য ॥ আপনার দাদু, দিদু, ঐ বুড়োবুড়ীগুলোকে বলে দেবেন আমাদের কোন ব্যাপারে যেন নাক গলাতে না আসেন।

নীনী ॥ তার মানে?

আদিত্য ॥ মাথা নেই, মুণ্ডু নেই—যত সব উদ্ভট চিন্তা ঐ ডাক্তারের মাথায় ঢুকিয়েছেন ওঁরা। এইভাবে যদি আমাকে বিরক্ত করেন, ওঁদের নামে আমি পুলিশ কেস করব।

নীনী ॥ দেখুন, আপনাকেও আমি সাবধান করে দিচ্ছি—দাদুদের নামে এরকম যা-তা কথা বলবেন না।

আদিত্য ॥ একশো বার বলব। অন্যায় করলে বলব না কেন?

নীনী ॥ এতে দাদুদের লাভ কি?

আদিত্য ॥ কে জানে—হয়তো মাকে দিয়ে এখানকাব সম্পত্তিটা লিখিয়ে নেবে।

নীনী ॥ ভারী তো সম্পত্তি। ব্যাঙের আধুলি। কলকাতায় এসে আমাদের বাড়ীগুলো দেখে যাবেন।

আদিত্য ॥ ঠিক আছে। আপনাদের বাড়ী নিয়ে আপনারা থাকুন। আমাদের না জ্বালালেই হ'ল।

নীনী ॥ আপনার মত অসভ্যের সঙ্গে কথা বলাই উচিত নয়। মা পাগল, না ছেলে পাগল—ভগবান জানে।

[প্রস্থান। কথা বলতে বলতে প্যারীমোহনের প্রবেশ]

প্যারী ॥ (নেপথ্যে) কি দিদি কার সঙ্গে ঝগড়া করে এলে? এ যে একেবারে মিলিটারী মেজাজ।

প্যারী ॥ (মঞ্চে এসে) ও আদিত্যবাবু, আপনি? আমি ভেবেছিলাম বুঝি গোকুলবাবু। আজকালকার ছেলে-মেয়েদের বোঝা দায়। যত হাসি তত কান্না—বলে গেছে রাম সন্না।

আদিত্য ॥ আপনার কিছু বলার আছে? নয় তো মিথ্যে বাজে বকবেন না।

প্যারী ॥ (হেসে) আমার আবার বলবার কি থাকবে। এখন তো আমি শুধু শুনি। তবে কাজের অভ্যাসটা ছাড়িনি। সারাক্ষণ কিছু না—কিছু করছি। নিজের হাতে এই ফ্রেমটা বানিয়ে ফেলেছি। Calender এর ছবি বাঁধাব।

[প্যারীমোহন মঞ্চের এক পাশে কাজ করতে থাকে। অন্য দিকে ডাক্তার ও সুকেশিনীর প্রবেশ]

সুরেন ॥ যাই বলুন আদিত্যবাবু, আমি এতক্ষণ আপনার মাকে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম। Mental disorder-এর আমি তো কোনও লক্ষণ পেলাম না। যা—যা—প্রশ্ন করেছি উনি ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছেন।

সুকেশিনী ॥ উনি জিজ্ঞেস কবছিলেন আমি বেড়াতে যাই না কেন! তুই বলনা খোকা, আমাকে তালা বন্ধ ক'রে রাখিস বলেই তো আমি বেরুতে পারি না। ঐ হেমদি-দের বাড়ীতেও যেতে দিস না।

সুরেন ॥ আমি তো suggest কবব—ওষুধপত্র আরও কমিয়ে দিতে। She is perfectly alright.

আদিত্য ॥ (বেগে) কি জানি মশাই। আমাকে তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারছেন। না ব'লে বাড়ী থেকে পালিয়ে যান। কোন কথাই শোনেন না। কত সময় জিনিষ-পত্র চিনতে পর্য্যন্ত পারেন না।

সুরেন ॥ বেশ তো জিজ্ঞেস করে দেখি—এটা কি বলুন তো?

[হাতের ব্যাগ দেখিযে]

সুকেশিনী ॥ (হেসে) আমি কি কচি খুকী? এটা তো আপনার ব্যাগ।

সুরেন ॥ (একটা পেয়ারা নিয়ে) এটা কি বলুন তো?

সুকেশিনী ॥ পেয়ারা, ছেলেবেলায় কত খেয়েছি। এখন ভাল লাগে না।

সুরেন ॥ (প্যারীমোহনের হাত থেকে Frame-টা নিয়ে) এটা কি বলুন তো?

সুকেশিনী ॥ আয়না—

সুরেন ॥ ঠিক ক'রে দেখে বলুন।

সুকেশিনী ॥ কেন—আমি বুঝতে পারছিনা বুঝি,—এই তো আয়নার ফ্রেম। আর এই তো আমার টাক—

[সুরেনের টাকে চাপড় মারে। সুরেন বসে পড়ে]

ও খোকা, এ কি রকম আয়না এনেছিস? আমার টাকটা নিয়ে পালিয়ে গেল—এখন কি সর্ব্বনাশ হবে বলতো? দেখি ঘরে গিয়ে—যদি ওখানে গিয়ে থাকে। তা হলে মাথায় পরে নেব। নয়তো লোকে যে আমায় চিনতেই পারবে না।

[প্রস্থান]

সুরেন ॥ আদিত্যবাবু, আমি দুঃখিত। সত্যি আপনার মার মাথা affect করেছে। তবে এটা প্রথম stage। সারিয়ে তোলা যাবে।

আদিত্য ॥ কারণটা কিছু বুঝতে পারছেন?

সুরেন ॥ সেইটাই খুঁজতে হবে। আপনাদের বংশে কারুর এ রোগ ছিল?

আদিত্য ॥ যতদূর জানি—না।

সুরেন ॥ চলুন, ওষুধ-পত্রগুলো আর একবার ভাল করে দেখি। তবে ঘাবড়াবার কিছু নেই। সময়মতই আপনি আমায় ডেকেছেন।

প্যারী ॥ ডাক্তারবাবু, ওষুধপত্রেব ব্যাপারে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।

সুরেন ॥ আপনিও আসুন।

প্যারী ॥ আমার ফ্রেমটা—

[বলতে বলতে ডাক্তারদের সঙ্গে প্রস্থান।
নীনী ও বুড়োদের অন্যদিক হতে প্রবেশ]

নীনী ॥ আমি আর এখানে থাকব না। কালকেই কলকাতা ফিরে যাব।

বাবুজী ॥ আহা, কেন মাথা গরম করছিস্?

নীনী ॥ তোমরা জানোনা—কি অসভ্য লোক। তোমাদের নামে যা-তা বলছে। তোমরা নাকি ওর সম্পত্তি কেড়ে নেবার চেষ্টা করছ। ওদের মা ছেলেতে ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছ।

হেম ॥ ওকে আসতে দেনা। এই সব বলা বার করছি। ধুনুরি ডাকিয়ে তুলো ধুনো করে ছেড়ে দেব।

নীনী ॥ দোহাই তোমাদেব আর ওদের কথায় থেক না। ফের যদি ওদের সঙ্গে মেলামেশা করেছ—আমি তক্ষুনি চলে যাব।

জামাই ॥ আমাদের বয়ে গেছে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। ওরাই তো সেধে সেধে আসে। ব্যস্! আজ থেকে সব মুখে চাবী দিয়ে দেব।

বাবুজী ॥ আমার নাতনী যেতে যাবে কোন দুঃখে। যেতে হয় ঐ আদিত্য বোস যাক।

হেম ॥ ঠিক কথা। আমি সুকেশিনীকে বলব।

নীনী ॥ খবরদার বলছি আর এ নিয়ে যেন কোন আলোচনা না হয়। [নীনীর প্রস্থান]

হেম ॥ (হেসে) আদিত্যের সন্দেহের কারণ আছে। বোস সাহেবের গুপ্তধনের কাগজটা যে এখন আমার কাছে।

বাবুজী ॥ কি তুমি খালি গুপ্তধন গুপ্তধন বলো, ব্যাপারটা কি? খুলে বল দেখি।

হেম ॥ বলতেই হবে। এ মেয়ে মানুষের কাজ নয়। সুকিও পারেনি। আমিও পারব না। তার চেয়ে আমরা তিনজনে মিলে, এদিকে এস—শোন—শোন—

দু'জনে ॥ তাই নাকি?

হেম ॥ (কানে কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে, তিনজনে মাথা নেড়ে নেড়ে হাসে)

দু'জনে ॥ সত্যি?

হেম ॥ তা না হলে আর বলছি কি? দোহাই তোমাদের। আর কেউ যেন জানতে না পাবে। যদি গুপ্তধন উদ্ধার হয়—সুকেশিনীর ভাগের মোহর আমরা দিয়ে দেব। ওকে ঠকাব না।

বাবুজী ॥ ব্যাপারটা আজগুবি নাও হ'তে পারে। আগে তো এই পুরো জমি, বাড়ী, বোস সাহেবদেরই ছিল। হয়তো কোন গুপ্ত কক্ষ-টক্ষ থাকতে পারে।

জামাই ॥ যাই হোক্, এখন speak to not। দু'দিন আমরা সবাই চুপচাপ থাকব। আদিত্যদের সঙ্গেও কথা বলব না। তা হলেই তো বিনা নোটীসেই নীনী চলে যাবে।

হেম ॥ চুপ। ঐ ওরা আসছে। বসে পড়। বসে পড়।

[তিন বিজ্ঞ বাঁদরের পোজে তিনজনে বসে।

থাকে। জামাই-এর মুখে হাত, হেমদির কানে হাত, বাবুজীর চোখে হাত। ডাক্তার ও প্যারীমোহনের প্রবেশ]

সুরেন ॥ আপনি বলছেন—এই কোম্পানীর ওষুধ আগে দেখেছেন ?

প্যারী ॥ দেখেছি বৈকি। কিন্তু কোথায় দেখেছি মনে করতে পারছিনে।

সুরেন ॥ কিন্তু আপনি test করেন কি ক'রে ?

প্যারী ॥ আবে মশায়, আমার ঘব তো একটা ছোট-খাট laboratory—এক্ষুণি পরীক্ষা করে বলে দেব।

সুরেন ॥ (বুড়োদের দেখে) ওবা অমন করে বসে আছেন কেন ?

প্যারী ॥ (হেসে) তাই তো এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি। এঁরা সেই three wise monkevs—কিন্তু হেমদিকে তো আর বাঁদর বলা চলে না, বাঁদরী।

হেম ॥ হুঁঃ—

প্যারী ॥ ঐ half প্যাণ্ট্ পরা জামাইকে দেখছেন। ও আসলে কালা। এখন মুখটাও বন্ধ করেছে হাবা কালা deaf and dumb.

জামাই ॥ (বাঘের মত গর্জন কবে) উ—ম—

প্যারী ॥ আর ঐ বাবুজী চোখ বন্ধ করে বসে আছে—দেখেও—না দেখার ভান করে—ভবিষ্যতে political leader হবে।

বাবুজী ॥ এ অসহ্য।

প্যারী ॥ চলুন আমার ঘরে—চট্‌পট্‌ কাজটা সেরে ফেলি। বুড়ো বুড়ীগুলো এমনি কবে বসে থাক।

[প্রস্থান]

হেম ॥ প্যারীমোহনটা ডাক্তারের সঙ্গে কি করছে।

জামাই ॥ ওর তো সব তাতেই সর্দ্দারি। এদিকে আদিত্য আমাদের দোষ দেবে যে ডাক্তাকে নিয়ে আমরা টানাটানি করছি বলে।

বাবুজী ॥ আর নীনী চলে যাবে কলকাতা।

হেম ॥ প্যারীমোহনকে সামলাতে হবে।

জামাই ॥ তোমাকে কে সামলায় তার ঠিক আছে। যেই রাত্রির হবে—তুমি তো সুকেশিনীর আলো দেখে বেরিয়ে পড়বে।

হেম ॥ না—না—আজকে যতই আলো নাড়ুক, ডাকাডাকি করুক—আমি বাড়ীর বার হচ্ছি না।

জামাই ॥ ঠিক তো—

হেম ॥ ঠিক—

[মঞ্চ অন্ধকার। ছায়া মূর্ত্তির প্রবেশ। তাদের নিজেদের মধ্যে বচসা হয়]

শরৎ ॥ আমি বলেছিলাম আরও লোক নিয়ে আসতে!

১নং ॥ গিরিডির দিকে লোক পাঠাতে হয়েছে—না?

শরৎ ॥ তারপর এখানে যদি কোন বিপদ হয়—সামলাবে কে?

১নং ॥ এখানে ভয়ের কিছু নেই—

শরৎ ॥ কিছু বলা যায় না। পুলিশের লোক চারদিকে ঘুরছে। কার পায়ের শব্দ না!

১নং ॥ এত রাতে কারা কথা বলছে?

শরৎ ॥ চল্—আমরা গা ঢাকা দিই।

[প্রস্থান। প্যারীমোহন ও স্বরেনের প্রবেশ]

স্বরেন ॥ আপনার কাজের তারিফ করতে হয়, মশাই। আমরা যা ভেবেছিলাম—তাই।

প্যারী ॥ হেঁ—হেঁ—আমাকে কাজ করার সুযোগ দিলে কে? যদি যৌবন কালে একটা ভাল laboratory পেতাম—আর টাকার ভাবনা না থাকতো, তা'হলে দেখতেন কত ওষুধ তৈরী করে ফেলতাম।

স্বরেন ॥ আপনার সন্দেহ হল কেন যে acid এর পরিমাণ বেশী আছে।

প্যারী ॥ স্রেফ রঙ দেখে হলদে না হয়ে সবুজ হল। সবুজও ঠিক নয়। কচি কলাপাতার রং।

স্বরেন ॥ এখানকার থানার Inspector এর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? কাল তা'হলে ভদ্রলোককে সব কথা খুলে বলা দরকার। এ জিনিষ চলতে দেওয়া অন্যায় হবে। অন্য যে কোন দেশ হলে—আচ্ছা, প্যারীমোহনবাবু দূরে ঐ আলোটা কিসের?

প্যারী ॥ ও বড় গোলমেলে আলো, মশাই। পোড়ো বাড়ীতে কেউ থাকে না। অথচ রাত্রিবেলা মাঝে

মাঝে আলো দেখা যায়। যদিও গোকুলবাবু বলেন —সাঁওতালরা পাতায় আগুন লাগায়—তারই reflection.

সুরেন ॥ উ-হুঁ--তাহলে আলোটা কাঁপতো। ওটা লণ্ঠনের আলো। চলুন দেখা যাক।

প্যারী ॥ পাগল হয়েছেন—এই অন্ধকার রাত্রে, সাপ-খোপের মধ্যে আপনার মত একজন কৃতী পাগল এর ডাক্তার, এ ভাবে life risk করা, না—না—আমি বরং নবীনটাকে ডাকি—নবীন—নবীন—

[প্যারী তাকে ডেকে নিয়ে আসে]

নবীন ॥ এত রাতে কোন শালা ওখানে ?

প্যারী ॥ যখন তখন মুখ খারাপ করোনা—নবীন —হঠাৎ কারুর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোও ঠিক নয়। তুমি গুটী গুটী পায়ে এগিয়ে গিয়ে—একবার দেখে এস—ওটা কিসেব আলো।

নবীন ॥ বকশীস্ পাব তো ?

প্যাবী ॥ পাবে বৈকি— যাও।

[নবীনের প্রস্থান]

সুরেন ॥ এ আলো তাহলে আপনারা প্রায়ই দেখতে পান ?

প্যারী ॥ হেমদি পায়—ঘুমোয় না তো—সারারাত্রি পায়চারী করে।

নবীন ॥ (নেপথ্যে) বাবা গো—মেরে ফেললে—

প্যারী ॥ এই রে—নবীনকে মাবছে।

সুবেন ॥ চলুন —ওকে সাহায্য করতে যাই।

প্যারী ॥ ওবে বাবারে—ওদিকে যাবেন না। মেরে আপনার টাক চাব টুকবো করে দেবে।

সুবেন ॥ আমাকে ছাড়ুন—না—

প্যাবী ॥ দোহাই আমাকে একলা ফেলে যাবেন না। পৈতৃক প্রাণটা যাবে।

[নবীনের চেঁচামেচি। কান্না শোনা যাচ্ছে। বুড়োবুড়ীরা বেরিয়ে আসে]

সকলে ॥ কি হয়েছে—কি হয়েছে ?—

প্যারী ॥ খুন। নবীন খুন।

সকলে ॥ ঐ আলো।

সকলে ॥ কোথায় আলো !

সুবেন ॥ তাইতো ! আলোটা নিভে গেছে।

[নবীনের প্রবেশ]

নবীন ॥ বাবু গো, পেছন থেকে মাথায় মেরেছে। সামনে আসতে সাহস কবেনি।

অনেকে ॥ কাউকে দেখতে পেয়েছ ?

নবীন ॥ দেখিনি আবাব ! ওবে বাবা !

বাবুজী ॥ আমাব মনে হয় এখুনি পুলিশে খবব দেওয়া উচিত।

হেম ॥ পুলিশ ডাকবার আগে, নবীনকে ভাল ক'রে জিজ্ঞেস কর ও সাক্ষী দিতে পারবে কিনা।

নবীন ॥ না বাবু, পুলিশ ডাকবেন না।

বাবুজী ॥ কেন ?

নবীন ॥ পুলিশ দেখে কি বলতে কি বলে ফেলব, শেষকালে আমাকেই হয়ত থানায় নিয়ে যাবে।

জামাই ॥ যা দেখেছ তাই বলবে। বলবে, তিনটে ছায়া মূর্ত্তি—

নবীন ॥ কিন্তু যদি ছায়া মূর্ত্তি না দেখে থাকি ?

প্যারী ॥ মাথায় যে মেরেছে—তা তো বলতে পারবে ?

নবীন ॥ তাই বা বলি কি ক'রে ? ধরুণ গাছ থেকে পাকা বেল যদি মাথায় পড়ে থাকে ? আমি হয়ত ভয়ের চোটে ভেবেছি—

জামাই ॥ তুমি একটি চিজ্ —

সুরেন ॥ যে যাই বলুক, ছায়া মূর্ত্তি কিন্তু আমি নিজে চোখে দেখেছি। আজকের রাতটা কাটতে দিন। কাল সকালবেলা আমি এর ব্যবস্থা করব।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়। আলো জ্বললে দেখা যাবে ষ্টেশন। শরৎ ও মালবাবু]

শরৎ ॥ কাল বেশ অসুবিধে হয়েছে। কেউ আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল।

মাল ॥ কে হ'তে পারে ?

শরৎ ॥ অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে আমাদেরও পালিয়ে আসতে হয়েছে।

মাল ॥ তার মানে মাল সরাতে পারেন নি।

শরৎ ॥ না। সেইজন্যেই তো ভয় পাচ্ছি—যদি হঠাৎ—

মাল ॥ আজকের মধ্যে যেরকম ক'রে হোক—

শরৎ ॥ কর্ত্তাকে খবরটি জানিয়ে রাখা দরকার। শেষকালে নিজেদের কাঁধে না দোষ পড়ে।

মাল ॥ চলুন, উনি ষ্টেশনে এসেছেন কিনা খুঁজে দেখি।

[দু'জনের প্রস্থান]

[ইন্সপেক্টর ও সুরেন সান্যালের প্রবেশ]

সুরেন ॥ যাক্। শুনে নিশ্চিন্ত হলাম যে আপনি এ বিষয়ে অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছেন।

ইন্সপেক্টর ॥ এতদিনে মালসমেত আসামীকে ধ'রে ফেলতে পারতাম —শুধু ওদের মালটার হদিস পাচ্ছিলাম না। তাই যা দেরী হচ্ছিল।

সুরেন ॥ কালকের রাত্রের ঘটনায় মনে হয় ঐ অঞ্চলে খানা তল্লাসী করলে মালের হদিস পাবেন।

ইন্সপেক্টর ॥ আজ থেকেই আমি নজর রাখার ব্যবস্থা করছি। তবে ব্যাপারটা পাঁচ কান করবেন না। আসামী সাবধান হয়ে যেতে পারে।

সুরেন ॥ আপনি, আমি আর প্যারীমোহনবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইন্সপেক্টর ॥ এই রে! প্যারীমোহনবাবু, যা বকর বকর করেন ওঁর পেটে একটা কথা থাকে না।

সুরেন ॥ কিন্তু গুণী লোক, মশাই, Real Scientist.

["ডাক্তার সাহেব—ডাক্তার সাহেব" বলে প্যারীমোহনের প্রবেশ]

প্যারী ॥ আরও প্রমাণ পেয়েছি। পাছে হিসাবে গরমিল হয়

তাই কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করেছিলাম। আমার এক বন্ধুর ছেলে এখন chemistryর head of the department। সেও বলল্—আমার analysis ঠিক হয়েছে। এক রকমের বিষ তা'তে কোন সন্দেহ নেই।

সুরেন ॥ উনি বলছেন এ বিষয় নিয়ে কোন আলোচনা না করা ভাল। আসামীকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলতে হবে।

প্যারী ॥ আমিও তো তাই বলছি। কাউকে বলবেন না। ও বুড়োদেরও নয়।

ইন্সপেক্টর ॥ ডক্টর সান্ন্যাল, যদি অসুবিধে না থাকে পাঁচ মিনিটের জন্যে থানায় চলুন না। কালকের ঘটনাটা ডায়েরী ক'রে নেব। তাছাড়া আমাদের line of action ও ঠিক হয়ে যাবে।

সুরেন ॥ বেশ তো—চলুন। প্যারীমোহনবাবু, আপনার সঙ্গে বাড়ীতে দেখা হবে।

প্যারী ॥ ঠিক আছে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরছি।

[সুরেন ও ইন্সপেক্টারের প্রস্থান।
একটু পরে গোকুলের প্রবেশ]

গোকুল ॥ কেমন আছেন?

প্যারী ॥ আর থাকা মশাই, আপনি তো আমার সঙ্গে ভাল করে কথাই বলছেন না। বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছেন না—কেন যে এত চটে গেলেন—

গোকুল ॥ সেদিন মন মেজাজ ভাল ছিল না। এই আব কি—

প্যারী ॥ জানেন কালকে নবীনকে কারা মেরেছে।

গোকুল ॥ না মারাই আশ্চর্য্য। যা বজ্জাত চাকর। আমারই তো মারতে ইচ্ছে করে।

প্যারী ॥ আপনি মারেন নি তো?

গোকুল ॥ আমি কেন মারবো?

প্যারী ॥ আবার সেই আলো। আপনার পিছনেব বাড়ীতে—

গোকুল ॥ আপনারা সারারাত ঘুমোন' না—এই সব দেখেন।

প্যাবী ॥ আচ্ছা গোকুলবাবু, বর্ম্মন মেডিকেল কোম্পানীর নাম শুনেছেন?

গোকুল ॥ কৈ না—

প্যারী ॥ একদিন যেন আপনার সঙ্গে এদের বিষয়ে কথা বলছিলাম।

গোকুল ॥ কেন? কি হয়েছে?

প্যাবী ॥ কিছু নয়—ওদেব ওষুধে ভেজাল ধরা পড়েছে। আমিই ধরেছি। সারারাত experiment ক'রে বার করেছি। সব প্রমাণ পত্র আমার সঙ্গে আছে। Inspectorকে বলেছি—

[থেমে যায়]

গোকুল ॥ কি বলেছেন?

প্যারী ॥ না—বাবা—কিছু বলিনি।

গোকুল ॥ আহা, বলুন না কি হয়েছে।

[শরৎ ও দুই সাকরেদের প্রবেশ]

শরৎ ॥ এই তো আমার ব্যাগ।

প্যারী ॥ আপনার ব্যাগ মানে?

শরৎ ॥ আমার ব্যাগ মানে—আমার ব্যাগ। ট্রেন থেকে নেমেছি হুড়োহুড়ির মধ্যে ব্যাগটা খুঁজে পাচ্ছি না। দিন দিন—

প্যারী ॥ গোকুলবাবু, শুনছেন কি আবোল তাবোল বকছে। ব্যাগ যদি আপনারই হবে তাহলে প্রমাণ দিন—এর মধ্যে কি কি আছে।

শবৎ ॥ প্রমাণ যা দেবার আমি থানায় দেব—

[জোর করে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে চলে যায়]

প্যাবী ॥ এতো আচ্ছা মগের মুলুক! দিন দুপুরে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল! আর আপনিও কিছু বল্লেন না।

গোকুল ॥ বলব কি—যে রকম গুণ্ডার মত চেহারা—যদি ফস্ করে ছুরি বার করে।

প্যারী ॥ (হেসে) তবে বাড়ী গিয়ে লোকটা পস্তাবে। ভেবেছে ব্যাগের মধ্যে কিনা—মহামূল্য জিনিষ আছে। কিছু নেই। একটা মরা ব্যাঙ, গোটা দুই শুকনো টিক্‌টিকি। ভাঙা শিশি বোতল—

গোকুল ॥ ওগুলো ব্যাগে ভরেছেন কেন?

প্যাবী ॥ Experiment-এর জন্যে কখন কি কাজে লাগে বলা যায়না তো। আসল যেসব কাগজপত্র আমার এই পকেটের মধ্যে। আমাকে একেবারে মেরে না ফেল্লে, কেউ তার সন্ধান পাবে না।

গোকুল ॥ সত্যি, খুব বিচক্ষণ আপনি। চলুন, দেখি একটু গরম চা পাওয়া যায় কিনা—

প্যাবী ॥ খালি পেটে চা খাব। অম্বল না হয়।

গোকুল ॥ দেখি আর কিছু যদি পাওয়া যায়।

[দু'জনেব প্রস্থান]

[অন্যদিক দিয়ে শরৎ ও সাকরেদের প্রবেশ]

শরৎ ॥ বুড়ো বড্ড ধোঁকা দিয়েছে। ব্যাগের মধ্যে কিচ্ছু নেই। কাগজপত্রগুলো বার কবতে না পারলে—

১নং ॥ বুড়োকে ডাণ্ডা মেবে অজ্ঞান ক'রে ফেল। তখন আমি ছুটে গিয়ে মুখে চোখে জল দেবো– আব কাগজপত্রগুলো পকেট থেকে বার ক'রে নেব।

শরৎ ॥ কেউ দেখে ফেলবেনা তো ?

১নং ॥ না-না এখানে বেশী লোক নেই। তুমি গাছেব পেছনে লুকিয়ে থাক। ঐ যে ওবা আসছে। আমি সবে যাই।

[প্যারী ও গোকুলের প্রবেশ]

প্যাবী ॥ যখন তখন যেখানে সেখানে, না খাওয়াটাই ভালো ? যা নোংবা বাসনপত্র—কাপগুলো পর্য্যন্ত ভাল ক'বে ধোয়নি।

গোকুল ॥ আপনার জন্যে ভাল মিষ্টি তো আমি আনিয়ে রেখেছি।

প্যারী ॥ ব্যস, ব্যস তাহলেই হবে। (হাসি)

গোকুল ॥ আপনি কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

প্যাবী ॥ কেন বলুন তো ?

গোকুল ॥ Experiment ক'রে কি সব বার করলেন আমাকে দেখান। আমি তো আর scientist নই। এমনি পড়লে কিছু বুঝতে পারব না।

প্যারী ॥ তা দেখাব না কেন? ডাক্তারকে দেখিয়েছি, Inspectorকে দেখিয়েছি।

গোকুল ॥ Inspectorকে দেখিয়েছেন?

প্যারী ॥ নিশ্চয়। এরই ওপর ভরসা ক'রে তো Inspector arrest করবে। এই দেখুন না।

গোকুল ॥ দেখি দেখি--

[প্যারীমোহন কাগজ বার করে, গোকুল ঝুঁকে পড়ে দেখে। পেছন থেকে শরৎ ডাণ্ডা দিয়ে aim করে। হঠাৎ হাত থেকে কাগজ পড়ে যাওয়ায় প্যারীমোহন বসে পড়ে। গোকুল মাথা ঝোকায়। তার মাথায় ডাণ্ডা পড়ে]

উ—হুঁ—হুঁ—

প্যারী ॥ কি হ'ল আপনার?

গোকুল ॥ মাথায় লাগলো?

প্যারী ॥ কি লাগলো?

গোকুল ॥ বুঝতে পারছি না।

প্যারী ॥ তাহলে blood pressure—হঠাৎ চাগা দিয়ে উঠেছে। খাওয়া দাওয়া কমিয়ে ফেলুন। এ তো ভাল নয়।

গোকুল ॥ যাক্ গে যাক্—কাগজটা দেখি।

[আবার কাগজ দেখায়]

প্যারী ॥ এই যে reportটা দেখছেন, এতে আমি প্রমাণ করেছি—ওষুধে এমন সব বিযাক্ত জিনিষ মেশান আছে, যার রাসায়নিক প্রক্রিয়া, মানুষের দেহের ওপর সাংঘাতিক হ'তে পারে। এই জায়গাটা ভাল করে দেখুন।

[গোকুল দেখতে থাকে। পেছন থেকে শরৎ aim করে প্যারীমোহনকে। প্যারীমোহন গোকুলের মাথাটা টেনে নেয়। ডাণ্ডা আবার পড়ে গোকুলের মাথায়]

গোকুল ॥ (মাটিতে বসে পড়ে) ওরে বাপ—

প্যারী ॥ আপনার তো খুব শরীর খাবাপ হয়েছে। চলুন, বাড়ী পৌঁছে দি। এ অবস্থায় একলা পথ চলা ঠিক না। কোথায় মাথা ঘুরে পড়ে থাকবেন।

গোকুল ॥ তাই চলুন।

[প্রস্থান। শরৎ ও সাকরেদ বেরিয়ে আসে]

শরৎ ॥ কি খলিফা বুড়ো! কিছুতেই ব্যাটাকে মারতে পারলাম না।

১নং ॥ ভাগ্য—ভাগ্য।

শরৎ ॥ আমার ভাগ্যে কি আছে, কে জানে! কাগজগুলো উদ্ধার করতে পারলাম না। এখন চাকরীটা থাকলে হয়। যাই হোক, মালগুলো গুদোম থেকে সরিয়ে

ফেলতে হবে। শকুনদের নজর যখন পড়েছে—যে কোন সময়ে বিপদ ঘটতে পারে। (কি যেন ভেবে) একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে—সেই লাড্ডুগুলো কোথায় ?

১নং ॥ এই যে আমাব কাছে।

শরৎ ॥ ঠিক আছে, ঐ লাড্ডুগুলোতে বিষ মিশিয়ে দেব। আব কর্তাকে বলবো বুড়োকে দিতে। ব্যস্, ব্যাটা যদি একবাব মুখে দেয়, আর চোখ খুলতে হবে না।

[মঞ্চ অন্ধকাব হয়। আলো জ্বললে দেখা যাবে —বাবুজী, জামাই, হেম—গুটী গুটী পায়ে ঢুকছে]

বাবুজী ॥ একেবাবে শব্দ কোবো না।

হেম ॥ কেন ? তুমি যে বললে কেউ নেই।

বাবুজী ॥ নেই মানে গোকুল নেই, প্যাবীমোহন নেই, নীনী নেই, আদিত্য নেই—কিন্তু সুকেশিনী তো আছে।

জামাই ॥ আহা,—সে তো আমাদেব লোক।

বাবুজী ॥ নেরীও তো আছে। আমাদেব দেখলেই চেঁচাতে সুরু কববে। তখন ?

হেম ॥ না—না—আমরা কি চোর না বাইরের লোক—না—নবীন যে নেবী দেখলেই চেচাঁবে।

বাবুজী ॥ ওপবে উঠে এস—all clear (নেপথ্যে নেবী ভেউ ভেউ করে)

বাবুজী ॥ দেখলে তো—এই চুপ।

নেরী ॥ ভেউ—ভেউ—

হেম ॥ আহা, আমাদের চিনতে পারছিস্ না—তোকে কত আদর ক'রে বিস্কুট—খাওয়াই। আমি হেমদি।

নেরী ॥ ভেউ—ভেউ—

জামাই ॥ ব্যাটাচ্ছেলে একেবারে নেড়ী কুত্তা। মালিকদের দেখে চিনতে পারছিস না। ফের যদি চেঁচাবি ঘরে চাবী বন্ধ ক'রে রেখে দেব। (একটু থেমে) দেখলে তো? নেরী একমাত্র আমাকেই ভয় করে।

বাবুজী ॥ আর কতক্ষণ সময় পাওয়া যাবে ঠিক নেই। হেমদি, তোমার মন্ত্রর আওড়াও। আমরা চট্‌পট্‌ গুপ্তধনটা উদ্ধার করে ফেলি।

হেম ॥ সবাই এক সঙ্গে বল।

সকলে ॥ ভ্যাং কুড়, কুড়—ভ্যাং কুড়, কুড—মুর্গী মাছের ঝোল গুপ্তধন তোলার আগে নিজেই পটল তোল।

হেম ॥ এ লাইনটা আমাদের দরকার নেই। আমাদের কাউকেই পটল তুলতে হবে না।

বাবুজী ॥ পরের লাইনটা বল না—

সুকেশিনী ॥ (জানালা খুলে)—"টুকি"—

বাবুজী ॥ এইরে—সুকেশিনী দেখে ফেললো।

সুকেশিনী ॥ মোহর পাবি ঘড়া-ঘড়া, পাহারা দেয় জ্যান্ত মরা।

বাবুজী ॥ এ লাইনটা আমাদের দরকার নেই। কারণ জ্যান্ত মড়ারা এখন কেউ নেই।

সুকেশিনী ॥ তার মানে আসল লাইন হ'ল—

সকলে ॥ গাছের পূবে একপা তুলে ধিন্‌-ধিনা-ধিন্‌-নাচ,
সিঙ্গল হ্যাণ্ড ছেড়ে দিয়ে—ধর হাতের পাঁচ।

হেম ॥ তার মানে, একেলা চেষ্টা করলে হবে না। যে যার হাতে ধরে এসো আমরা ঘুরি।

[তিন জনে ঘোরে। ছড়া কাটে, 'গাছের পূবে এক পা তুলে, ধিন ধিনা 'ধিন নাচ, সিঙ্গল হ্যাণ্ড ছেড়ে দিয়ে ধর হাতের পাঁচ']

বাবুজী ॥ এই তো একটা গর্ত পাওয়া গেছে। জামাই, হাত ঢুকিয়ে দেখ—ওর মধ্যে—কি আছে। ও জামাই—

হেম ॥ জামাই এখন কালা।

বাবুজী ॥ তা'হলে তুমিই হাতটা ঢুকিয়ে দেখ না, হেমদি।

হেম ॥ আমার সেই পায়ের ব্যাথাটা।

বাবুজী ॥ বেশ তাহলে আমিই দেখছি। (চাবী তুলে) আরে এ যে একটা চাবী।

সকলে ॥ চাবী! কই দেখি!

জামাই ॥ বাবুজী চাবীটা আমাব হাতে দাও। ওটা আমার subject.

[চাবিটা দেখে এবং হাতে ওজন ক'রে]

এটা একটি তালার চাবী।

হেম ও বাবুজী ॥ তা'তো—বোঝাই যাচ্ছে।

জামাই ॥ তালাটা মজবুত এবং দামী।

দু'জনে ॥ তা'তে কি হ'ল?

জামাই ॥ কোন বিশেষ জায়গা সুরক্ষিত রাখার জন্য এই জাতীয় নির্ভর যোগ্য তালা রাখা হয়।

বাবুজী ॥ বাজে লেকচার না দিয়ে, এটা কোন তালার চাবি সেইটে বার কর।

জামাই ॥ চাবীতে যখন মরচে ধরেছে, এ আমাদের বাড়ীর তালা নয়। গোকুল বা আদিত্যের নয়। এক ঐ পেছনের বাড়ীর হতে পারে। ও বাড়ীটা ব্যবহার হয় না।

বাবুজী ॥ চল, দেখা যাক।

[বাবুজী ও জামাইয়ের প্রস্থান। নেরীর চীৎকার]

হেম ॥ আঃ—নেরী, একি হচ্চে? দেখছো তো সুকি, কি পাজী কুকুর। আমাদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা।

সুকেশিনী ॥ ওকে একটা বল দাও না, খেলা করুক।

হেম ॥ তোমার যেমন কথা। বল আমি এখন কোথায় পাব? বাড়ীতে কি কোন বাচ্চা ছেলে আছে যে বল খেলবে?

সুকেশিনী ॥ আদিত্যের ঘরে টেনিস বল আছে। আমি নিয়ে আসি।

[সুকেশিনীর জানলা বন্ধ হয়ে যায়। নেপথ্যে বাবুজী ও জামাই এর চীৎকার "পেয়েছি-পেয়েছি"]

হেম ॥ সত্যি—এখানে নিয়ে এস।

[দু'জনে একটা বাক্স নিয়ে আসে]

বাবুজী ॥ বোঝাই যাচ্ছে—মোহরে ভরা। টুং-টাং আওয়াজ করছে।

হেম ॥ কত বাক্‌স আছে ?

বাবুজী ॥ বেশী নেই—। এইবকম পাঁচটা বাক্‌স।

জামাই ॥ তাই কি কম হল? পাঁচ বাক্‌স মোহব—লাখ টাকাব সমান।

বাবুজী ॥ কিন্তু এগুলো লুকোই কোথা? বাড়ীব মধ্যে বাখা safe হবে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে।

জামাই ॥ তাব চেযে ববং ঐখানেই—থাকনা। চাবীটা আমাদেব কাছে বেখে দি।

হেম ॥ সেটাও বুদ্ধিমানেব কাজ হবে না। জ্যান্ত মডারা যদি নিযে পালায। তাব চেয়ে এই বাক্‌সগুলোর তলায় ঢুকিয়ে বাখা যাক।

বাবুজী ॥ হেমদি—ভাল বাতলেছে। এস জামাই—হাতে হাতে মালগুলো সবিযে ফেলি।

[তিনজনে মিলে একে একে তিনটে বাক্স এনে মঞ্চের বাক্‌সের ভেতরে ঢোকায়। এই সময লাড্ডু হাতে প্যাবীমোহনের প্রবেশ। তাকে দেখে সবাই যেন ভূত দেখে]

বাবুজী ॥ একি প্যাবীমোহন, তুমি বলেছিলে ফিবতে দেবী হবে।

প্যাবী ॥ খুব ভাল লাড্ডু পেলাম। তাই তোমাদেব জন্য নিয়ে এসেছি। আমি আবাব একেলা কিছুই খেতে পাবি না। আমিতো ঐ জামাই এর মত selfish giant নই। বাবুজী লাড্ডু খাও।

বাবুজী ॥ লাড্ডু! লাড্ডু কেউ খায়? জাননা—যো খায়া উওভি পস্তায়া, যো নেই খায়া উওভি পস্তায়া। আমি পস্তাতে মোটেই রাজী নই।

প্যারী ॥ ঠিক আছে, জামাই, হেমদি এরা আমার সঙ্গে খাবে।

জামাই ॥ কি পাগলামী করছ প্যারীমোহন, এ সময় কেউ লাড্ডু খায়। খুব বেশী হলে আমি সরুচাকলি খেতে পারি।

প্যারী ॥ হেমদি, তুমি?

হেম ॥ আমার সেই বাতের ব্যাথাটা—

প্যারী ॥ এতো আচ্ছা জ্বালা! যাই বলি, তোমার বাতের ব্যথা। বাতের ব্যথা তো লাড্ডু খেতে কি হয়েছে? আমি আজ ছাড়ছি না। তোমাদের মিষ্টি খাইয়ে তবে এখান থেকে উঠব।

জামাই ॥ তা'হলে এখন কি করা যাবে?

হেম ॥ প্যারীমোহনকে আমি গুপ্তধনের ভাগ দিতে মোটেই রাজী নই।

বাবুজী ॥ এক কাজ কর, জামাই। প্যারীমোহনকে নিয়ে গিয়ে তালা চাবি বন্ধ করে দাও।

জামাই ॥ সেকি!—ও চেঁচাবে যে—

বাবুজী ॥ চেঁচাক—ততক্ষণে—আমরা বাকী ছ'টো পেটিও লুকিয়ে ফেলব।

সুকেশিনী ॥ (জানালা খুলে) টেনিস বল পাইনি, হেমদি কিন্তু একটা বড় লাল বল পেয়েছি। কে ধরবে ধর। (বল ছুঁড়ে দেয়)

প্যারী ॥ (বল ধ'রে) বল নিয়ে আমি কি করব?

জামাই ॥ খেলবে।

প্যারী ॥ আমি বল খেলতে জানি না।

জামাই ॥ জানাব, চল আমার সঙ্গে।

প্যারী ॥ কোথায়?

জামাই ॥ আহা চল না। এমন বল খেলা শিখিয়ে দেব—এর পর থেকে তুমি scientific reserch ছেড়ে বল খেলা নিয়ে reserch করবে। চল—

[প্রস্থান]

বাবুজী ॥ এই সুবর্ণ সুযোগ। বাকি দুটো পেটি আমরা লুকিয়ে ফেলি।

হেম ॥ সুকি, তুমি নজর রাখো অন্য কেউ আসছে কিনা।

[বাবুজী ও হেম মাল এনে রাখতে থাকে। নেপথ্যে প্যারীমোহন চেঁচায়]

প্যারী ॥ একি করছ, জামাই, দরজায় চাবি দিচ্ছ কেন? আমি বেরুব কি ক'রে?

জামাই ॥ সব সরিয়ে ফেলেছ তো?

হেম ॥ পাঁচ বাক্স মোহর।

বাবুজী ॥ দরজাটা বন্ধ করে চাবীটা আবার সেই গুপ্ত স্থানে রেখেদি—কি বল?

জামাই ॥ যা করবে তাড়াতাড়ি কর। কতক্ষণ প্যারীমোহনকে আটকে রাখব ? দেখছ না কি রকম চেঁচাচ্ছে।

সুকেশিনী ॥ সাবধান! আদিত্য আসছে।

হেম ॥ আমাদের কাজ সারা। এখন কেউ এলেই বা-কি ?

[আদিত্যের প্রবেশ]

আদিত্য ॥ দেখুন। আপনাদের কাছে মাফ চাইতে এলাম।

বাবুজী ॥ মাপ চাইবে ? কেন, কি হয়েছে ?

আদিত্য ॥ আপনাদের নাতনীকে একটু আগে বড় কড়া কড়া কথা বলেছি।

জামাই ॥ বেশ করেছ। বলেছ। আবার বলবে।

[নীনীর প্রবেশ]

নীনী ॥ কি বললে জামাই দাদু।

জামাই ॥ কিছু বলিনি তো।

নীনী ॥ জান ঐ লোকটা কি রকম অসভ্যের মত আমার সঙ্গে কথা বলেছে ? ও যদি না মাপ চায়—

আদিত্য ॥ মাপ চাইতেই তো এসেছি।

বাবুজী ॥ তাহলে এতক্ষণ চাইছো না কেন ? মাপ চাও। আমরা মাপ ক'রে দেব। কি বলিস, নীনী ?

নীনী ॥ অত সহজে নয়।

বাবুজী ॥ বুঝেছো তো, অত সহজে হবে না।

হেম ॥ দেখ বাবুজী, ওদের কথার মধ্যে তুমি থেক না। চল আমরা ঘরে যাই। প্যারীমোহনের সঙ্গে বল খেলি।

[হেমদি, বাবুজী ও জামাই-এর প্রস্থান]

আদিত্য ॥ আপনি জানেন না যে কি দুর্ভাবনায় আমার কাটছে। জানলে আমার ওপর রাগ. করতে পারবেন না।

নীনী ॥ আপনি দাদুদের নামে—

আদিত্য ॥ আর কক্ষনো বলব না। আমি তো দোষ স্বীকার করছি।

নীনী ॥ দোষ স্বীকার করলেই, বুঝি সাত খুন মাপ হয়ে যায়।

আদিত্য ॥ সেইজন্যেই তো হাত জোড় করে মাপ চাইছি। (নীনী হাসে) হাসছেন যে ?—

নীনী ॥ আপনি এমন ক'রে হাত জোড় করেছেন—ঠিক মনে হচ্চে হনুমান।

আদিত্য ॥ তা হলে আর রাগ নেই তো ?

নীনী ॥ না।

[নেরীর কান্নায় নবীন ছুটে বেরিয়ে আসে]

নবীন ॥ সর্ব্বনাশ হয়েছে। নেবীর খুব শরীর খারাপ। হাঁউ মাউ ক'রে কাঁদছে।

নীনী ॥ কেন কি হয়েছে ?

নবীন ॥ কি ক'রে জানব ? হয়তো দুধ ভেবে liquid soap-টা খেয়ে ফেলেছে। এখন কি করি ? নেরীর শরীর খারাপ হলে, বাবুজী কি আমায় আস্ত রাখবেন।

['কি হয়েছে'—'কি হয়েছে'—ব'লে বুড়োদের প্রবেশ]

নবীন ॥ নেরী খালি বমি করছে, আর কাঁদছে।

হেম ॥ সেই টেকো ডাক্তারটা কোথায় গেল? বাড়ীতে অসুখের সময় কেটে পড়েছে।

[গোকুলের বাড়ী থেকে সুরেনের মঞ্চে প্রবেশ]

সুরেন ॥ আমি মোটেই কাটিনি। নিরিবিলি পেয়ে গোকুলবাবুর ঘরে একটু কাজ করছিলাম।

বাবুজী ॥ সে কি! তুমি তাহলে এতক্ষণ ঐ ঘরে ছিলে?

সুরেন ॥ তাতে কি হয়েছে। আপনারা কি ছড়া কাটছিলেন—তা আমি শুনতে পাইনি। দরজা খুলে কি সব বার করলেন—তাও আমি দেখতে পাইনি। যাই—দেখি কুকুরটার আবার কি হ'ল।

[সুরেন ও নবীনের প্রস্থান]

বাবুজী ॥ সর্ব্বনাশ! ডাক্তার তো তাহলে সব দেখেছে। ওর ওপর নজর রাখতে হবে।

হেম ॥ গোকুলের ঘরটা আমাদের আগে দেখে নেওয়া উচিত ছিল।

[প্যারীমোহনের প্রবেশ]

প্যারী ॥ আপনারা কিসের কথা বলছেন?

জামাই ॥ সে তুমি বুঝবে না।

[ডাক্তারের প্রবেশ]

সুরেন ॥ কুকুরটা কিছু খেয়েছে। বমি হচ্ছে। পাশেই প্লেটে এটা পড়েছিল। কি বলুন তো?

[একটা লাড্ডু দেখায়]

অনেকে ॥ এ—তো সেই লাড্ডু।

সুরেন ॥ কিসের লাড্ডু ?

বাবুজী ॥ প্যারীমোহন — ?

প্যারী ॥ আমি কি ক'রে জানব ? আমি তো খেয়ে দেখিনি।

বাবুজী ॥ তাতো খাওনি। কিন্তু আমাদের তো খাওয়াতে চাইছিলে।

প্যারী ॥ বিশ্বাস কর ভাই।

হেম ॥ তোমার কোন কথা আমরা বিশ্বাস করি না। ঐ নেরী যদি মরে যায়—বাকী ক'টা লাড্ডু তোমাকে খাওয়াব।

প্যারী ॥ দোহাই ডাক্তার। নেরীকে বাঁচান। নয়তো এই বুড়ো বয়সে বেঘোরে প্রাণটা দিতে হবে।

সুরেন ॥ ভয় নেই। আমি ওষুধ দিয়েছি আর কয়েক বার বমি হয়ে গিয়ে বিষটা বেরিয়ে গেলে—কুকুরটা বেঁচে যাবে।

জামাই ॥ খুব বেঁচে গেলে, প্যারীমোহন।

প্যারী ॥ আমি বাঁচলাম বটে। কিন্তু আর একজন বোধহয় মরলো।

অনেকে ॥ কে ?

[প্যারীমোহন সুরেনকে টেনে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কথা বলে]

সুরেন ॥ তাই—নাকি ?

প্যারী ॥ তা—না হলে আর বলছি কি ?

সুরেন ॥ আমাদের খুব হুঁশিয়ার থাকতে হবে, আজকের রাত্তিরটা। হয়তো হাতে-নাতে ধরে ফেলতে পারব।

[মঞ্চ অন্ধকার। রাত্রি। Suspense music। পায়ের শব্দ ক'রে ছায়া মূর্ত্তিদের প্রবেশ। দু'জন মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকে। শরৎ গুদাম থেকে ঘুরে এসে]

শরৎ ॥ মাল নেই। ঘর ফাঁকা পড়ে আছে।

অন্যরা ॥ সে-কি!

শরৎ ॥ বুঝতে পারছি না, কে সবাতে পারে। এক যদি কর্ত্তা নিজে—তাইবা—কি ক'রে সম্ভব! সর্ব্বনাশ হয়ে গেল।

২নং ॥ আমাদের এখানে থাকা কি ঠিক হবে? যদি হঠাৎ পুলিশ—

শরৎ ॥ তোরা ওদিকে যা। যদি গোলমাল বুঝিস পালিয়ে যাবি।

[দু'জনের প্রস্থান। শরৎ চাপা গলায় ডাকে—কর্ত্তা—কর্ত্তা—]

[অডিটোরিয়াম থেকে Inspector ঢোকে]

ইন্সপেক্টর ॥ কোন কর্ত্তাই আজ আর তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

শরৎ ॥ Inspector, আপনি!

[পেছনে হাটতে থাকে, উইংস দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। সেদিক থেকে সুরেন সান্যাল বেরিয়ে আসে]

সুরেন ॥ পালাবার কোন পথ নেই।

[অন্য দিকে পালাবার চেষ্টা করে শরৎ, প্যারীমোহন বেরিয়ে আসে]

প্যারী ॥ এই যে আমি এখানে।

শরৎ ॥ এই রে—সেই বুড়ো!

প্যারী ॥ নচ্ছার, তুমি আমাকে ডাণ্ডা মারতে চেয়েছিলে। হাত ফস্‌কে গোকুলবাবুকে মেরেছ।

[চারদিক থেকে সকলের প্রবেশ]

সুরেন ॥ চিনে নিন—এই সেই লোক—যে ঐ পেছনের বাড়ীতে ভূতুড়ে আলো জ্বালাতো, ছায়ামূর্ত্তিদের নিয়ে ওষুধের পেটি লুকিয়ে রাখত। এই লোকই সেদিন নবীনকে মেরেছিলো।

নবীন ॥ দেখি, দেখি –

[ঠিক্ করে শরৎ-এর মাথায় মারে]

অনেকে ॥ আহা, কি করছ নবীন!

নবীন ॥ আজকে ঠিক হাতের সুখ মিটলো না। আর একদিন তোকে মারব।

ইন্সপেক্টর ॥ ডঃ সান্ন্যাল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ 'বর্ম্মণ ফার্মাসিউটিকাল' ওয়ার্কস জাল ওষুধ তৈরী করে সারা দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। তাদের ধরতে আপনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

সুরেন ॥ কৃতিত্ব আমার নয়, এঁদের—এঁদের সন্দেহ হয়েছিল—আদিত্য বাবুর মা পাগল নন, আমি এসে দেখলাম, prescription ঠিক আছে, কিন্তু রোগীর ওপর

ওষুধের ফল ফলছে উল্টো। বৈজ্ঞানিক প্যারীমোহন বাবুর analysis-এ তাই প্রমাণ হলো। জাল ওষুধ। কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি, আপনার সঙ্গে আলোচনা, মালবাবুকে জেরা, ফল ফললো হাতে-নাতে। বর্ম্মন কোম্পানীর প্রতিনিধি আজ বন্দী।

শরৎ ॥ আমি প্রতিনিধি নই, মাইনে করা সামান্য কর্মচারী।

ইন্সপেক্টর ॥ তবে তোমাদের মালিক কে বল ?

সুরেন ॥ তিনিও এখানে উপস্থিত আছেন।

অনেকে ॥ কে ?

সুরেন ॥ গোকুলবাবু আপনাব পুরো নামটা বলুন তো।

গোকুল ॥ গোকুল চন্দ্র দেব।

সুরেন ॥ কৈ—পুরোনাম তো বললেন না? ওঁর নাম—গোকুল চন্দ্র দেববর্ম্মন, বর্ম্মন কোম্পানির মালিক।

গোকুল ॥ না-না —এ মিথ্যে, ষড়যন্ত্র।

সুবেন ॥ অর্থেব লোভে মানুষ যে কতখানি পিশাচ হতে পারে তার প্রমাণ আপনার মত লোক, যারা রোগীর ওষুধেও বিষ মেশায়। এই বৃদ্ধরা যদি কেঁচো খুঁড়তে সুরু না কবতেন, তবে এই কাল সাপকে আমবা ধরতে পারতাম না।

গোকুল ॥ চুপ করুন আপনি। আপনার নামে আমি মানহানির মামলা করব।

সুরেন ॥ ভুলে যাচ্ছেন। ঐ লাড্ডুগুলো আপনি প্যারীমোহন বাবুকে নিজেই খেতে দিয়েছিলেন। যার মধ্যে

মেশান ছিল বিষ। কুকুরটা মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। আরও যদি কিছু বলার থাকে কোর্টেই বলবেন।

ইন্সপেক্টর ॥ কিন্তু সেই জাল ওষুধের পেটিগুলো কোথায় গেল ?

সুরেন ॥ তাইতো! পেটিগুলো আপনারা জানেন ?

বুড়োরা ॥ কৈ না ?—

[হেমদি, জামাই, বাবুজী বাক্সগুলোর ওপর চেপে বসে]

সুরেন ॥ মালগুলো সরে গেল অথচ কেউ সাক্ষী নেই ?

কাক ॥ ক—ক—ক—ক ক

সুরেন ॥ এই হ'ল ১নং সাক্ষী।

নেরী ॥ ভৌ ভৌ—

সুরেন ॥ এই হ'ল ২নং সাক্ষী।

সুকেশিনী ॥ (জানালায়) টুকি -

সুরেন ॥ ইনি হলেন ৩নং সাক্ষী।

হেম ॥ খবরদার সুকি, কোন কথা বলবে না। চুপ।

সুরেন ॥ ঐ বাক্সগুলোর নীচে যা রেখেছেন, ওগুলো কিন্তু গুপ্তধনের মোহর নয়। জাল ওষুধের পেটি।

তিনজন ॥ (লাফিয়ে উঠে) জাল ওষুধ !

সুরেন ॥ ওগুলো পুলিশ নিয়ে যাবে এবং আপনারা যে সমাজের শত্রুদের ধরিয়ে দিয়েছেন—তার জন্যে সরকার থেকে আপনাদের স্বীকৃতি জানাবে। চলুন ইন্সপেক্টর—আমরা গোকুলবাবুকে নিয়ে যাই।

প্যারী ॥ গোকুল বাবু আপনি যান। আপনার বাড়ীর দেখাশুনা আমি করবো।

[গোকুল ও শরৎকে নিয়ে ইন্সপেক্টর ও সুরেনের প্রস্থান]

বাবুজী ॥ উঃ—এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন। নীনী, শীগ্‌গীর গরম কফি কর।

প্যারী ॥ বাবুজী পেট গরম হবে যে।

বাবুজী ॥ হোক পেট গরম।

[নীনীর প্রস্থান]

প্যাবী ॥ বাবা—আদিত্য তুমি যাও। নীনীকে সাহায্য করগে।

[আদিত্যর প্রস্থান]

সবিয়ে দিলাম। আমাব মনে হচ্চে, গুপ্তধনটা এখনও আছে। হয়তো তোমরা ভুল গাছের তলায় লাফা-লাফি কবেছ।

সকলে ॥ তাই নাকি ?

প্যারী ॥ আবাব ভাল ক'রে খুঁজে দেখতে দোষ নেই।

[সুকেশিনীর প্রবেশ]

সুকেশিনী ॥ আমিও তো তাই বলছি। এ তো দু' এক টাকার জিনিষ নয়, আলাউদ্দীন খিলজীর মোহর।

বাবুজী ॥ প্যাবীমোহনের কথাব যুক্তি আছে। এই গাছটা না হয়ে ঐ গাছটা হতে পারে।

জামাই ॥ এই গাছটা না হয়ে সেই গাছটা হতে পারে।

হেম ॥ চল। তাহলে এখন থেকেই আমরা খুঁজতে সুরু করি।

[পাঁচজনে 'ভ্যাং কুড় কুড়' ছড়া আওড়াতে আওড়াতে অডিটোরিয়াম দিয়ে বেরিয়ে যাবে। নীনী ও আদিত্য মঞ্চে আসবে। নীনীর হাতে কফি]

নীনী ॥ একি! দাতুরা কোথায় চলে গেল? ওদের নিয়ে আর পারা যায় না।

আদিত্য ॥ ওঁদের সঙ্গে মাও গেছেন।

নীনী ॥ তা'হলে কফিটা আমরাই খেয়ে ফেলি।

[আদিত্য কফি নেয়]

কাক ॥ ক - ক—ক—ক—

[দু'বার ডাকবে]

[দু'জনে হাসে, কাপ দু'টো ওপরে তুলে ধরে। মঞ্চ অন্ধকার হয়]

● যবনিকা নেমে আসে ●